আমার প্রাণীতত্ত্বসম্বন্ধীয় কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে জাগরুক হইয়া উঠে, এবং যাহাতে আমার সেই বন্ধুর হৃদয়ে সেইরূপ ভাব উদ্দীপিত হন, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাকে আভাসে জ্ঞাত করি যে, আমাদিগের নিকটেই এরূপ আবিষ্কার-ক্ষেত্র রহিয়াছে যে, আমরা যদি সেই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পরে কোন ভাগ্যবান আবিষ্কারক অমর হইতে পারিবেন ; কিন্তু আমার সে চেষ্টা বিফল হইল। আমার সেই বন্ধুটী, দেখিতে দীর্ঘকায়, অলস, জড়স্বভাব, এবং অমরত্ব বলিলে, জাগতিক অর্থে যাহা বুঝায়, সেই অমরত্ব অপেক্ষা আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তাই অধিক করিয়া থাকেন। আমি যখন প্রস্তাব করিলাম যে, সেই আবিষ্কারকার্য্যে অবিলম্বে গমন করা যাউক, তখন তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন যে, সে গ্রাম অনেক দূরে স্থিত, পথ কর্দ্দমময়, এবং সেখানে শিখিবার—জানিবার কিছুই নাই। সে সময়ে আমাদিগের জাকুসকা ভোজন অর্থাৎ এক পাত্র ভোড্‌কা, (রুষীয় শস্যজাত মদ্য), বৃহৎ মৎস্যের ডিম্ব, অসিদ্ধ লোনা হেরিং মৎস্য ; লবণাক্ত-জলসিদ্ধ ব্যেঙের ছাতা প্রভৃতি মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে যে সকল খাদ্য আহার করা যাইতে পারে, তৎসমস্ত আহারের কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সে প্রকার আবিষ্কারার্থ গমনের জন্য কেন আমরা মধ্যাহ্নভোজন-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোজনের পর বিশ্রামসুখ নষ্ট করিব ? যে গ্রামের কথা হইতেছে, সে গ্রাম অন্যান্য গ্রামেরই মত, এবং গ্রামের অধিবাসীগণ রুষীয় প্রতিবাসীগণের মতই বসবাস করিয়া থাকে। যদিই তাহাদিগের নিজের কোন গুপ্ত স্বাতন্ত্র্য ভাব থাকে, তাহা হইলেও তাহারা তাহা অপরিচিতের নিকট ব্যক্ত করিবে না, কারণ তাহারা কথা কহিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, রুক্ষস্বভাব, বদমেজাজী, এবং কোন বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলে না বলিয়া বিখ্যাত। আমার বন্ধু আরও বলেন যে, তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা দুই এক কথায় বলা যায়। তাহারা কোরেল্লী নামক ফিন জাতীয়, এবং অনতি অল্পকাল হইল, তাহারা এইস্থলে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছে। যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কিরূপে, কবে, এবং কাহার দ্বারা তথায় তাহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তখন তিনি উত্তরে বলিলেন যে, সে কাজটী "ভয়ঙ্কর" নামে বিদিত ইভানের দ্বারা হইয়াছে।

যদিও আমি সে সময়ে রুষীয়ার ইতিহাস কিছুমাত্র জানিতাম না, কিন্তু আমার প্রবল সন্দেহ হয় যে, আমার বিরক্তিকর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য শেষ কথাটী তিনি তৎক্ষণাৎ বানাইয়া বলিলেন, সুতরাং বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া, সে কথায় বিশ্বাস করিব না এমত স্থির করিলাম। "বুদ্ধিমান এবং বিশেষরূপে অভিজ্ঞ" এদেশীয়ের উক্তি, পর্য্যটকের পক্ষে কিরূপ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিৎ পরীক্ষার দ্বারা তাহা জানা গেল। আরও বিশেষ সন্ধানে আমি জানিতে পারি যে, ভয়ঙ্কর নামে বিদিত ইভানের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানাইয়া বলা হইয়াছে, আমার বন্ধুই বানাইয়াছেন, কি অধিবাসীসাধারণের কল্পনায় এরূপ হইয়াছে (এখানকার

লোকেরা বড় লোকের নামরূপ কীলকেই প্রায় প্রবাদবাক্য বিলম্বিত করিয়া থাকে) তাহা আমি জানি না, এবং আমি প্রথমে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক। এই ফিন কৃষকেরা আদিম অধিবাসীগণের বংশধর, অথবা অন্ততঃ এ প্রদেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী। যে রুষীয় কৃষকদিগকে লইয়া মহা জনমণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনাহূত।

জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ যাহাকে ভোলকারওয়াণ্ডারুঙ্গ কহেন, অর্থাৎ রোমান সম্রাজ্যের ক্রমিক পতনকালে জনমণ্ডলীর দেশান্তরে গমন সম্বন্ধে আমি দীর্ঘকাল হইতে বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করি এবং আমার মনে প্রায়ই এমত উদয় হইয়াছে যে, যে সকল যোগ্য লোক এ বিষয়ে অসীম বুদ্ধি-জ্ঞান ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে সেই দেশান্তর গমন ঘটে, সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে প্রায় চেষ্টা করেন নাই বা আদৌ সে চেষ্টা করেন নাই। কোন এক জাতি বা কোন এক বংশ আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়া লইয়াছে বা আপনাদিগের দেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লইয়াছে, কেবল ইহা জানিলেই যথেষ্ট হয় না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের পক্ষে ইহাও জানা উচিৎ যে, তাহারা পূর্ব্বতন অধিবাসীগণকে বিতাড়িত, বিলুপ্ত বা আপনাদিগের মধ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছে কি না, এবং কিরূপে সেই বিতাড়ন, বিলোপসাধন, অথবা অন্তভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত তিনটী উপায়ের মধ্যে মধ্যভুক্তকরণটী সম্ভবতঃ নিতান্ত ঘন ঘন হইয়া থাকে, এবং আমার বোধ হয় যে, রুষীয়ার উত্তরাঞ্চলে এই শেষোক্ত বিষয়ের বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। এক সহস্রবর্ষ অতীত হইল, উত্তর রুষীয়ার সর্ব্বত্রই কেবল এই ফিনজাতি বাস করিত এবং বর্ত্তমানকালে তাহার অধিকাংশ স্থানেই যে সকল কৃষক বাস করে, তাহারা মস্কাউয়ের ভাষা ব্যবহার করে, প্রাচীন গোঁড়া ধর্ম্ম পালন করে, তাহাদিগের আকৃতিগত কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই, এবং সাধারণ লোকে তাহাদিগকে বিশুদ্ধ রুষীয় বলিয়া জ্ঞান করে। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীগণ বিতাড়িত বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা প্রবল জাতির সভ্যতা এবং পাপের সংশ্রবে ক্রমে ক্রমে মরিয়া গিয়াছে, আমাদিগের এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। কালমিক জাতির ন্যায় কোন জাতির প্রত্যেকের দেশান্তরে বাস জন্য গমনের কথা এবং একেবারে জাতির উচ্ছেদ সাধনকারী কোন সমরের কথা ইতিহাসে লিখিত নাই; এবং তালিকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রুষীয় কৃষকদিগের মধ্যে যেমন হইতেছে, এই সকল প্রাচীন জাতীয় বংশধরদিগের মধ্যেও সেইমত লোকসংখ্যা দ্রুতগতি বর্দ্ধিত হইতেছে। * এই সকল তথ্য দর্শনে আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আদিম ফিন অধিবাসীগণ কেবল মাত্র শ্লাভোনিক অনাহূতগণের দ্বারা তাহাদিগের মধ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

* এই শেষ উক্তিটী পোপফ ("zyryanye i zyryanski Krai," Moscow. 1874) এবং চেরিনে-সনস্কির (opisanie Orenburgski Gubernii, ufa 1859) উক্ত মত লিখিত।

বিশেষ পরিদর্শন দ্বারা এই সিদ্ধান্তটী পরে বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তরাঞ্চলের নানা স্থানে আমি যৎকালে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তখন রুষীয়ত্ব প্রাপ্তির প্রত্যেক অবস্থাপন্ন গ্রামসমূহ দেখিয়াছি। একটী গ্রামে সমস্তই সম্পূর্ণ ফিন জাতির মত দৃষ্ট হয়; অধিবাসীগণ ঈষৎ রক্তিমাভ বাদামিবর্ণবিশিষ্ট, গণ্ডদ্বয় স্ফীত, চক্ষুদ্বয় বক্রভাবে স্থাপিত, এবং পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; স্ত্রীলোকেরা কেহই রুষীয় ভাষা বুঝিতে পারে না, এবং পুরুষদিগের মধ্যে অতি সামান্যসংখ্যক লোক তাহা বুঝিতে পারে, এবং যে কোন রুষীয় সে স্থানে যাইলে, বিদেশীয়রূপে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় গ্রামটীতে কতকতগুলি রুষীয় বাস করিতেছে; অন্য অধিবাসী সকলেই ফিনভাববিবর্জ্জিত হইয়াছে, অনেক পুরুষ প্রাচীন প্রথামত বেশ পরিহার করিয়াছে, এবং তাহারা রুষীয় ভাষায় সুন্দররূপে কথা কহিতে পারে, এবং কোন রুষীয় তথায় গমন করিলে অনভ্যর্থিত হয় না। তৃতীয় গ্রামটীতে ফিনজাতীয়গন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষেরা সকলেই রুষীয় ভাষায় কথা কহে, এবং প্রায় সকল স্ত্রীলোকই তাহা বুঝিতে পারে; পুরুষদিগের প্রাচীন পরিচ্ছদপ্রণালী একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের প্রাচীন পরিচ্ছদপ্রণালী দ্রুতগতি তদনুসরণ করিতেছে; এবং রুষীয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদানও চলিতেছে। চতুর্থ গ্রামে রুষীয়দিগের সহিত বিবাহের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসূত হইয়াছে, এবং কেবল মাত্র আকৃতিগত কোন কোন বৈলক্ষণ্য এবং স্বরোচ্চারণ দ্বারাই প্রাচীন ফিন জাতির লক্ষণ উপলব্ধি হয় মাত্র।

রুষীয় ভাবত্বপ্রাপ্তির সেইমত আর একটী নিদর্শন বাটী-নির্ম্মাণপ্রণালীর দ্বারা জানিতে পারা যায়, এবং তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে যে, ফিনজাতি, শ্লাভোলিয়ানদিগের নিকট হইতে সভ্যতার প্রথম শিক্ষা পায় নাই। তবে কোথা হইতে তাহারা তাহা পাইয়াছে? অন্য জাতি হইতে কি তাহা পাইয়াছে, না তাহা তাহাদিগের স্বজাতীয়? বর্ত্তমানে এ প্রশ্নসম্বন্ধে আমি আনুমানিক কিছু বলিতেও সাহস করি না, কিন্তু আমার এমত আশা আছে যে, আমি ভবিষ্যতে ভ্রমণসূত্রে ইহার প্রতি কিছু নূতন আলোক প্রদান করিতে সক্ষম হইব।

এক জন হিতবাদী (কোমৎ-মতাবলম্বী) কবি, (পজিটীবিষ্ট কবি বলা যদি অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে যে এক জন হিতবাদী, কবিতা লিখিতে পারিতেন, তিনি) একদা নারীজাতিকে সম্বোধন করিয়া যে, একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমার স্মৃতি যদি ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

"কেন গো রমণীগণ পশ্চাতে পড়িয়া?"

("Pourquoi, O femmes, restez-vous en arrière?")

এই ফিনগ্রাম সমূহের স্ত্রীলোকদিগের নিকটও এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের ফরাসী ভগ্নিগণের ন্যায় তাঁহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা সমধিক রক্ষণশীল এবং রুষীয় প্রাবল্যের দৃঢ়ভাবে প্রবলরূপে বাধা দিয়া থাকেন। অন্যপক্ষে

স্ত্রীজাতিসাধারণ্যের ন্যায় যখন তাঁহারা কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন অতি দ্রুতগতি সেই পরিবর্ত্তন করিতে থাকেন। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইহা বিশেষ রূপেই লক্ষিত হয়। শিক্ষিত প্রাণীতত্ত্ববিদ ইহা যতদূর গুরুতর মনে না করেন, বাস্তবিক তদপেক্ষা ইহা গুরুতর। পুরুষেরা রুষীয় পরিচ্ছদ অতি ধীরে ধীরে অবলম্বন করে; স্ত্রীলোকেরা একেবারেই করে। একটী মাত্র স্ত্রীলোক একটী সুন্দর রুষীয় পরিচ্ছদ পাইলেই গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোক তদ্দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়, এবং যতক্ষণ না সেই মত পরিচ্ছদ পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অধীর হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হইতেছে, একদা আমি একখানি গ্রামে ভ্রমণ করিতে যাইলে, এই শ্রেণীর এক প্রকার বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি প্রথমে যে গ্রামের মধ্য দিয়া আগমন করি, তথায় স্ত্রীলোকদিগের একটী পরিচ্ছদ ক্রয় জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল হই না, শেষ পরবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া পুনরায় সেই চেষ্টা করি। কিন্তু সে গ্রামে সে চেষ্টার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। আমি একটী পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে অভিলাষী, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার কয়েক মিনিট পরেই আমি যে বাটীতে উপবিষ্ট ছিলাম, বহুল রমণী নিজ নিজ হস্তে স্ত্রীপরিচ্ছদ লইয়া আসিয়া, সেই বাটী বেষ্টন করিয়া ফেলে। মনের মত বাছিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আমি বাহিরে আসিয়া সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করি, কিন্তু আমাকে পরিচ্ছদ বিক্রয় করিবার কামনা তাহাদিগের মধ্যে এত প্রবল হইয়া উঠে, এবং এতদূর আগ্রহ হয় যে, তাহারা সকলেই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। স্ত্রীলোকেরা "কুপি!" অর্থাৎ ক্রয় কর, ক্রয় কর বলিয়া, মহা চীৎকার করিতে থাকে, এবং ইটালীয় ভিক্ষুদিগের ন্যায় অধীরভাবে আমার নিকটে আসিবার জন্য সকলেই পরস্পরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। যাহাতে সেই মহাগণ্ডগোলের মধ্যে আমার নিজের বেশ ছিন্নভিন্ন না হইয়া যায়, সেই ভয়ে শেষ আমি বাটীর মধ্যে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হই। কিন্তু তাহাতেও আমি নিস্তার পাই না, কারণ স্ত্রীলোকেরা আমার পশ্চাদানুসরণ করিতে থাকে। শেষ তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে অনির্দ্দয়ভাবে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করিতে হয়।

এই জাত্যন্তরে পরিণতি স্থত্রে কিরূপ ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও একটী বিশেষ গুরুতর বিষয়। রুষীয়গণ খ্রীষ্টান হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত ফিনজাতি পৌত্তলিকরূপে অবস্থান করিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে প্রকৃত ফিনল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা হইতে (যাহা সেণ্ট পিটার্স বর্গের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উত্তরাভিমুখে পোলার সমুদ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে) ইয়ুরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীরাই প্রাচীন গোঁড়া গ্রীকচার্চ্চের মতাবলম্বী খ্রীষ্টানরূপে রাজকীয় পত্রে বর্ণিত হইতেছে। যেরূপে এই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা মনোযোগ দানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিষয়।

ফিন জাতির প্রাচীন ধর্ম্মের যে কিছু অবশিষ্ট অঙ্গ এখনও দেখিতে পাওয়া

যায়, তদ্দৃষ্টে যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, সে ধর্ম্মটী ফিন লোকদিগের মত সম্পূর্ণ কার্য্যসাধক এবং আড়ম্বরহীন। তাহাদিগের ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটা বিশেষ স্বতন্ত্র মতবাদ নাই, কেবলমাত্র আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধনোদ্দেশ্যমূলক কতকগুলি বিধিযুক্ত মাত্র। বর্ত্তমানে যে যে প্রদেশের লোকেরা সম্পূর্ণ রুষীয়ভাবাপন্ন হয় নাই, সেই সেই প্রদেশের লোকেরা সহজভাবে উপাসনা করে, যাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে, প্রচুর গবাদি পশু প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অরঞ্জিত প্রার্থনা করিয়া থাকে, এবং এরূপ শৈশবসুলভ পরিচিত স্বরে প্রার্থনা করে যে, তাহা আমাদিগের কর্ণে কেমন বিচিত্র লাগে। অতি প্রাচীন কালের লোকেরা যেমন গুপ্তভাবে মনে মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত, তাহারা সেরূপে আপনাদিগের কামনা সংগোপনে রক্ষা করে না, তাহারা প্রকাশ্যে সহজ ভাষায় প্রার্থনা করে যে, জগদীশ্বর যেন তাহাদিগকে প্রচুর শস্য প্রদান করেন এবং গোবৎস যেন বহুল পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের অশ্বগুলি যাহাতে অপহৃত না হয়, তজ্জন্য যেন দৃষ্টি রক্ষা করেন, এবং যাহাতে তাহারা অর্থ উপার্জ্জন এবং করদান করিতে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে যেন তিনি তাহাদিগকে সহায়তা করেন। আমি যতদূর পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মকাণ্ড কোন প্রকার গুপ্ত অস্পষ্ট অজ্ঞেয় অনুষ্ঠানমূলক নহে, বরং অধিকাংশই ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ ভূতযোনির প্রাবল্যনিবারকমূলক এবং তাহাদিগের মৃত আত্মীয় স্বজনগণ যাহাতে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার উপদ্রব না করে, তাহা তন্নিবারক। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে অনেকেই—এমন কি যাহারা খ্রীষ্টানরূপে গণ্য, তাহারাও নির্দ্দিষ্ট কালে সমাধিক্ষেত্রে গমন করেন, এবং তাহাদিগের যে সকল আত্মীয় স্বজন অল্পদিন হইল মরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সমাধির উপর প্রচুর পরিমিত প্রস্তুতীকৃত আহার্য্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া, মৃত ব্যক্তিকে সেই আহার্য্য গ্রহণ করিতে এবং তাহাদিগের উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে বলিয়া, যাহাতে তাহারা আর তাহাদিগের জীবীতকালীন বাসবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া থাকে। যদিও সেই প্রস্তুতীকৃত আহার্য্য মৃতদিগের আত্মা অপেক্ষা গ্রাম্য কুক্কুরেরাই রাত্রিতে অধিকাংশ ভক্ষণ করে, কিন্তু তথাপি এই আহার্য্যদান প্রথাটী এই জন্য প্রবলরূপে প্রচলিত যে, লোকদিগের বিশ্বাস যে, এই সূত্রে মৃত ব্যক্তিরা আর রজনীতে গ্রামমধ্যে ভ্রমণ করিয়া, জীবীতদিগকে ভয় প্রদর্শন করে না। মৃতদিগকে গোরের মধ্যে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই গোরের উপর সমধিক প্রস্তর স্থাপনপ্রথা প্রথমে প্রচলিত হয়। আমার বিশ্বাসমত যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভূতদিগকে আটক করিয়া রাখা সম্বন্ধে ফিন জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সমধিক সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা কিন্তু বলা হইতে পারে যে, ফিনজাতির আদিম বাসস্থানে সহজে প্রস্তর সংগৃহীত হইতে পারিত না, এবং সেই জন্যই তৎপরিবর্ত্তে মৃতদিগকে ভোজন করাইবার প্রথা

প্রচলিত হয়। ফিনদিগের আদিবাসভূমি কোন্ স্থানে ছিল, যাঁহারা তাহা নিশ্চিত অবগত আছেন, তাঁহাদিগের উপরই এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য।

রুষীয় কৃষকেরা যদিও নামে খ্রীষ্টান, কিন্তু ধর্ম্মগত ধারণা সম্বন্ধে পৌত্তলিক ফিনদিগের সহিত তাহাদিগের বড় অধিক পার্থক্য নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব অর্থে আমরা যাহা বুঝি, তাহারা সে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না, এবং তাহারা কেবল ক্রিয়া কাণ্ডের উপরেই অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে এসম্বন্ধে আমি অনেক ব্যক্ত করিয়াছি।

এই প্রকার দুইটী বিভিন্ন জাতির মিত্রভাবে সংমিলনসূত্রে দুইটী ধর্ম্মেরও বিচিত্র মিলন হইয়াছে। রুষীয়গণ, ফিনদিগের অনেক আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, এবং ফিনগণ, রুষীয়দিগের আচার ব্যবহার তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছে। যখন ফিনদিগের যুমানা এবং অন্যান্য দেবতা, তাহাদিগের কামনা পূর্ণ করেন না, তখন ফিনগণ স্বভাবতই মাডোনা এবং "রুষীয় ঈশ্বরের" নিকট সাহায্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করে। যদি তাহাদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানদ্বারা ভূতপ্রেতের উপদ্রব নিবারিত না হয়, তাহা হইলে রুষীয়গণ যেমন বিপদকালে অঙ্গুলীর দ্বারা ক্রশ চিহ্ন করে, তাহারাও সেইমত করিতে থাকে। যাঁহারা শৈশব হইতে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন যে, জাদুকরণ, বশীকরণ, এবং মোহকর মন্ত্রোচ্চারণ হইতে ধর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র সামগ্রী, এবং জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কেবল মাত্র একটী ধর্ম্মই সত্য, অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, সুতরাং এই সকল ক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের চক্ষে বিচিত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে ইহা অবশ্যই স্মরণ করা উচিৎ যে, ফিনগণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা পাইয়াছে। তাহারা ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান হইতে ধর্ম্মকে পৃথক জ্ঞান করে না, এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম অপেক্ষা অন্যান্য ধর্ম্ম কম সত্যপূর্ণ এশিক্ষাও তাহারা কখন পায় নাই। যে ধর্ম্মে বিশেষ কার্য্যকারক জাদুমন্ত্রাদি আছে, তাহারা তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করে, এবং কমশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মগুলি কেন যে, তাহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে না, তাহার কারণ তাহারা দেখিতে পায় না। তাহাদিগের দেবদেবীগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাকারী নহেন, এবং উপাসনা আরাধনা একচেটিয়া করিয়া লইবার জন্য জিদও করেন না; এবং কেহ অধিক ক্ষমতাপন্ন দেবতার স্মরণ লইলে, তাঁহারা তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতেও পারেন না।

এই প্রকার সরলচিত্তে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে মনোমত সঙ্কলন প্রথার দ্বারা প্রায়ই খ্রীষ্টানধর্ম্মের সহিত পৌত্তলিকতার বিচিত্র মিশ্রণ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সেই হৈমন্তিক কৃষি-উৎসবের সময় যুভাস কৃষকগণ প্রথমতঃ আপনাদিগের দেবতার উপাসনা করিয়া, পরে রুষীয় কৃষকদিগের পরমপ্রিয় অলৌকিককার্য্যসাধক সেণ্ট-নিকোলাসের উপাসনা করিয়া থাকে এমত প্রকাশ। রেড ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে যেমন এক শ্রেণীর ঔষধদাতা আছেন, এখানে তাঁহাদিগের সহিত তুলনীয়

যমজী নামক এক শ্রেণীর লোকেরা এই দ্বিবিধ উপাসনার পক্ষপাতী। উক্ত পর্ব্বে নিতান্ত পরিচিত ভাবে উপাসনা করা হয়। এই শ্রেণীর লোকদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ একজন রুষীয় * সেই উপাসনার যে, আদর্শ প্রকাশ করেন, এস্থলে তাহা গৃহীত হইল—"হে নিকোলাসদেব! এখানে একবার দেখ, হয়ত আমার প্রতিবাসী ছোট মাইকেল আমার বিরুদ্ধে তোমার কাছে মিথ্যা অপবাদ করিতেছে, অথবা হয়ত সে তাহা করিবে। যদি সে তাহা করে, তাহার কথায় বিশ্বাস করিও না। আমি তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই, এবং তাহার অমঙ্গল কামনাও করি না। সে ব্যক্তি অসার দাম্ভিক, এবং অনর্থক বাচাল। সে বাস্তবিকই তোমাকে সম্মান করে না, এবং কেবল প্রতারকের কার্য্য করে। কিন্তু আমি আমার অন্তঃকরণের সহিত তোমাকে সম্মান করি; এবং এই দেখ, আমি তোমার সম্মুখে বর্ত্তিকা রক্ষা করিতেছি!" এক এক সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটে যে, তাহাতে উভয় ধর্ম্মের আরও বিচিত্র সংমিলন হইয়া থাকে। একদা একজন চেরেমিস, গুরুতর পীড়ার কারণ কাজানস্থ আমাদিগের দেবীর সম্মুখে একটী অশ্বশাবককে বলিদান করিয়াছিল!

যদিও ফিনদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের কতকটা রুষীয় প্রজাদিগের মধ্যে বিস্তৃত হয়, কিন্তু শেষটা রুষীয়ধর্ম্মবিশ্বাসই প্রবল হইয়া উঠে। সকল প্রকার পৌত্তলিকতার উপর খ্রীষ্টানধর্ম্মের যে, বিশেষ প্রাধান্য আছে, তাহা স্মরণ না করিয়াও এরূপ হইবার কারণ বিবৃত করা যাইতে পারে। ফিনদিগের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা বা যাজকশ্রেণী নাই, সুতরাং সেই জন্যই নূতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহারা কোন প্রকার প্রবল বাধা দান করিতে পারে নাই; অন্যপক্ষে রুষীয়দিগের দেওয়ানী শাসনবিভাগের ন্যায় নিয়মিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিভাগ রহিয়াছে। প্রধান প্রধান গ্রামসমূহে খৃষ্টান ভজনাগার সমস্ত নির্ম্মিত হইলে, কে কত লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারে, এই প্রতিযোগিতা প্রদর্শন জন্য পাদরীদিগের সহিত শান্তিরক্ষক পুলিষ কর্ম্মচারিগণও নিযুক্ত হয়েন। এতদ্ব্যতীত একার্য্যে আরও অন্যবিধ প্রাবল্য প্রয়োগ করা হয়। যদি কোন রুষীয়ান, কোন প্রকার ফিন-কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান করিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐহিক দণ্ডের ভাগী হইত; অন্যপক্ষে যদি ফিনজাতীয় কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সেইসূত্রে তাহার নিজের বিশেষ হিত সঞ্চিত হইত। ফিনজাতীয় অনেক লোক প্রায় অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ খ্রীষ্টান হইয়া যায়। ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে তাহাদিগের জন্য নিতান্ত অকঠোর ব্যবস্থা করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এবং তাহাদিগকে কেবল দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলেন মাত্র। পূত জর্ডানের জলে স্নান দ্বারা যে দীক্ষা করা হয়, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ বিদিত না থাকায়, তাহারা সাধারণ্যে সে বিষয়ে কোন বাধা দেয় না, কিন্তু গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দীক্ষা-স্নান করিতে

* মিঃ জলোৎনিৎস্কি, "চুভাস্কো রুস্কি স্লোভার" ১৬৭ পৃষ্ঠা।

অসম্মত হইত। এই দীক্ষাকার্য্যটী তাহারা এরূপ জ্ঞান করিত যে, এক সময়ে যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ জন্য দীক্ষস্নান করিবে, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দান করা হইবে, এমত ব্যবস্থা হইলে, নূতন দীক্ষিত লোকেরাই পুরস্কারের লোভে বারম্বার দীক্ষিত হইতে চাহিত। গোঁড়া গ্রীক চার্চ্চ নামক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যে, দীর্ঘ দিন যাবৎ কঠোর উপবাস প্রথার পক্ষপাতী, কেবল সেই উপবাস-কষ্টই খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বনের পক্ষে প্রধান বাধাস্বরূপ বিবেচিত হয়; কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে এই উপবাস-নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে না, এমত ব্যবস্থা হওয়ায়, সে বাধা বিদূরিত হয়। প্রথম প্রথম কোন কোন জেলার লোকদিগের সাধারণে্য ধারণা হয় যে, যে সকল লোক নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপবাস করে না, আইকন তাহাদিগের সেই কার্য্যের বিরুদ্ধে পাদরীদিগকে বিদিত করিয়া থাকেন; কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা এ বিশ্বাস দূর হইয়া যায়। যাহাতে বিরুদ্ধমূলক কোন কথা প্রকাশ না হয়, সেজন্য সতর্কতাবলম্বন নিমিত্ত নিষিদ্ধ মাংসাদি আহারকালে অনেক বুদ্ধিমান নবদীক্ষিত খ্রীষ্টান, আইকনের চিত্রপটখানি দেওয়ালের দিকে উল্টা করিয়া ফিরাইয়া রাখিত।

দীক্ষিতদিগের মনে কোন প্রকার শিক্ষাজ্ঞানগত বিপ্লব সাধন না করিয়া, ফিন জাতিকে এই যে ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়, ইহার দ্বারা একটী প্রয়োজনীয় সুফল ফলে। এক ধর্ম্ম সূত্রে পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং সেই বিবাহপ্রথা দুইটী জাতিকে দ্রুতগতি একত্র সংমিলিত করিয়া দেয়।

যে কোন অবস্থার রুষীয়ভাবাপন্ন ফিনগ্রামের সহিত যদি আমরা মুসলমান অধিবাসীপূর্ণ কোন তাতারগ্রামের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে, উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ অসাদৃশ্য দেখিতে পাইব। তাতারগ্রামসমূহে অনেক রুষীয় বাস করিলেও দুইটী জাতির সংমিশ্রণ হইতেছে না। উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম অলঙ্ঘনীয় প্রকারস্বরূপে বিরাজমান। য়ুরোপীয় রুষীয়ায় পূর্ব্ব এবং উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশে এমত অনেক গ্রাম আছে, যেগুলি বহু পুরুষ হইতেই অর্দ্ধ-রুষীয় এবং অর্দ্ধ-তাতার, এবং তথায় অদ্যাপিও উভয় জাতির একত্র সংমিলন আরম্ভ হয় নাই। গ্রামের এক প্রান্তে খ্রীষ্টান ভজনাগার এবং ভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদিগের উপাসনালয়—মসজিদ সংস্থাপিত। সমস্ত গ্রামটী একটী মণ্ডলীভুক্ত, একটী গ্রাম্যসমিতি এবং একমাত্র গ্রাম্য প্রধান মণ্ডল আছেন; কিন্তু সামাজিক চক্ষে ইহা দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত এমত দৃষ্ট হয়, উভয়ই বিভিন্ন আচারব্যবহারাবলম্বী এবং বিভিন্ন প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাতারগণ রুষীয়ভাষা জ্ঞাত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে সূত্রে তাহারা রুষীয়ান হয় না। দুইটী জাতি পরস্পরের প্রতি বিষম বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ইহা যেন অবশ্যই মনে করা না হয়। বরং তদ্বিপরীতে তাহারা সম্পূর্ণ মিত্রভাবে বাস করে। কথনও বা একজন রুষীয় বা কথনও একজন তাতারকে প্রধান গ্রাম্যমণ্ডলরূপে নির্ব্বাচন করে, এবং গ্রাম্য সমিতিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের উল্লেখ না করিয়া, গ্রাম্যমণ্ডলীসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে। আমি

এরূপ একটী গ্রাম দেখিয়াছি, যেখানে সেই মিত্রতা আরও অন্য মূর্ত্তিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে—খ্রীষ্টানগণ তাহাদিগের ভজনাগার সংস্কার করিবার ইচ্ছা করিলে, মুসলমানগণ সেই সংস্কারকার্য্যের জন্য কাষ্ঠ বহন করিয়া আনিয়া সাহায্য করে! এতৎ সমস্তের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, যে সুশাসনে কোন এক জাতির অনিষ্ট করিয়া, অন্য জাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয় না, সেই শাসনাধীনে মুসলমান তাতার এবং খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণ পরস্পরে শান্তির সহিত বাস করিতে পারে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে গোঁড়ামি এবং একধর্ম্মাবলম্বীকে ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত করণসূত্রে যে, পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মবিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, এই সকল গ্রামে তাহার অভাব এই জন্য দৃষ্ট হয় না, এখানকার কৃষকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা স্বতন্ত্র বিচিত্র প্রকার। তাহাদিগের মনের এরূপ ধারণা যে, ধর্ম্ম এবং জাতীয়তা উভয়ে উভয়ের স্বাপেক্ষ—দুইটীই এক। রুষীয়গণ স্বভাবতই খ্রীষ্টান, এবং তাতারগণ মুসলমান, সুতরাং এই জাতি এবং ধর্ম্মভেদ, সম্বন্ধে বিপ্লব উপস্থিত করিবার কামনা এই সকল গ্রামের কোন লোকেরই মনে উদিত হয় না। যে একজন রুষীয় কৃষক কিছুকাল হইতে তাতারদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিল, একদা এবিষয়ে তাহার সহিত আমার বিশেষ কথোপকথন হইয়াছিল। তাতারগণ কিরূপ লোক, আমি এই প্রশ্ন করিলে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়,—"নীচেভো"—অর্থাৎ "বিশেষ কোন একরকম নহে;" এবং তাহার বিশদ মত কি, তাহা জানিবার জন্য জিদ করিলে, সে স্বীকার পায় যে, বাস্তবিক তাহারা উত্তম লোক।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করি, "তাহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসটা কিরূপ?"

অবিলম্বে উত্তর দিল—"যথেষ্ট উত্তম ধর্ম্মবিশ্বাস আছে।"

"মলোকানীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা কি তাহা ভাল?" মলোকানীরা, স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবিটেরিয়ানদিগের ন্যায় রুষীয়ার স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত—ইহাদিগের বিষয় আমি পরে বলিব।

"মলোকানীদিগের ধর্ম্ম অপেক্ষা তাহা অবশ্যই উৎকৃষ্ট।"

এই বিচিত্র মন্তব্য শ্রবণে আমার মনে যে বিস্ময়ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা সংগোপন করিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, "বটে! তবে মলোকানীরা বড়ই মন্দ লোক?"

"কখনই না, মলোকানীরা উত্তম এবং সরল লোক।"

"তবে তুমি কেমন করিয়া বলিলে যে, তাহাদিগের ধর্ম্ম মুসলমানদিগের ধর্ম্ম অপেক্ষা নিতান্ত মন্দ?"

"কেমন করিয়া বলিব?" কৃষক এই স্থলে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আপনি দেখুন, তাতারগণ জগদীশ্বরের নিকট হইতে যেমন তাহাদিগের শরীরের চর্ম্মের বর্ণ পাইয়াছে, সেইমত তাহাদিগের ধর্ম্মও সেই ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছে, কিন্তু মলোকানীরা রুষীয়, এবং তাহারা আপনাদিগের মস্তিষ্ক হইতে একটা নূতন ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিয়াছে!"

এই সহজ উত্তরের কিছুমাত্র টীকার প্রয়োজন করে না। তাতারদিগের শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টা যেরূপ হাস্যকর, সেইমত তাহাদিগের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করাইবার চেষ্টাও হাস্যকর। এতদ্ব্যতীত সেরূপ চেষ্টা করিলে, জগদীশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা হয়, কারণ রুষকদিগের মতে জগদীশ্বর, রুষীয়দিগকে যেমন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম দিয়াছেন, সেইমত তাতারদিগকেও মুসলমানধর্ম্ম দান করিয়াছেন।

খ্রীষ্টানধর্ম্মযাজগণ রুষকদিগের উক্ত মতানুবর্ত্তী না হইলেও তাঁহারা কিন্তু সাধারণো উক্ত মতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। রুষসম্রাটের মুসলমান প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন জন্য রাজকীয় কোন কর্ম্মচারীই নিযুক্ত নাই, এবং তাহা না থাকায় ভালই হইয়াছে; কারণ সেই ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনসূত্রে—যদি উভয়জাতির হৃদয়মধ্যে কোন গুপ্ত শক্রতা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, অথচ সে সূত্রে কেহই ধর্ম্মমত প্রকৃতরূপে পরিবর্ত্তন করিবে না। ফিনগণ যেরূপে অজ্ঞাতসারে খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, তাতারগণ সেরূপ করিবে না। তাতারদিগের ধর্ম্ম, ফিনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থশূন্য ধর্ম্মতত্ত্বহীন ধর্ম্মের ন্যায় কেবল অসংস্কৃত সামান্য পৌত্তলিকতা মাত্র নহে, তাহাদিগের ধর্ম্ম খ্রীষ্টানধর্ম্মের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং একেশ্বরবাদমূলক। কোন একজন বুদ্ধিমান পৌত্তলিক, যে ব্যক্তি সামান্য পৌত্তলিকতা ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী নহে, আপনি তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যদি সে ব্যক্তি কিরূপ ইহা আপনি জ্ঞাত থাকেন, এবং যদি আপনি বিশেষ বিবেচনার সহিত আপনার বুদ্ধি জ্ঞান প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের জীবন এবং উপদেশ বাক্যগুলির দ্বারা তাহার হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারিবেন। সেরূপ শ্রেণীর লোকের সরলহৃদয় আকর্ষণসূত্রে তাহাদিগের সহানুভূতি সঞ্চয় এবং শেষ তাহাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যাইতে পারে। কিন্তু আপনি এক জন মুসলমানের প্রতি সেইরূপ উপায় প্রয়োগ করিতে গিয়া, শীঘ্রই জানিতে পারিবেন যে, আপনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইল। তাহাদিগের নিজের ধর্ম্মতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে, এবং ভবিষ্যদ্বক্তা আছে, এবং তাহারা কেন নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আপনার প্রদত্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহারা তাহার কোন কারণ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ সে ন্যূনাধিক প্রকাশ্যরূপে আপনার অনভিজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবে, এবং আপনি খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্মাবলম্বন করেন নাই বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। সে লোকটী যদি শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার মত এই দৃষ্ট হয় যে, মুসা এবং খৃষ্ট তাঁহাদিগের নিজের সময়ে প্রধান ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, এবং সেই জন্যই সে তাঁহাদিগকে সম্মান করে; কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয় তাঁহাদিগের নিজের সময়ে যতই কেন মান্য ছিলেন বলিয়া খ্যাত হউন না, আমরা যেমন বিশ্বাস করি যে, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসচ্ছ ধর্ম্মকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহারও সেই মত ধারণা যে,

মহম্মদ, মুসা ও খৃষ্টকে পরাস্ত করিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষাজ্ঞানে গর্ব্বিত বলিয়া, সে আপনাকে অজ্ঞান এবং বহুদেবপূজক জ্ঞান করিবে, এবং সম্ভবতঃ আপনাকে বলিবে যে, যে সকল গোঁড়া খৃষ্টানের সহিত তাহার জানাশুনা আছে, তাহাদিগের তিনটী ঈশ্বর আছেন, এবং সাধু নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ আছেন, এবং তাঁহারা আইকন নামে বিদিত পুত্তলিকার পূজাও করেন, এবং পবিত্র পর্ব্বদিবসে তাঁহারা মদ্য পান করিয়া থাকেন। সাধুগণ এবং আইকন, খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান অংশ নহে, এবং মদ্যপানাভ্যাসটা ধর্ম্মসঙ্গত বিধিমত নহে, আপনি ইহা কোনমতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিবেন না। যদিও সে এ সম্বন্ধে কতকটা আপনার মত গ্রাহ্য করে, কিন্তু জগদীশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রয়াত্মকতাটী তাহার পক্ষে মহান বাধাস্বরূপে থাকিয়া যাইবে। সে আপনাকে বলিবে "আপনারা খৃষ্টান, আপনাদিগের একজন মহান ভবিষ্যদ্বক্তা আছেন, কিন্তু আপনারা তাঁহাকে দেবতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এক্ষণে তাঁহাকে আল্লার সমকক্ষরূপে ঘোষণা করিতেছেন। এরূপ ঈশ্বরাবজ্ঞা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকুক! এ জগতে কেবল এক মাত্র ঈশ্বর আছেন, এবং মহম্মদ তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তা।"

রাজপক্ষ হইতে কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিরপেক্ষনীতি সকল সময়ে অবলম্বিত হয় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রুসসম্রাট, যাঁর হস্ত হইতে কাজান প্রদেশ জয় করিয়া, নূতন প্রজাদিগকে মুসলমানধর্ম্ম হইতে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। কতকটা ধর্ম্ম-বিভাগ এবং কতকটা শাসনবিভাগ দ্বারা সেই চেষ্টা করা হয়, এবং পাদরীদিগের অপেক্ষা শান্তিরক্ষক পুলিশকর্ম্মচারীগণ সে কার্য্যে সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করে। উক্ত উপায়ে কতকগুলি তাতার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎকালে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন যে, নূতন খৃষ্টানগণ নির্লজ্জভাবে অনেকগুলি ভয়ানক প্রাচীন তাতার-রীতিনীতি রক্ষা করিতেছে, এবং খৃষ্টানধর্ম্ম যে কি, তাহা তাহারা জানে না এবং সে ধর্ম্ম পালনও করে না।" যখন পাদরীরা এই কার্য্যে একেবারে অপারক হইয়া যান, তখন রাজপক্ষ হইতে রাজপুরুষদিগের প্রতি এরূপ আজ্ঞা দেওয়া হয় যে, "যাহারা খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও পাদরীসমাজের আজ্ঞামত খৃষ্টানধর্ম্ম বিধি পালন করে না, মিষ্ট-বাক্য দ্বারা, কারাদণ্ড দ্বারা অথবা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, তাহারা যাহাতে তাতারধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, এবং ভীত হয়, এমত করা হউক।" পাদরীগণ যেরূপ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফল হয়েন না, রাজপুরুষগণও সেইমত এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন তাঁহার শাসননীতির উচ্চ অঙ্গের পরিচায়ক উপায় অবলম্বন করেন। যে সকল নূতন খ্রীষ্টান আদৌ লিখিতে পড়িতে জানে না, রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা তাহাদিগকে এই মর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয় যে, "তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের অসার ধর্ম্মভ্রান্তিগুলি পরিত্যাগ করিবে, এবং

অখ্রীষ্টানদিগের সহিত সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া, খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস, এবং ধর্ম্মবিধি দৃঢ়রূপে চিরদিনের জন্য পালন করিবে।" * কিন্তু শেষ প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং বিধি সম্বন্ধে তাহাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। রাজকীয় মোহরাঙ্কিত পত্রের ঐন্দ্রজালিক প্রাধান্যের উপর যে শৈশবসুলভ বিশ্বাস এই সূত্রে প্রদর্শিত হয়, তাহা কিন্তু সফল হয় নাই। সেই "খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত তাতার-গণ" ষোড়শ শতাব্দীতে যেরূপ অখ্রীষ্টান ছিল, আজি পর্য্যন্ত সেইমতই রহিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যরূপে মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাসজ্ঞাপন করিতে পারে না, কারণ যে সকল লোক একবার রুষীয়ার জাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, দণ্ডবিধি অনুসারে গুরুতর দণ্ড এবং ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহারা খাঁটী খ্রীষ্টান হইবার বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি করে। এ বিষয়ে অল্পদিন হইল অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে একটী সমরাজকীয় প্রবন্ধ † প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই অবস্থা স্বীকার করা হইয়াছে, আমি এমত দেখিতে পাই। লেখক বলেন, "দীক্ষিত-দিগকে খৃষ্টানধর্ম্মের অন্তর্ভুক্তরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য স্পষ্টবিধি প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই বহুসংখ্যক দীক্ষিত লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনভিলাষী হইয়া আসিতেছে, এই তথ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান প্রয়োজন। অবশ্যই কোন সমকারণেই এ সময়ে যেরূপ আশা করা যাইতে পারে, সেই আশায় বিপরীত ফল ফলিতেছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মে অনাসক্তি ঘটিতেছে।" প্রকৃত সত্য প্রকাশের ইহা এক প্রকার সুন্দর উপায়। যে রহস্যজনক কারণটী অস্ফুটরূপে বিবৃত হইল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। রাজপক্ষ হইতে যতদিন পর্য্যন্ত আজ্ঞা দেওয়া হয় যে, দীক্ষিতগণকে খ্রীষ্টানরূপে রাজকীয় তালিকাগ্রন্থে লিখিতে হইবে, ততদিন রাজকীয় চক্ষে সেই দীক্ষিতগণের ধর্ম্মচ্যুতি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু সেই দীক্ষিতগণকে খাঁটী খৃষ্টানরূপে পরিণত করিবার জন্য প্রবল উপায় অবলম্বিত হইবামাত্রই মুসলমান অধিবাসীগণের মধ্যে শত্রুতা এবং গোঁড়ামি আসিয়া দেখা দেয়, এবং যাহারা খৃষ্টানরূপে লিখিত হয়, তাহারা বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠে।

ইহা নিরাপদে বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টানগণ কখনই মুসলমান হইতে পারে না, এবং খাঁটী মুসলমানেরাও কখনই খৃষ্টান হইতে পারে না; কিন্তু এই উভয় জাতির মধ্যে এমত কতকগুলি উপজাতি বা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে যে, পাদরীগণ তাহাদিগের মধ্যে উত্তম স্বকর্ত্তব্য পালনক্ষেত্র দেখিতে পাইবেন। সেই ক্ষেত্রে তাতারগণ, রুষীয়দিগের অপেক্ষা অধিক উদ্যমশীল, এবং তাহারা তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দীদিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সুবিধা সুযোগও পাইয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব রুষীয়ার জাতিসমূহ রুষীয় ভাষা অপেক্ষা তাতার ভাষা সমধিক সহজে শিক্ষা করে, এবং তাহাদিগের ভৌগোলিক অবস্থা যেরূপ, এবং যেভাবে তাহারা

* "উকাজ কাজানস্কই ডুখোভনই কনসিষ্টারি।" ১৭৭৮ খৃঃ।

† "ঝুরনাল মিনিষ্টার সভা নারোডনাগো প্রসভেসচিনিয়া।" জুন, ১৮৭২ খৃঃ।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে তাতারদিগের সহিত তাহাদিগের যতদূর সংশ্রব ঘটে, রুষীয়দিগের সহিত ততদূর ঘটে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, চেরেমিস এবং ভোটিয়াকস্ নামক গ্রামদ্বয়ের অধিবাসিগণ রাজকীয় তালিকাগ্রন্থে গ্রীক খৃষ্টান সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া লিখিত থাকিলেও তাহারা প্রকাশ্যে আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিতেছে; এবং কতকগুলি লোকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে গীত রচনা করিয়া, যুবক এবং বৃদ্ধগণ তাহার স্মরণার্থ আজিও গাহিয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে পাদরী সমাজ কিছুই করেন না। যাহারা খৃষ্টানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অন্য ধর্ম্মাবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইবে, এবং যাহারা কোন দীক্ষিত খৃষ্টানকে অন্য ধর্ম্মে প্রবেশ করাইবে, তাহাদিগকে আরও অধিক দণ্ড দেওয়া হইবে, * এমত কঠোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে বিধি প্রায় কার্য্যে পরিণত করা হয় না। যেখানে রাজনৈতিক কোন প্রকার প্রশ্নের সংশ্রব নাই, সেস্থলে রুষীয় খৃষ্টানধর্ম্মসমাজের পাদরীগণ এবং অপর সাধারণে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কেবল গ্রাম্য পাদরীর আয় যখন হ্রাস হইতে থাকে, কেবল তিনিই তখন সেই ধর্ম্মচ্যুতি বা খ্রীষ্টানধর্ম্ম হইতে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি দেন, কিন্তু সেই খ্রীষ্টানধর্ম্মত্যাগকারী, যদি পাদরীকে বার্ষিক কিছু কিছু দান করে, তাহা হইলে, তাহার আর কোন ভয় থাকে না। যদি এইরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, অর্থাৎ পাদরীকে অর্থদান করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত গ্রাম পুনরায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ধর্ম্মবিভাগের উচ্চতন কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারেন না।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় রুষীয়াতেও যে প্রাকার, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগকে পরস্পরে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, শিক্ষা দ্বারা সে প্রাকার কোনকালে বিনষ্ট হইবে কি না, আমি এমত অনুমান করিতে অগ্রসর হইতেছি না; কিন্তু আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাতারদিগের মধ্যে যে শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে, সেই শিক্ষা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মের বরং গোঁড়া করিয়া তুলিতেছে। যদি আমরা স্মরণ করি যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার দ্বারা অন্য ধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণুতাই বৃদ্ধি করে এবং তাতারগণ যখন কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাই পাইয়া থাকে, তখন তাতারদিগের শিক্ষাজ্ঞানের পরিমাণানুসারে ধর্ম্মে গোঁড়ামি বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। যে তাতার বর্ণাক্ষর-জ্ঞানহীন, শিক্ষাদ্বারা বিকৃতচিত্ত (শিক্ষাদ্বারা বিকৃতচিত্ত হয় না, কিন্তু খৃষ্টানেরা এস্থলে অন্যায়রূপে এশব্দ প্রয়োগ করেন) হয় নাই, এবং তাহার ভবিষ্যদ্বক্তা (মহম্মদ) যে সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানবিধি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, কেবল সেইগুলি পালন ব্যতীত ধর্ম্মের অন্য কোন বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা নাই,

* এক ব্যক্তি একজন খ্রীষ্টানকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করায়, দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার সমস্ত দেওয়ানী স্বত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং কঠিন শ্রমসহ ৮ হইতে ১০ বর্ষ কারাদণ্ড হয়। ("উলোঝেনি ও নাকাজানিয়াখ," ১৮৪)

সেরূপ তাতার শান্ত সদয়, এবং সকল মনুষ্যের প্রতি সুব্যবহার করে; যে তাতার শিক্ষিত, যে খ্রীষ্টানদিগকে কাফের (ধর্ম্মে অবিশ্বাসী) এবং মুসরিক অর্থাৎ বহুদেব-পূজক, আল্লার চক্ষে ঘৃণ্য, এবং চিরজীবনের জন্য মহা দণ্ডপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে উপদিষ্ট, সেরূপ তাতার নিতান্ত গোঁড়া রোমান কাথলিক বা কাল্ভিনিষ্ট-দিগের মত নিতান্ত ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী এবং গোঁড়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলে সেরূপ ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, এবং লোকসাধারণেব উপর তাহাদিগের কোনপ্রকার প্রাবল্য প্রভুতা নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতাসূত্রে আমি বলিতে পারি যে, আমি যতদিন পর্য্যটন করিয়াছি, তন্মধ্যে অশিক্ষিত মুসলমান বাসকিরদিগের নিকট হইতে যেরূপ সহৃদয়তা এবং আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্য কোথাও সেরূপ পাই নাই। কিন্তু সে স্থলেও মুসলমানধর্ম্ম, সম্পূর্ণ রুষীয়ভাবপ্রাপ্তির বিশেষ বাধা দিতেছে।

যদিও পৌত্তলিক ফিনজাতির মধ্যে সেরূপ কোন বাধাদায়ক নাই, কিন্তু তথাপি আমি পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি যে, তাহাদিগের মধ্যেও সম্পূর্ণ রুষীয়ভাবত্বপ্রাপ্তি ঘটে নাই। কেবল কয়েকটী গ্রাম নহে, সমগ্র প্রদেশে রুষীয় প্রাবল্য দ্বারা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। ইহার কারণের কতকটা ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা ব্যাখ্যাত হইবে। সে অঞ্চলের মৃত্তিকা তত উর্ব্বরা নহে, এবং তথায় কোন প্রকার নদনদী নাই, সে প্রদেশে কোন রুষীয়ই বাস করে না, সুতরাং সেইসূত্রে ফিনেরা আপনাদিগের ভাষা, আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম অক্ষতভাবে রক্ষা করিয়া আসি-তেছে; অন্যপক্ষে যে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের বিশেষ সুবিধা সুযোগ, সেই সেই প্রদেশে রুষীয় লোকসংখ্যা সমধিক, এবং ফিনগণ কম রক্ষণশীলমতাবলম্বী। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা তথ্যটী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিভিন্ন জাতিকে এইরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিলে, সকল জাতিই সমানরূপে বিদেশীয় প্রাবল্যের অধীন হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মর্ড্ভাগণ, যুভাসদিগের অপেক্ষা কম রক্ষণশীলমতাবলম্বী, আমি প্রায়ই ইহা দেখিয়াছি, এবং যে সকল লোক আমার অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা আমার এই মতটী প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, কোন গুপ্ত জাতিগত বৈলক্ষণ্যই ইহার কারণ, কিন্তু ভবি-ষ্যতে তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা কোন না কোন দিন আরও সন্তোষকর কারণ প্রকাশিত হইবে। ইতিমধ্যেই আমি যে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্দ্বারা এবিষয়ের উপর কতক আলোক পতিত হইতে পারে। যুভাসদিগের এমত কতকগুলি রীতি নীতি আছে, যদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহারা পূর্ব্বে সম্পূর্ণ মুসলমান না থাকুক, মুসলমান ধর্ম্মের প্রাবল্যের অধীন ছিল, অন্যপক্ষে মোর্ডভাগণ কখনও সেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এমত অনুমান করিবার কোন কারণ পাই না।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিষেধ না থাকায়, উত্তরাঞ্চলে রুষীয় উপনিবেশ সংস্থাপনের যথেষ্ট

সহায়তা লাভ হইতেছে, এবং রুষীয় কৃষকদিগের শান্তিপ্রিয়ভাব সে বিষয়ে আরও সহায়তা করিয়াছে। রুষীয় কৃষকগণ শান্তিপূর্ণ কৃষিকার্য্য দ্বারা উপনিবেশীরূপে অবস্থান করিবার যে, উপযুক্ত পাত্র তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে তাহারা সৎস্বভাববিশিষ্ট, দীর্ঘকাল হইতে কষ্টভোগী, অপরের সহিত মিলিয়া মিসিয়া বাস করিতে দক্ষ, দারুণ কষ্টসহিষ্ণু, এবং যখন যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়, তখন সেইভাবে থাকিতে প্রসংশনীয়রূপে সক্ষম। কোন এক দুর্ব্বল জাতির সহিত সংশ্রব ঘটিলেই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং আইনের সম্মানরক্ষাকারী ইংরাজদিগের হৃদয়ে যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত প্রাধান্যরূপ গর্ব্ব এবংদুর্দ্দমনীয় প্রভুত্বপ্রকাশ-কামনার উদয় হইয়া, তাহাদিগকে যেমন নিতান্ত নিষ্ঠুর উৎপীড়নকারী করিয়া তুলে, রুষীয়-দিগের স্বভাব চরিত্রে সেরূপ ভাব আদৌ ঘটে না। তাহাদিগের শাসনেচ্ছা নাই,এবং স্থানীয় দেশীয়দিগকে কেবল কাষ্ঠকর্ত্তন এবং জলোত্তোলনকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার ইচ্ছাও নাই,তাহারা কেবলমাত্র কয়েকবিঘা জমি নিজে চাষ করিবার জন্য চাহে; এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সেই ভূমি সম্ভোগ করিতে দেওয়া হয়, ততদিন সে প্রতি-বাসীগণের প্রতি কোন অত্যাচার উপদ্রব করে না। যে সকল রুষীয় উপনিবেশী ফিনপ্রদেশে বাস করিতেছে, তাহারা যদি এংগ্লো-স্যাক্সনজাতীয় হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথাকার ভূমিসমূহ অধিকার করিয়া, স্থানীয় লোকদিগকে কৃষিকার্য্যের শ্রমজীবী করিয়া রাখিত। রুষীয় উপনিবেশীগণ সামান্য আশায় তৃপ্ত হইয়া, সামান্য উপায়ে তুষ্ট রহিয়াছে; তাহারা স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে বসবাস করিয়া, তাহা-দিগের সহিত দ্রুতগতি মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। অনেক জেলাতে সেরূপ রুষীয়-দিগের শিরায় শ্লাভনিক অপেক্ষা ফিন-রক্ত অধিক প্রবাহিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আদিমকালে যে, ভোলকারওয়াণ্ডারুং অর্থাৎ অধিবাসী-গণ যে দেশ পরিবর্ত্তন করে, এগুলির সহিত তাহার কি সংশ্রব আছে? প্রথম দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, তদপেক্ষা অধিক সংশ্রব আছেই। দেশান্তরে বাস জন্য গমন শব্দটীর যেরূপ সাধারণ অর্থ আছে, আমার বিশ্বাস যে, উক্ত দেশান্তরে গমন গুলি ঠিক সেই অর্থমূলক নহে, বরং উত্তর-রুষীয়ায় যেমন ক্রমশঃ সংসাধিত হই-য়াছে, এবং এখনও হইতেছে, তাহাও ঠিক সেইমত। এক্ষণে যে স্থানটী ইয়া-রোসলাফ নামে বিদিত, সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে তথায় কেবল ফিনজাতীয়গণ বাস করিত, কিন্তু এক্ষণে যাহারা তথায় বাস করিতেছে, তাহারা বিশুদ্ধ শ্লাভোনীযজাতিরূপে সাধারণ্যে গণ্য। কিন্তু যদি ইহা অনুমান করা হয় যে, উক্ত স্থানের আদিম ফিন-গণ উক্ত স্থান হইতে বহুদূরে এক্ষণে যথায় অবস্থান করিতেছে, তথায় উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে সে অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, তাহারা পূর্ব্বে রুষীয়ার উত্তরাঞ্চলের সমস্ত স্থানে বাস করিত, এবং অগ্রগামী শ্লাভো-নীয়গণ ইয়ারোসলাফ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। পশ্চিমে শ্লাভোনীয়গণ কতকটা "পৃষ্ঠপদ" বা পলায়িত হইয়াছে এমত

বলা যাইতে পারে, কারণ অতি পূর্ব্বে তাহারা এল্‌ব্‌ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর জার্ম্মাণিতে বাস করিত। কিন্তু এস্থলে "পলায়িত" শব্দের অর্থ কি বুঝায়? ইহার সহজ অর্থ এই যে, শ্লাভোনীয়গণ ক্রমে ক্রমে টিউটনজাতির ভাবাপন্ন হইয়া, শেষ টিউটন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্য বটে যে, কতকগুলি জাতি প্রকৃত ভ্রমণকারী পশুপালকদিগের ন্যায় য়ুরোপের একাংশ অধিকার করে এবং স্থানীয় লোকদিগকে বিতাড়িত বা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টাও করিয়াছিল। এই শ্রেণীর দেশান্তর গমন বা দেশান্তরে উপনিবেশন স্থাপন-কাণ্ডও রুষীয়ায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু যতক্ষণ না আমি দক্ষিণাঞ্চলের কথা বলিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথা স্থগিদ রাখা কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

নগরাবলী এবং বণিকসম্প্রদায়।

নভগরদ—রুষীয়নগরগুলির সাধারণ আকৃতি—রুষীয়ার জনসমাজ—নগরবাসী-সংখ্যা কম কেন—রুষীয় মিউনিসিপ্যাল প্রথার ইতিহাস—তৃতীয়শ্রেণী সৃষ্টির নিষ্ফল চেষ্টা—বণিকগণ, নগরবাসীগণ এবং শিল্পীগণ—নাগরিক সমাজ—একজন ধনী বণিক—তাঁহার বাটী—তাঁহার আত্মশ্লাঘা প্রকাশ—সম্ভ্রান্তধনীশ্রেণীসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা—রাজকীয় উপাধি-পুরস্কার—বণিকশ্রেণীর মূর্খতা এবং অসাধুতা—পরিবর্ত্তনের লক্ষণ।

রুষীয়ায় গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালে পল্লীগ্রামে বাস করা বড়ই প্রীতিপ্রদ, কিন্তু শীত এবং গ্রীষ্মের মধ্যস্থ কয়েকটী সপ্তাহে বৃষ্টি এবং কর্দ্দমে পল্লীবাটীকে প্রায় কারাগারের তুল্য করিয়া তুলে। এই কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ জন্য আমি অক্টোবর মাসের প্রথমেই ইভানোফকা পরিত্যাগ করিতে মনন করি এবং অবশিষ্ট কয়টী মাস নভগরডে বাস করিব এমত ধার্য্য করি।

এরূপ স্থির করিবার কতকগুলি কারণ ছিল। আমি সেণ্ট পিটার্সবর্গ বা মস্কাউতে গমন করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম, উক্ত নগরদ্বয়ের মধ্যে কোন একটীতে গমন করিলে, আমার শিক্ষাচর্চ্চার নিশ্চয়ই বাধা উপস্থিত হইবে এবং কোন প্রদেশীয় নগরে থাকিলে, এমত কতকগুলি লোকের সহিত মিলিত হইবার সুবিধা সুযোগ পাইব, যাহারা কোন প্রকার প্রাচ্য ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারে না, এবং প্রাদেশিক শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুবিধাও পাইব। সমস্ত প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে নভগরড * সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ছিল, এবং অনেক বিষয়ে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার এক বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস সেণ্ট পিটার্সবর্গ—এমন কি মস্কাউয়ের ইতিহাস অপেক্ষা প্রাচীন, এবং সেই নগরে অনেক সম্মাননীয় ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন আজিও বিরাজমান। যদিও তাহা এক্ষণে তৃতীয়শ্রেণীর নগররূপে গণ্য—যদিও এক্ষণে তাহার পূর্ব্বতন মূর্ত্তির ছায়াস্বরূপে পরিণত, তথাপি এই নগরের অধিবাসী-সংখ্যা এক্ষণে ১৮০০০ জন, এবং যে প্রদেশের মধ্যে সংস্থাপিত, ইহা সেই প্রদেশের শাসনকেন্দ্রস্বরূপ।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে মস্কাউ রেলওয়ে ভলখফ নাম্নী কর্দ্দমাজিনী তরঙ্গিনী পার হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইলমেন হ্রদের সহিত লাডোগা হ্রদের

* এই নগরকে কেহ যেন নিঝনি নভগরড মনে না করেন—তাহা ভলগা-তীরস্থ নিম্ন নভগরড এবং তথায় বিখ্যাত মহামেলা হইয়া থাকে।

সংযোগ সাধিত হইয়াছে। আমি একখানি বাষ্পতরী আরোহণে সেই নদীবক্ষ দিয়া পঞ্চবিংশতি ক্রোশ গমন করি। সেই জলযাত্রা বড়ই কষ্টকর বোধ হইতে থাকে, কারণ স্থানটী যেমন সমতলক্ষেত্রময়, সেইমত একই প্রকার দৃশ্যযুক্ত, এবং বাষ্পতরী আবার ঘণ্টায় সাড়ে চারি ক্রোশের অধিক যাইতে পারে না। সূর্য্যের অস্তগমনকালে দূরে নভগরড দৃষ্ট হয়। কোমল প্রদোষালোকে দেখিলে, নগরটী পরম রমণীয় বোধ হয়। নদীর পশ্চিমকূলে ক্রিমলিন দণ্ডায়মান—তাহা ঈষদুচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত এবং চারিদিকে উচ্চ ইষ্টকপ্রাকার-বেষ্টিত, সেই প্রাকারের উপর দিয়া ভজনাগারের রঞ্জিত চূড়া যেন উঁকি মারিতেছে। অপর কূলে নগরের অধিক অংশ স্থাপিত, এবং বহুল ভজনাগারের সবুজবর্ণের ছাদশ্রেণী এবং পিয়ারফলের ন্যায় চূড়াশ্রেণী নীল নভোমণ্ডল সুন্দরভাবে ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এদিকে ওদিকে পাদপরাজি বিরাজ করিয়া কাননের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতেছে। যেস্থলে ক্রিমলিন স্থাপিত, সেই স্থল হইতে পরপারে নগর পর্য্যন্ত নদীর উপর দিয়া একটী সুদীর্ঘ পাষাণ-সেতু বিরাজিত, কিন্তু সেটী কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্থায়ী উচ্চ সেতুর দ্বারা প্রায় অর্দ্ধাবৃত। সেই অস্থায়ী কাষ্ঠসেতু প্রাচীন সেতুর কাজ করিতেছে বা তৎকালে করিত। অনেক লোকেই সে সময়ে বলিয়াছিল যে, এই অস্থায়ী সেতুটী শেষ স্থায়ী হইবে, কারণ যে সকল রাজপুরুষের হস্তে সেতু-সংস্কার-ভার অর্পিত, এই সেতুর দ্বারা তাঁহারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই অসঙ্গত অনুমানটী কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি না, আমি তাহা জানি না।

যাঁহারা নাট্যশালার সুরঞ্জিত চিত্রপটশোভিত নাট্যমঞ্চের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অভিলাষী, তাঁহারা কখনই চিত্রপটের পৃষ্ঠদেশে গমন করিবেন না। সেইমত যিনি রুষীয় নগরগুলি পরম রমণীয়, এই ধারণা অব্যাহত রাখিতে চাহিবেন, তিনি যেন কখনও নগরের মধ্যে প্রবেশ না করেন, কেবল দূর হইতে নগরের দৃশ্য দর্শনেই যেন তুষ্ট থাকেন। একবার মাত্র নগরের রাজপথ দিয়া গমন করিলেই সেই ধারণা নিশ্চয়ই বিদূরিত করিবে, এবং অনিয়মিতরূপে গঠন, একবিধ দৃশ্যযুক্ত হইলেও যে রমণীয় হয় না, ইহা সন্তোষপ্রদরূপে প্রমাণিত করিয়া দিবে।

বহির্দ্দেশ হইতে রুষীয় নগরগুলি যতই কেন রমণীয়রূপে দৃষ্ট হউক না, নিকটে গিয়া দেখিলে, জানা যায় যে, সেগুলি পল্লীগ্রাম অপেক্ষা যেন কিছু ভাল, এমত ছদ্মবেশে রহিয়াছে। সেগুলি নিশ্চিত পল্লীগ্রামের মত না হইলেও সেগুলির দৃশ্য অন্ততঃ যেন উপনগরের মত বোধ হয়। পথগুলি সরল এবং প্রশস্ত, এবং হয় নিতান্ত নিকৃষ্টভাবে নির্ম্মিত অথবা আদৌ সুনির্ম্মিত নহে। পাদপথ নির্ম্মাণ অবশ্য প্রয়োজনীয় এমত বিবেচিত হয় না। বাটীগুলি কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, সাধারণ্যে একতালাই অধিক, এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গন দ্বারা পরস্পরে বিছিন্ন। অনেকে বাটীর সম্মুখটী রাজপথের দিকে স্থাপন করিতে ভাল বাসেন না। দেখিলে, মনের মধ্যে এই ভাবের উদয় হয় যে, অধিকাংশ নগরবাসীই পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে, এবং যেন তাহাদিগের

গ্রাম্যবাটীগুলিও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। পথিকদিগের চিত্তাকর্ষণ জন্য বিক্রেয় সামগ্রীগুলি গবাক্ষে সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে, এখানে এমত এক খানিও দোকান দেখা যায় না। যদি আপনার কিছু কিনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, আপনাকে গোষ্টিন্নী ডর * অর্থাৎ বাজারে যাইতে হইবে। বাজারটী সমাকৃতিবিশিষ্ট অনুচ্চ ছাদযুক্ত অল্প আলোকিত সুদীর্ঘ গৃহশ্রেণী এবং তাহার সম্মুখে স্তম্ভাবলী বিরাজিত। এই স্থানেই বণিকগণ একত্র সমবেত হয়, কিন্তু আমরা যে বণিকদিগের ব্যস্তসমস্ততা এবং কার্য্যতৎপরতাদৃশ্য দর্শনে অভ্যস্ত, এখানে কিন্তু সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। দোকানদারগণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকে, অথবা তন্নিকটে ক্রেতাসংগ্রহ জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু ক্রেতা-সংখ্যা নিতান্ত সামান্য থাকায়, আমি বলিতে পারি যে, যখন কোন দ্রব্য বিক্রীত হয়, তখন লাভটা যথেষ্ট পরিমিত হইয়া থাকে। নগরের অন্যান্য অংশে নির্জ্জনতা এবং অবসন্নতা আরও দীপ্যমান। প্রধান উদ্যানে বা পাদবিহার-পথের পার্শ্বে (যদি নগরে সৌভাগ্যক্রমে তাহা থাকে) গাভী এবং ঘোটকসকল নিশ্চিন্তমনে শস্পাহার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন জীবের পক্ষে সেরূপ স্থলে অবস্থান যে অনুপযুক্ত, ইহা তাহারা ভাবে না, এবং যদিই তাহাদিগের সেরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে, সেটা বিচিত্র বোধ হইবে, কারণ শান্তিরক্ষক পুলিশ বা অধিবাসীগণের সেরূপ জ্ঞান নাই। রজনীতে রাজপথগুলি আদৌ আলোকিত করা হয় না, আর যদিই দুই একটী তৈলবর্ত্তিকা দেওয়া হয়, তদ্বারা অন্ধকার আরও দৃশ্যমান হয় মাত্র, এই জন্যই সতর্ক নাগরিকগণ রজনীতে বাটী প্রত্যাগমনকালে লণ্ঠন হস্তে আসিয়া থাকেন। কয়েক বর্ষ অতীত হইল, মস্কাউর নাগরিক উৎকর্ষ-সাধক সভার একজন মাননীয় সভ্য তথায় গ্যাসালোক প্রচলন প্রস্তাবের দৃঢ় আপত্তি করেন, এবং বলেন যে, যাহারা রাত্রিতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা নিজে নিজে আলোক সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি খাটে নাই, এবং মস্কাউ এক্ষণে গ্যাসালোকে ভূষিত হইয়াছে, কিন্তু প্রদেশীয় নগর-গুলির মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক নগরই এই প্রাচীন রাজধানীর অনুসরণ করিয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং অডেসার প্রতি এই বর্ণনা প্রয়োগ করা হইতেছে না। সে দুইটী নগর সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাবাপন্ন বলিয়া, বর্ত্তমানে সে দুটীর সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে না। অকৃত্রিম রুষীয় নগরগুলি—মস্কাউ নগরকেও সে গুলির মধ্যে ধরা যাইতে পারে—সম-গ্রাম্য ভাবাপন্ন অথবা প্রধান প্রধান নগরগুলির দূরবর্ত্তী উপ-নগরসমূহের ন্যায় (যে সকল উপনগরে মিউনিসিপাল অর্থাৎ নগরীয় কার্য্যসম্পাদক সভাগুলির আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই) দৃশ্যযুক্ত।

---

* কথাটীর প্রকৃত অর্থ অতিথিশালা। গোষ্টি শব্দের অর্থ এক্ষণে অতিথি বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল বণিক ব্যবসায়ী অন্যান্য নগর বা দেশের সহিত বাণিজ্য ব্যবসা করিত, কেবল তাহারাই গোষ্টি নামে অভিহিত হইত।

রুষীয়ার নগরগুলির বাহ্যদৃশ্য যেমন গ্রাম্য, তাহার সংখ্যাও সেইমত কম। নগর শব্দে সাধারণ্যে যাহা বুঝায়, আমি এস্থলে তাহাই বলিতেছি, রাজকীয় মতে যাহা বুঝায় তাহা বলিতেছি না। যেখানে কতকগুলি বাটী আছে, কোন প্রকার শাসন-কার্য্যালয় আছে, রাজকীয় ভাষায় তাহাকেই নগর বলা হয়, এবং সেই জন্যই কখন কখন সামান্য গ্রামকেও নগর বলা হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে রাজকীয় তালিকায় যে নগরসংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া, লোকসংখ্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাউক। আমার অনুমান যে, যেখানে অন্ততঃ ১০,০০০ লোক বাস করে না, তাহাকে প্রকৃত নগর বলা যাইতে পারে না। যদি আমরা সেই মতানুসারে বলি, তাহা হইলে ফিনল্যাণ্ড, বালটীক প্রদেশ, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড এবং ককেশশ—যেগুলি রাজকীয়মতে রুষীয়ার অংশ বটে, কিন্তু সামাজিক হিসাবে নহে, সেগুলি বাদ দিলে—সমগ্র য়ুরোপীয় রুষীয়ায় আমরা অল্পসংখ্যক লোকপূর্ণ স্থানকেও নগর বলিয়া ধরিলে, কেবল ১২৭টী নগর দেখিতে পাই। সেগুলির মধ্যে কেবল ২৫ টীতে ২৫,০০০ হাজারের অধিক লোক বাস করে, এবং কেবল মাত্র ১১টী নগরে ৫০,০০০ হাজারের অধিক লোক বাস করে।*

উপরোক্ত তথ্যগুলি স্পষ্টই জানাইতেছে যে, পাশ্চাত্যয়ুরোপের সহিত তুলনায় রুষীয়ার অধিবাসীগণের মধ্যে নগরবাস-কামনা নিতান্ত কম; এবং তালিকার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিতও হইতেছে। রুষীয়ার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে কেবল দশাংশের এক অংশমাত্র অধিবাসী নগরে বাস করে, অন্যপক্ষে গ্রেট ব্রিটেনের অর্দ্ধেকেরও অধিক অধিবাসী নগরে বাস করিয়া থাকে। যদি এরূপ ঘটিবার প্রকৃত কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রুষীয় সাম্রাজ্যের অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থার চিত্তাকর্ষক বিশেষত্ব বাহির হইয়া পড়ে। আমি নিজে সেই চেষ্টা করিয়াছি, এবং আমি এক্ষণে সেই অনুসন্ধানের কয়েকটী ফল বিবৃত করিতে অভিলাষী।

সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, পাশ্চাত্যয়ুরোপের অপেক্ষা রুষীয়ায় ঘনবসতি নিতান্ত কম। রুষীয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে কোন প্রকার প্রকৃতিক সীমান্তের চির-অভাব, কেবল সেদিকে বহুল বিস্তৃত উর্ব্বর অকর্ষিত ভূমি, সুতরাং তাহা উপনিবেশ স্থাপনের আকর্ষক ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল; এবং কৃষকসমাজ তাহাদিগের দেশের ভৌগোলিক অবস্থার সুবিধা সম্ভোগ করিতে চির-অভ্যস্ত, এমত দেখাইয়া আসিতেছে। তাহারা যে, আদিমকালের প্রথামত কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, তাহাতে বহুল ভূমির প্রয়োজন হয়, এবং শীঘ্রই সেই ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা সেই কৃষি-বিভাগের উৎকর্ষ সাধন না করিয়া, তাহারা পূর্ব্বাঞ্চলের অকর্ষিত ভূমি অভিমুখে

* সেগুলির নাম যথা—সেণ্ট পিটার্স বর্গ, ৬৬৮-০০, মস্কাউ ৬০২০০০, অডেসা ১২১০০০, কিসিনেফ ১০৪০০০, সারাটোফ, ৯৩০০০, কাজান ৭৯000, কিয়েফ, ৭১000, নিকোলায়েফ, ৬৮000, খারকফ ৬০০00, টুলা, ৫৮000, বারডিচেফ, ৫২000।

গমন করিয়া, তথায় উপনিবেশ স্থাপন এবং ভূমি অধিকার করা সহজ এবং বিশেষ লাভজনক জ্ঞান করিতে থাকে। এইরূপে কথন বা রাজ-সহায়তায় এবং কথন বা রাজ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে ক্রমশঃ রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং এক্ষণে সেই সীমা বেরিং প্রণালী এবং হিমালয়ের উত্তরস্থ শাখা গিরিমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। নিয়েপারের চতুস্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র প্রদেশটী এক্ষণে এরূপ প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে যে, তাহা ফ্রান্স অপেক্ষা চল্লিশগুণ বৃহৎ, এবং সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিবাসী-সংখ্যা কেবল ৮০০০০০০০ জন মাত্র। রুষজাতি বর্দ্ধনশীল হইলেও সে জাতির রাজ্যবিস্তার-শক্তি যতদূর অধিক, জনন-শক্তি তাহার অনুরূপ নহে, এবং সেই কারণেই দেশের লোকসংখ্যা নিতান্ত কম। যদি আমরা য়ুরোপীয় রুষীয়াকে ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, একবর্গ ভাষ্ট পরিমিতজমিতে প্রায় ১৪ জন লোক বাস করে, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে সেই পরিমিত জমিতে গড়ে ১১৪ জন বাস করে। এমন কি উত্তর অংশের যেখানে নিতান্ত ঘনবসতি, সেখানেও উক্ত পরিমিত জমিতে প্রায় ৪০জন মাত্র বাস করে। রুষীয়দিগের যখন এত প্রচুর ভূমি রহিয়াছে, এবং তাহারা যখন কেবল কৃষিকার্য্য দ্বারা আত্মপালন করিতে সক্ষম, তখন তাহারা যে, শিল্পকৌশলে মনোযোগী হইবে, এবং নগর সমূহে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এমত সম্ভাবনা নাই।

নগর সৃষ্টি না হইবার দ্বিতীয় কারণ—দাসত্বপ্রথা। সেই দাসত্বপ্রথা—এবং যাহার শাসনপ্রণালী ইহার এক অংশস্বরূপ, তাহা অধিবাসীগণের মধ্যে স্বাভাবিক স্থানান্তরিত হওনের বিশেষ বাধা দিয়াছে। সম্ভ্রান্ত ধনবানগণ স্বভাবতই আপনাদিগের জমীদারিতে বাস করিতেন, এবং তাঁহাদিগের নিজের যে কিছু দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমস্ত সরবরাহ করিবার জন্য তাঁহাদিগের দাসদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল কৃষক শিল্পীস্বরূপে নগরে বাস করিবার ইচ্ছা করিত, আপন ইচ্ছায় তাহা করিতে পারিত না, কারণ বাসভূমির সহিত তাহাদিগের বিষম সম্বন্ধবন্ধন ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে যে, গ্রাম্য শিল্পকৌশলের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এইরূপেই সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়।

রুষীয় নগরগুলির গুরুত্ব যে কেন বর্দ্ধিত হয় না, তাহা উক্ত দুইটী কারণে কতকটা বিবৃত হইল। ভূমির আধিক্যসূত্রেই শিল্পকৌশলের বিস্তার ব্যাঘাত ঘটে, এবং যে যৎসামান্য শিল্পের অস্তিত্ব ছিল, দাসত্বপ্রথা, কৃষকদিগকে নগরে সমবেত হইতে না দেওয়ায়, তাহাও বিদূরিত হয়। কিন্তু এব্যাখ্যাটী সম্পূর্ণ হইল না। মধ্যযুগে মধ্য-য়ুরোপেও এইমত কারণ বিরাজিত ছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও সমৃদ্ধিশালী নগরাবলীর উৎপত্তি হইতে থাকে, এবং জার্ম্মাণির সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুতর অংশের অভিনয় করে। সেই সকল নগরে ব্যবসায়ী এবং শিল্পীগণ সমবেত হইয়া, একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামাজিক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, এবং তাহারা স্বতন্ত্র কার্য্য, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্র বুদ্ধি-জ্ঞানশক্তির প্রকাশ, এবং স্বতন্ত্র নৈতিক

বিধির দ্বারা একপক্ষে সম্ভ্রান্ত ধনবানশ্রেণী এবং অন্যপক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী কৃষকশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথকশ্রেণীরূপে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী নিবারক কারণ স্বত্বেও রুষীয়ায় উক্ত প্রকার সমৃদ্ধিশালী নগরাবলী এবং নাগরিকশ্রেণী সৃষ্ট হইতেছে না কেন?

এই প্রশ্নটীর বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইলে, মধ্যকালীন ইতিহাসের কতকগুলি তর্কিত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক হইবে। আমার পক্ষে যাহা সত্য ব্যাখ্যা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, আমি এস্থলে কেবল তাহাই প্রকাশ করিতে পারি।

মধ্য-য়ুরোপে সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া, সমাজের মধ্যে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে, এবং সেই প্রতিযোগিতা সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহ সৃষ্টি করে, এরূপ একপক্ষে বলা যাইতে পারে। নগরগুলি প্রথমতঃ যে সূত্রেই সৃষ্ট হউক না কেন, ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, রাজা, করদ সমান্তশ্রেণী, এবং ধর্ম্মবিভাগ, এই তিনপক্ষের পরস্পর প্রতিযোগিতাসূত্রে সেই নগরগুলি রক্ষিত এবং উন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং যে সকল লোক কেবলমাত্র ব্যবসা দ্বারা অথবা শিল্পশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারা নগরসমূহে শান্তি, আপদশূন্যতা এবং অভয় প্রাপ্ত হইতে থাকায়, তথায় স্থায়ীরূপে বাস করিতে বাধ্য হয়। রুষীয়ায় এরূপ রাজনৈতিক কাণ্ড কখনও ঘটে নাই। মস্কাউর প্রধান প্রধান রাজগণ, ষোড়শ শতাব্দীতে তাতারদিগের অধীনতাশৃঙ্খল ছেদন করিয়া, সমস্ত রুষীয়ার জার (সম্রাট) হইবা মাত্রই তাঁহাদিগের শক্তি অবিবাদনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। তাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া, আপনারা যেমন ভাল বুঝেন, সেইমত আপনাদিগের রাজ্যের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদিগের রাজনীতি, নগরসমূহের উন্নতির অনুকূল ছিল। বণিক এবং শিল্পীসম্প্রদায়ের দ্বারা যথেষ্ট কর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা সেই দুই সম্প্রদায়কে কৃষকশ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া দেন, তাহাদিগকে একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি দেন, অন্যান্যশ্রেণীকে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেন না, এবং তাহাদিগকে জমীদারদিগের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করেন। যদি তাঁহারা সতর্কতা এবং বিবেচনার সহিত তাঁহাদিগের এই নীতি চালনা করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা হয় ত একটী ধনশালী নাগরিকশ্রেণী সৃষ্টি করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত প্রাচ্যদিগের মত অদূরদর্শিতার সহিত কাজ করিতে থাকেন, সুতরাং নিজের উদ্দেশ্যকে আপনারাই ব্যর্থ করিয়া দেন। তাঁহারা শাসিতদিগের মঙ্গলসাধন বিস্মৃত হইয়া, আপনাদিগের উপকারার্থ নিতান্ত গুরুতর করভার স্থাপন করেন এবং নগরবাসীগণের প্রতি আপনাদিগের ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন। ধনবান বণিকগণকে বলপূর্ব্বক প্রায়ই তাহাদিগের বাসবাটী হইতে বহুদূরস্থ শুল্কসংগ্রহ-

কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন, * এবং শিল্পীগণকে প্রতি বর্ষেই এক বার করিয়া মস্কাউয়ে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, অথচ তজ্জন্য তাহাদিগকে কিছুমাত্র পারিশ্রমিক দিতেন না। এতদ্ব্যতীত করগ্রহণ প্রণালীরও নিতান্ত দোষ ছিল। স্থানীয় শাসনকার্য্যের লোকেরা কোন প্রকার বেতন পাইত না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাহারা কাহারই শাসনাধীনে ছিল না, কাজেই তাহারা নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে কর বলিয়া যথেষ্ট অর্থ বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া লইত। এক কথায় সম্রাটগণ এরূপ নির্দ্দয়ভাবে এবং হিতাহিতশূন্যচিত্তে আপনাদিগের ক্ষমতা চালনা করিতে থাকেন যে, শিল্পী এবং ব্যবসায়ীগণ শান্তি এবং নিরাপদ সংগ্রহের জন্য নগরে না আসিয়া, অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। অবশেষে উক্তবিধ পলায়ন এত অধিক হইতে থাকে যে, শেষ শাসন এবং আইন দ্বারা তন্নিবারণ করা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়, এবং সেই সূত্রেই গ্রাম্য অধিবাসীগণ যেমন কোনমতে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারে না, সেইমত নগরবাসীরাও কোনমতে নগর ত্যাগ করিতে পারিবে না, এমত বিধি হয়। যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পলায়িত বলিয়া ধৃত করিয়া আনা হয়, এবং যাহারা দ্বিতীয়বার পলায়নের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া, সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। †

গত শতাব্দীর প্রথমে নগর এবং নগরবাসীগণের ইতিহাসের নূতন যুগ আরম্ভ হয়। পিটার দি গ্রেট যে সময়ে পাশ্চাত্য য়ুরোপে পর্য্যটন করেন, সে সময়ে তিনি দেখিতে পান যে, উদ্যমশীল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর উপরই প্রধানতঃ জাতীয় উন্নতি-বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে, এবং স্বরাজ্যের দীনতার কারণ যে, সেই নগরবাসী মধ্যশ্রেণীর অভাব, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন। রুষীয়ায় কি এরূপ শ্রেণী সৃষ্টি করা যাইতে পারে না? পিটারের তদ্দণ্ডেই ধারণা হয় যে, সৃষ্টি করা যাইতে পারে, এবং তিনি অবিলম্বে সামান্য সহজ উপায়ে সেই শ্রেণী সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। বিদেশীয় শিল্পীদিগকে স্বরাজ্যে আনয়ন এবং স্বীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসা করিবার জন্য বিদেশীয় বণিকদিগকেও আহ্বান করেন; রুষীয় যুবকগণকে হিতকরী শিল্পশিক্ষা জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন; বিদ্যালয় সমূহ সংস্থাপন এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ এবং তৎপ্রচার দ্বারা কার্য্যমূলক শিক্ষাজ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করা হয়, সকল প্রকার বাণিজ্য ব্যবসার উৎসাহদান করা হইতে থাকে, এবং নানাবিধ শিল্পকৌশলের অনুষ্ঠান করা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণির আদিমকালের স্বাধীন নগরগুলির আদর্শে নগর সমূহের শাসন-প্রণালী সম্পূর্ণ নূতনরূপে সংস্কার করা হয়। নগর সমূহের প্রাচীন শাসনানুষ্ঠান, গ্রাম্যমণ্ডলী-শাসনাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল ছিল মাত্র, তাহার স্থলে জার্ম্মাণির আদর্শে মিউনিসিপালিটী

* দৃষ্টান্তস্বরূপ—ইয়ারসলাফের বণিকদিগকে শুল্ক সংগ্রহ জন্য অন্যত্র স্থানে প্রেরণ করা হইত।

† "উলোঝেনি" অর্থাৎ পিটার দি গ্রেটের পিতা আলেকসিসের আইনের ১৯শ অধ্যায় দেখুন।

অর্থাৎ নগরীয় কার্য্যসম্পাদক সমিতি স্থাপিত হয়, তৎসহ এক একজন বারগো-মাষ্টার বা নাগরিক বিচারপতি, নাগরিক সমিতি, বিচারালয়, বণিকদিগের সভা, শিল্পীদিগের জন্য শেখী অর্থাৎ ব্যবসায়ী-সমাজ, এবং বাণিজ্য-শিল্পোন্নতির জন্য এতদ্বিধ অগণিত অনুষ্ঠান করা হয়, এবং হাসপাতাল বাটী নির্ম্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় সতর্কতাবলম্বন, বিদ্যালয় স্থাপন, সুবিচার বিধান, এবং পুলিশ বা শান্তিরক্ষা বিভাগ সৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানও করা হয়।

দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন উক্ত পথানুবর্ত্তিনী হয়েন। যদিও তিনি ব্যবসা এবং শিল্পোন্নতির জন্য কিছু বিশেষ কাজ না করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বিধি প্রণয়ন এবং বৃহৎ বৃহৎ মন্তব্য প্রচার দ্বারা সে বিষয়ে অধিক সহায়তা করেন। তিনি যে সময়ে ইতিহাসের আলোচনা করিতে থাকেন, সেই সময়ে তিনি যাহা জানিতে পারেন, তাহা তাঁহার একখানি মন্তব্যে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—"অতি আদিম কাল হইতেই আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, বিধিপ্রণয়নকারীগণের স্মৃতিচিহ্নের ন্যায় নগরনির্ম্মাতাগণের স্মৃতিচিহ্ন উচ্চভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, এবং আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল বীর, যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিখ্যাত হইতেন, তাঁহারাও নগর নির্ম্মাণ দ্বারা তাঁহাদিগের নাম অক্ষয় করিবার আশা করিতেন।" তাঁহার নিজের নামটী অক্ষয় করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য থাকায়, তিনি ইতিহাসোল্লিখিত আদর্শমত ২৩ বর্ষ মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে ২১৬টী নগর স্থাপন করেন। ইহা একটী মহান কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তুষ্ট হয় না। তিনি যে কেবল ইতিহাসে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন এমত নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাসনকালে সাধারণ্যে প্রিয়রূপে প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শনশাস্ত্রের তিনি একজন বিশেষ প্রশংসাকারিনী ছিলেন। সে সময়ে ফ্রান্সে যে তৃতীয়-শ্রেণী, প্রবল রাজনৈতিক প্রাবল্য সঞ্চয় করিতেছিল, তৎপ্রতি সেই রাজনৈতিক দর্শনশাস্ত্র বিশেষ মনোযোগ দান করে। ক্যাথারাইন ভাবেন যে, তিনি যেমন ফ্রান্সের আদর্শে একটী সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইমত একটী নাগরিক মধ্যশ্রেণীও সৃষ্টি করিতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার মহান পূর্ব্বপদাধিকারী, যে মিউনিসিপাল অনুষ্ঠান-বিধি সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি তাহা সংস্কৃত করেন, এবং সমগ্র নগরকেই রাজকীয় সনন্দ প্রদান করেন। সেই সনন্দপত্র মূলতঃ কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত না হইয়া, বর্ত্তমান শাসনের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

একটী ধনশালী বুদ্ধিমান তৃতীয়শ্রেণী সৃষ্টির চেষ্টা বিশেষরূপে সুফলপ্রসূ হয় নাই। তাহাদিগের প্রাবল্য কেবল রাজকীয় পত্রেই প্রকাশ পায়, প্রকৃত জীবনে নহে। অধিবাসীদিগের মধ্যে সাধারণ লোকশ্রেণী ক্রীতদাসরূপে পল্লীগ্রামেই ভূমির সহিত আবদ্ধ থাকিয়া যায়, অন্যপক্ষে ধনবান সম্ভ্রান্ত রুষীয়ের মধ্যে যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিতেন, তাঁহারা দেওয়ানি এবং সামরিকবিভাগে কার্য্য

করিতে নিযুক্ত হয়েন। যে সকল লোককে বিদেশে শিল্পাদি শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়, তাহারা কিছুই শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, এবং তাহাদিগের যে কিছু শিল্পজ্ঞান হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কোন কাজও করিতে পারে না। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইবা মাত্রই চারিদিকের সামাজিক কুভাবের প্রাবল্যে তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। "নগর নির্ম্মাণ" দ্বারা কার্য্যমূলক কোন ফলই ফলে না। নগর শব্দে রাজকীয় মতে যাহা বুঝায়, সেরূপ নগর যত ইচ্ছা সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার। একটী পল্লীগ্রামকে নগরে পরিণত করিতে হইলে, বিভাগীয় আদালতের জন্য একটী বাটী, পুলিশ বা শান্তিরক্ষাবিভাগের জন্য একটী আলয়, এবং একটী কারাগার প্রভৃতির ন্যায় কয়েকটী বাটী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইত। শেষ একটী নির্দ্ধারিত দিনে প্রদেশীয় রাজধানী হইতে একজন রাজপুরুষ আসিয়া, নবনির্ম্মিত বা নবস্থাপিত বিচারালয়ে যাঁহারা কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া, পাদরীকে সামান্য প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বলেন, পরে নিয়মিত বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া, নগর "প্রতিষ্ঠিত" হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সকল কার্য্যে বড় একটা অধিক শ্রমচেষ্টা করিতে হয় না, কিন্তু প্রজাসাধারণের মধ্যে বাণিজ্য এবং শিল্পকৌশলমূলক উদ্যমের উদ্দীপনা করা সহজসাধ্য নহে। তাহা কেবল রাজকীয় ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

নবানীত মিউনিসিপাল অর্থাৎ নাগরিক কার্য্যসম্পাদনসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার এবং জাতীয়প্রবাদের উপর বদ্ধমূল না থাকায়, সেই অনুষ্ঠানকে সজীব করিয়া রাখা সেইমত বড়ই দুঃসাধ্য হয়। পাশ্চাত্য প্রদেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া প্রকৃত এবং দৃঢ়রূপে অনুভূত প্রত্যক্ষ অভাব নিরসন করিবার জন্যই উক্ত অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে সূচিত হয়। কিন্তু রুষীয়ায় যে অভাবগুলি লোকে অনুভব করে না, সেই অভাব সৃষ্টির জন্য উক্ত অনুষ্ঠান হয়। আমাদিগের বোর্ড অব ট্রেড অর্থাৎ ব্যবসা-সভা, সামান্য মৎস্যধরা নৌকার অধ্যক্ষদিগকে নদনদীর বিশুদ্ধ বিবরণপট, জলযাত্রাসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী, এবং জাহাজের কক্ষসমূহের মধ্যে উত্তাপ, আলোক এবং বায়ু প্রবেশ করাইবার আনুপূর্ব্বিক বিবরণযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলে, যেরূপ ঘটে, পাঠক তাহা মনে করিলেই রুষীয়ায় নগরসমূহ সম্বন্ধে পিটার যেরূপ বিধিব্যবস্থা করেন, তাহার ফল কিরূপ হয়, সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীগণ, তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্ব্বাচিত হইতে থাকেন, এবং তাঁহারা গোলোযোগপূর্ণ অসরল কার্য্যপ্রণালী দর্শনে নিরাশরূপে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান, এবং যে অপঠিত ঘোষণাপত্রে তাঁহাদিগের যে বহুল কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং সেই কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা বা অসমর্থ হইলে যে, গুরুতর দণ্ডদানের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা সেই সকল ঘোষণাপত্রের অর্থ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই জানিতে পারেন যে, ঘোষণাপত্রে যে দণ্ডের উল্লেখ আছে, বাস্তবিক তাহা তত ভয়ঙ্কর নহে, সুতরাং সেই

মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণ—যাঁহারা নগরবাসীগণকে রক্ষা এবং উন্নত করিবার ভার পাইয়াছিলেন—তাঁহারা "ঈশ্বর এবং সম্রাটের ভয় বিস্মৃত হইয়া যান," এবং এরূপ নির্লজ্জভাবে বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকে রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের শাসনাধীনে রক্ষা করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

পিটার এবং ক্যাথারাইন যে নগরবাসী নূতন বণিক-ব্যবসায়ী এবং শিল্পীশ্রেণী সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেন, তাহার প্রধান প্রত্যক্ষ ফল এই হয় যে, কর স্থাপন উদ্দেশ্যে নগরের অধিবাসীগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে তালিকাবদ্ধ করা হয়, এবং করও সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। এই নূতন অনুষ্ঠানের যে অঙ্গের সহিত রাজকীয় করবৃদ্ধির কোন প্রকার সংশ্রব ছিল না, সেই অঙ্গের জীবনীশক্তি এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রভূত কার্য্য করিবার শক্তি আদৌ ছিল না। সত্য কথা এই যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রজাদিগের উপর বলপূর্ব্বক স্থাপন করা হয়, এবং সম্রাটের নিজের ইচ্ছা ব্যতীত ইহার অন্য কোন চালকশক্তি ছিল না। যদি সেই চালকশক্তিকে অবসৃত করিয়া, নাগরিকগণকে তাহাদের নগরসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনের ভার দেওয়া হইত, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠানটী শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। রাথাস, বার্গোমাষ্টার, গিল্ড, আলডারম্যান প্রভৃতি নামীয় যে সকল জীবনহীন পদ, সম্রাটের ঘোষণাপত্র দ্বারা সৃষ্ট হয়, সেগুলি পরমূহূর্ত্তেই অনন্তশূন্যে মিশিয়া যায়। আমরা এই তথ্যটীর দ্বারা পাশ্চাত্যয়ুরোপের সহিত তুলনা করিলে, রুশীয়ার ঐতিহাসিক পরিণতির একটী অন্য প্রকার স্বাতন্ত্র্যভাব দেখিতে পাই। পশ্চিমে মিউনিসিপাল অর্থাৎ নাগরিক সমিতিগুলি যাহাতে নিতান্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া না উঠে, তজ্জন্য তত্রত্য রাজগণ বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু রুশীয়ায়, সেই অনুষ্ঠানের আত্মহত্যা নিবারণ অথবা অসম্পূর্ণাবস্থায় মৃত্যু নিবারণজন্য রাজগণ প্রজাদিগের উপর জিদ করিতে থাকেন।

ক্যাথারাইনের সৃষ্টবিধি অনুসারে—যে বিধি বর্ত্তমান শাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এবং আজিও মূলমূর্ত্তিতে বিরাজমান—নগরগুলি তিনশ্রেণীতে বিভক্ত—(১) শাসন-নগর (গুবার্ণস্কি গরডা), অর্থাৎ প্রদেশীয় প্রধান অথবা গবর্ণমেণ্টের (গুবারণী) নগর, সেই নগরে প্রদেশীয় শাসনবিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী অবস্থিত; (২) বিভাগীয় নগর (য়ুরোজডনি গরডা), প্রদেশগুলি যে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, তথায় সেই বিভাগীয় শাসকগণ বাস করেন, এবং (৩) অতিরিক্ত নগর, অর্থাৎ সেগুলির সহিত কোন প্রকার প্রাদেশিক শাসনবিভাগের বিশেষ সংশ্রব নাই।

উক্ত সমস্ত নগরের মিউনিসিপাল অর্থাৎ নাগরিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজগুলি একবিধ। যে সকল ব্যক্তি নগরে বাস করেন, কিন্তু মূলতঃ যাঁহারা সম্ভ্রান্তশ্রেণী, তাঁহাদিগকে, এবং পাদরী ও নিম্নশ্রেণীর রাজপুরুষগণকে বাদ দিলে, আমরা বলিতে পারি যে, নগর সমূহে তিন শ্রেণীর লোক বাস করে—বণিকগণ, সামান্য ব্যবসায়ীগণ, এবং শিল্পীগণ। সম্ভ্রান্ত ধনবান, পাদরী, এবং কৃষকশ্রেণীর ন্যায় ইহারা বংশানু-

ক্রমিক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বিশেষ নহে। একজন ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বণিক হইতে পারেন, অথবা যে কোন লোক, নিয়মিত দেয় কর দান করিলে এবং স্বীয় ব্যবসা পরিবর্ত্তন করিলে, প্রথম বর্ষে নাগরিক, দ্বিতীয় বর্ষে শিল্পকর, তৃতীয় বর্ষে বণিক হইতে পারেন। কিন্তু সেই তিনটী সম্প্রদায়, তিনটী বিভিন্ন সমবায়িত সমাজ-রূপে সৃষ্ট হয়, এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বত্বানুগ্রহ এবং স্বতন্ত্র দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে।

উক্ত তিনটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বণিকসম্প্রদায়ের মান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। প্রধানতঃ নাগরিক এবং কৃষকশ্রেণীর মধ্য হইতে এই সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। যে কোন ব্যক্তি বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতে অভিলাষী হইলে, তাঁহার মূলধন অনুসারে তিনি যে প্রকার বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তিনটী নাগরিক সভার কোন একটীতে আপনার নাম লিপিবদ্ধ করাইয়া, নির্দ্দিষ্ট দেয় কর দিবামাত্রই তিনি রাজকীয় মতে বণিক বলিয়া গণ্য হয়েন। অন্যপক্ষে তিনি স্বীয় দেয় কর দান রহিত করিবামাত্র আইনমত আর বণিক বলিয়া গণ্য হয়েন না, পূর্ব্বে তিনি যে শ্রেণীতে ছিলেন, সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হয়েন। এখানে এমত কতক-গুলি পরিবার আছে, যে পরিবারের লোকেরা কয়েকপুরুষ ধরিয়া বণিকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এবং আইনে যে এক প্রকার "মখমল-পুস্তকের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পুস্তকে তাঁহাদিগের নাম লিখিত হইবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা একটী স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত নহেন, এবং তাঁহারা গিল্ড নামক সমাজে নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক দেয় না দিলেই একবারে সেই অনুগ্রহচ্যুত হইবেন।

শিল্পীসম্প্রদায়ই নগরবাসী এবং কৃষকশ্রেণীর মধ্যস্থ সংশ্রব-শৃঙ্খলস্বরূপ, কারণ কৃষকেরা প্রায়ই শেণী বা ব্যবসা-সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়, কিন্তু সে সূত্রে তাহাদিগের গ্রাম্যমণ্ডলীর সহিত পূর্ব্বতন সংশ্রব একেবারে যায় না। প্রত্যেক প্রকার ব্যবসা বা প্রত্যেকশ্রেণীর করনির্ম্মিত শিল্পের এক একটী স্বতন্ত্র শেণী বা সমাজ আছে। সমাজের সভ্যগণ, একজনকে প্রধান কর্ত্তা এবং দুই জনকে সহকারী রূপে নির্ব্বাচিত করেন; এবং সেই প্রকার সমস্ত শেণী একত্র মিলিত হইয়া, সমবায়িত সমাজ হয়। তাহার একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়েন, এবং বিভিন্ন শেণীর কর্ত্তাগণ সেই সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হয়েন। শেণী সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের বিধি ব্যবস্থা করিবার এবং শিল্পকার্য্যালয় সমূহের অধ্যক্ষগণ, ঠিকা কর্ম্মকারকগণ, এবং শিক্ষানবীশগণসম্বন্ধে যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা সাধিত হইতেছে কি না, তদনুসন্ধানভার উক্ত সভাপতি এবং কার্য্যনির্ব্বা-হক সমাজের উপর অর্পিত।

যাঁহারা নগরের স্থায়ী অধিবাসী, কিন্তু কোন শেণীর সভ্য নহেন, সেই অবর্ণিত শ্রেণী বারঘার অর্থাৎ নাগরিক নামে গণ্য। অন্য দুই শ্রেণীর ন্যায় তাঁহাদিগের একটী স্বতন্ত্র সমবায়িত সমাজ, তাহার সভাপতি এবং কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী আছেন।

উক্ত তিনশ্রেণীর লোকসংখ্যা কত, তাহা নিম্নলিখিত তালিকার দ্বারা কতকটা

অনুমিত হইতে পারে। য়ুরোপীয় রুষীয়ার বণিকশ্রেণীর (স্ত্রীপুত্রগণ সহ) লোক সংখ্যা প্রায় ৪৬৬০০০ জন, নাগরিকশ্রেণীর ৪০৩১০০০ জন, এবং শিল্পকরশ্রেণীর লোক সংখ্যা ২৬০০০০ জন।

নাগরিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজ (গোরোডস্কাইয়া ডুমা) এই তিনটীর সংযোগ-সাধক, এবং তাহা মিউনিসিপাল শাসনের কেন্দ্রস্থানীয় এবং সর্ব্বোচ্চ সভা। একজন মেয়র বা নগরাধ্যক্ষ (গোরোডস্কোই গোলোভা) সেই সভার সভাপতি। কয়েক বর্ষ অতীত হইল, মিউনিসিপাল শাসনের নিতান্ত আধুনিক প্রণালী অনুসারে উক্ত সমাজকে পুনঃ সংস্কৃত করা হইয়াছে; এবং এক্ষণে সকলশ্রেণীর বাটীর অধ্যক্ষ-গণ উক্ত সভার কার্য্যে যোগ দান করিতে এবং উক্ত সভার কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী হইতে পারেন। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, অনেক নগরের মেয়র অর্থাৎ নগরা-ধ্যক্ষ-পদে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সমাজের মৌলিকভাবটী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অতি কম লোকেই নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছা করেন, এবং যাঁহারা নির্ব্বাচিত হয়েন, তাঁহারা স্বকর্ত্তব্যপালনে নিতান্ত অল্প আগ্রহ প্রকাশ করেন। অধিক দিন নহে, একদা সেণ্ট পিটার্সবর্গের টাউনকাউন্সিল অর্থাৎ নগরীয় কার্য্যনির্ব্বাহকসমাজে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় যে, যে সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হইলে, কার্য্যারম্ভ হইবে না বলিয়া বিধি আছে, যাহাতে সেই সংখ্যক সভ্য সহজে উপস্থিত হয়েন, তজ্জন্য অনুপস্থিত সভ্যগণের অর্থদণ্ড করা হইবে! এই তথ্যটী, সভাগুলির নিতান্ত ক্ষীণকার্য্যকারিতাশক্তির যথেষ্ট প্রমাণ দিতেছে! যখন প্রধান রাজধানীতে এরূপ ঘটে, তখন প্রদেশীয় নগরগুলি তে কি না ঘটিতে পারে, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

ব্যবসা এবং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই বণিকশ্রেণীকে ধনশালী করি-য়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপ্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যের সকলশ্রেণীর মধ্যে এই বণিকশ্রেণী নিতান্ত রক্ষণশীলমতাবলম্বী। কোন একজন রুষীয় বণিক, ধনী হইলে, নিজের জন্য উৎকৃষ্ট বাটী নির্ম্মাণ করেন, অথবা কোন সর্ব্বস্বান্ত সম্ভ্রান্তব্যক্তির বাটী ক্রয়পূর্ব্বক সংস্কার করেন, এবং গৃহমধ্যস্থ মেজেগুলি পাষাণাবৃত করিতে, বৃহদাকার দর্পণাবলী, উৎকৃষ্ট টেবেল, বিখ্যাত কারিকর-নির্ম্মিত বড় বড় পিয়ানো নামক বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান আসবাব সকল ক্রয় জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে থাকেন।

সময়ে সময়ে—বিশেষতঃ পরিবারের মধ্যে বিবাহ বা মৃত্যু উপস্থিত হইলে—তিনি বৃহৎ ভোজ দেন, এবং বিরাটকায় ষ্টারলেট, উৎকৃষ্ট ষ্টার্জন নামক সুস্বাদু মৎস্য, বিদেশীয় নানাবিধ ফল, স্যাম্পেন এবং অন্যান্য নানাপ্রকার মূল্যবান খাদ্যাদি ক্রয় কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এই রিক্তহস্ততা, এবং আত্মশ্লাঘামূলক ব্যয় করিলেও তাঁহার চলিত প্রাত্যহিক জীবনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না।

আপনি তাঁহাদিগের সেই উজ্জ্বলরূপে সজ্জিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, সেগুলি সাধারণ্যে ব্যবহার্য্য নহে। আপনি সেই সমস্ত সজ্জার অবর্ণনীয় শূন্যতা, এবং একস্থানে সমভাবে অবস্থান দর্শনে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সজ্জাকারক প্রথমে যে জিনিস যেরূপে যেভাবে রাখিয়াছিল, সেগুলি সেই ভাবেই রহিয়াছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত, স্থানান্তরিত বা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। সত্য কথা এই যে, বাটীর অধিকাংশই কেবল প্রধান প্রধান ক্রিয়া-কাণ্ডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাটীর কর্ত্তা সপরিবারে নিম্নতলে ক্ষুদ্র অপরিষ্কার কক্ষে বাস করেন। তাহা অন্যবিধরূপে সজ্জিত হইলেও, তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্য-জনক। অন্যান্য সময়ে উক্ত সুসজ্জিত কক্ষগুলির দ্বার রুদ্ধ করিয়া, এবং সজ্জাগুলি সতর্কতার সহিত আবৃত করিয়া রাখা হয়। একটী ভোজে আপনি আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন বলিয়া, ভোজের পর কোন দিন যদি আপনি ভদ্রতাজ্ঞাপক প্রতি-সাক্ষাৎ দান করিতে যান, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আপনি প্রথমে প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট অনুভব করিবেন। আপনি দ্বারে আঘাত করিলে বা কয়েকবার শৃঙ্খলধ্বনি করিলে, কোন ব্যক্তি বাটীর পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া; জিজ্ঞাসা করিবে যে, আপনি কি চাহেন। তাহার পর আবার অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইবে, এবং সর্ব্বশেষে বাটীর মধ্য হইতে আগত পদশব্দ শ্রুত হইবেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, আপনি একটী বিস্তৃত বৈঠক-খানায় নীত হইবেন। গবাক্ষগুলির বিপরীতদিগের কক্ষ-প্রাকারমূখে আপনি নিশ্চয়ই একখানি সোফা বা সুশোভিত আসন পাতিত এবং তাহার সম্মুখে অণ্ডাকৃতি টেবেল স্থাপিত দেখিবেন। টেবেলের দুই পার্শ্বে এবং সোফার সম্মুখস্থ টেবেলের বিপরীত প্রান্তে তিনখানি বাহুযুক্ত কেদারা স্থাপিত। অপর কেদারাগুলি কক্ষের চারিদিকে সমভাবে সজ্জিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাটীর কর্ত্তা উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অঙ্গে সুদীর্ঘ কৃষ্ণ অঙ্গরাখা, এবং পদে উত্তম চাকচিক্যশালী বুটজুতা। মস্তকের মধ্যস্থলে কেশ দুই দিকে বিভক্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার দাড়ী দেখিলে বোধ হয় যে, কাঁচি বা ক্ষুর, কখনও তাহা স্পর্শ করে নাই। প্রচলিত প্রথামত অভ্যর্থনা এবং কুশলপ্রশ্ন সমাধা হইলে, জলযোগের জন্য এক পাত্র চা, এক টুকরা নেবু, এবং অন্যান্য ফল, অথবা স্যাম্পেন মদ্য আনীত হইল। আপনি একজন বিশেষ পরিচিত বন্ধু না হইলে, কখনও সেখানে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের আগমন প্রত্যাশা করিবেন না; পিটার দি গ্রেটের শাসনকালে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীলোক-দিগের যে অবরোধ প্রথা চলিত ছিল, বণিকগণ আজিও সেই প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন। সেই আতিথেয় কর্ত্তা, একজন বুদ্ধিমান লোক হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত এবং মৌনীলোক। জল বায়ু এবং শস্য সম্বন্ধে তিনি বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, কিন্তু তিনি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে অধিক কথা কহিতে ইচ্ছা জানাইবেন না। তিনি যে বিষয়টী বেশ ভাল রকম

জানেন, অর্থাৎ তিনি যে বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত, আপনি হয়ত তাঁহার সহিত সে সম্বন্ধে কথা কহিতে ইচ্ছা করিতে পারেন; আপনি সে বিষয়ে চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে অধিক কিছুই জানিতে পারিবেন না। আমার একজন সহযাত্রী পর্য্যটক রুষীয় ভদ্রলোক, দুইটী সমাজ কর্ত্তৃক শস্যের ব্যবসার বিশেষ তথ্য সংগ্রহ জন্য প্রেরিত হইয়া, যেরূপ ঘটনায় পড়িয়াছিলেন, আপনার ভাগ্যেও হয়ত সেইমত কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটিতে পারে। যে একজন বণিক তাঁহাকে উক্ত তত্বানুসন্ধানের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলে, বণিক তাঁহাকে বিশেষ আতিথ্যের সহিত গ্রহণ করেন, কিন্তু যখন তিনি সেই প্রদেশের শস্যের ব্যবসার কথা আরম্ভ করিলেন, তখন সেই বণিক হঠাৎ তাঁহাকে বাধা দান করিয়া, একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। গল্পটী যথা,—

কোন এক সময়ে একজন ধনবান জমীদারের একটী পুত্র ছিল, সেটী নিতান্ত অবদারে হইয়া গিয়াছিল; একদিন পুত্রটী, পিতাকে বলিল যে, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, সমস্ত যুবক দাস আসিয়া বাটীর সম্মুখে সংগীত করুক। পিতা কয়েকবার অসম্মতি জানাইয়া, শেষে তাহার কথায় সম্মত হইলেন; যুবক দাসেরা আসিয়া সমবেত হইল; কিন্তু তাহারা গান আরম্ভ করিবা মাত্রই পুত্রটী দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল।

বণিক এই বাহ্যতঃ যুক্তিশূন্য গল্পটী বহুক্ষণ ধরিয়া নানা আনুষঙ্গিক বর্ণনায় বিবৃত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর পেয়ালায় চা ঢালিয়া, পান করিলেন, পরে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি এপ্রকার বিচিত্র ব্যবহারের কি কারণ অনুমান করেন?"

আমার বন্ধু উত্তর করিলেন যে, এ প্রহেলিকার অর্থসম্ভেদ করা আমার ক্ষমতাতীত।

বণিক, তখন দন্তপাটী বাহির করিয়া, তাঁহার প্রতি তীব্রদৃষ্টিদানে কহিলেন, "কারণ কিছুই ছিল না; সকল ছেলেই বলিতে পারে, 'চলিয়া যাও চলিয়া যাও! আমার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইয়াছে!"

গল্পের মূল উদ্দেশ্যটী কি, তাহা বুঝিতে না পারিবার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমার বন্ধু সেই সঙ্কেত বুঝিয়া প্রস্থান করেন। রুষীয় বণিকদিগের আত্মগরিমা-প্রকাশপ্রিয়তা, ইংরাজবণিকদিগের আপনাকে আপনি অনুপযুক্ত জানিয়াও বড় জ্ঞান করা, এবং আমেরিকার বণিকদিগের নিম্ন অবস্থার লোক হইয়াও আপনাকে উচ্চদরের লোক বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করার সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুসজ্জিত কক্ষাবলী, উচ্চ অঙ্গের মহাভোজ, দ্রুতগামী অশ্ব, মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রভৃতি দ্বারা তিনি আনন্দিত হইতে পারেন; অথবা ভজনাগারে, মঠ, কিম্বা দাতব্য সমাজসমূহে রাজসম দান দ্বারা স্বীয় ধনশালিতা প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু সে সমস্ত কার্য্যেই তিনি নিজে বাস্তবিক যেরূপ লোক, তাহার অতিরিক্তরূপে প্রকাশিত করিতে চাহেন না। তিনি স্বভাবতই যে পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তাহাতে স্পষ্টই তাঁহার সামাজিক অবস্থা জানিতে পারা যায়। উৎকৃষ্ট আচার

ব্যবহার এবং সভ্যতামূলক রুচি অবলম্বন করিতে কোন চেষ্টা করেন না. এবং রুষীয়ায় যাহাকে উচ্চ অঙ্গের সমাজ বলে, সে সমাজে প্রবেশের চেষ্টাও কখন করেন না। তিনি নিজে যাহা নহেন, তাহা প্রকাশ করিবার কামনা না থাকায়, তাঁহার আচার ব্যবহার যেমন অকৃত্রিম এবং সামান্য সরল প্রকার, সেইমত সময়ে সময়ে অনুদ্ধত-পদোচিৎ। যে সকল নিম্নপদের সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ আপনাদিগকে মহোচ্চ শিক্ষিতরূপে প্রকাশ করিবার ভাণ করেন, এবং ফরাষী শিক্ষা-সভ্যতার বাহ্যিক অঙ্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের সহিত ইহাঁদিগের আচার ব্যবহারের বৈপরিত্যের সুন্দর তুলনা হয়। সত্য বটে বণিকগণ স্বপ্রদত্ত মহাভোজ-সভায় আমন্ত্রিতগণের মধ্যে যতদূর সম্ভব, ততসংখ্যক জেনেরল অর্থাৎ প্রধান সৈনিক পুরুষ—বিশেষতঃ যাঁহারা গ্রাণ্ডকর্ডন নামক সম্মানচিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহারা যাহাতে উপস্থিত হয়েন, এমত কামনা করেন; কিন্তু তিনি সেই সূত্রে সেই সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণের সহিত মিত্রতা স্থাপনকামনা, অথবা তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিনিমন্ত্রিত হইবার কামনা স্বপ্নেও করেন না। উভয় পক্ষই সম্পূর্ণরূপে জানেন যে, সেরূপ কামনা নাই। সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ হয় এবং তাহা গ্রহণ করা হয়। সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ তাঁহার বাটীতে আহার করিলেন, বণিক ইহাতেই তুষ্ট থাকেন, এবং তিনি স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্মান ভোগ করেন, এতদ্দ্বারা তাহা পরিবর্দ্ধিত হইল, এমত বোধ করেন। যদি তাঁহার ভোজে তিন জন জেনেরলকে আমন্ত্রণ দ্বারা উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্য যে বণিকের ভোজে দুইজন জেনেরল উপস্থিত ছিলেন, সেই বণিকের উপর তিনি জয় লাভ করেন। অন্যপক্ষে জেনেরল নিজে যেমন প্রথমশ্রেণীর ভোজ প্রাপ্ত হয়েন, সেইমত উপস্থিতির দ্বারা যে সম্মান দান করেন, তদ্বিনিময়ে এক প্রকার অনির্দ্ধারিত স্বত্বলাভ অর্থাৎ সাধারণহিতসাধক কোন কার্য্যে বা কোন দাতব্য সমাজে চাঁদা দান জন্য সেই আমন্ত্রণকারীকে অনুরোধ করিতে পারেন।

এই অনির্দ্ধারিত স্বত্বটী অবশ্যই উভয় পক্ষ মনে মনেই বিদিত থাকেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে এবিষয়ের প্রকাশ্যরূপে উল্লেখও করা হয়। রীতিমত দরদস্তর করা হইয়াছিল, এমত একটী ঘটনা আমি জ্ঞাত আছি। একজন বণিক, মস্কাউর একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি এই সর্ত্তে স্বীয় পদের সামরিক পূর্ণবেশ, এবং সমস্ত সম্মানসূচক উপাধিপদক ধারণ করিয়া যাইতে সম্মত হয়েন যে, তিনি যে এক দাতব্যসমাজের বিশেষ মঙ্গলকামনা করেন, বণিক সেই সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা টাকা দিবেন। ইহা কানাঘুষায় বলা হয় যে, কখন কখন সেরূপ দরদস্তর কেবল দাতব্যসমাজের জন্য করা হয় না, যে ভদ্রলোকটী আমন্ত্রণ স্বীকার করেন, তাঁহার নিজের জন্যই করা হয়। আমি কখনই এমত বিশ্বাস করিতে পারি না যে, সেখানে এমত অধিক সংখ্যক রাজপুরুষ আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে ভোজ্যাধারের সজ্জারূপে ভাড়া দিতে সম্মত হইবেন, কিন্তু সেরূপ যে, হইতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত যে তথ্যটী ঘটনাক্রমে আমার হস্তগত হয়,

তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। টি--নামক সহরের একজন ধনী বণিক, একদা সেই প্রদেশের শাসনকর্তাকে এক পারিবারিক উৎসবে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিতে অনুরোধ করেন, এবং ইহাও বলেন যে, যদি তাঁহার স্ত্রী তথায় গমন করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ জ্ঞান করিবেন। এই শেষ অনুরোধ সম্বন্ধে মাননীয় শাসনকর্তা অনেক আপত্তি করেন, এবং অবশেষে বণিককে জ্ঞাত করা হয় যে, যে সকল বণিকের স্ত্রী সেই ভোজসভায় আসিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের মখমলের পোষাক আছে, কিন্তু শাসনকর্তার স্ত্রীর এমত মখমলের পোষাক নাই, যাহা তাহাদিগের বেশের সহিত তুলনায় ভাল হইতে পারে, সুতরাং তিনি কোনমতে গমন করিতে পারিবেন না। উক্ত সাক্ষাৎ সন্দর্শনের দুইদিন পরে মস্কাউ নগরে যতদূর উৎকৃষ্ট মখমল ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট এক খণ্ড মখমল একজন অপরিচিত ব্যক্তি উক্ত শাসনকর্তার নিকট দিয়া আইসেন, সুতরাং সেই সূত্রে তাঁহার স্ত্রী সেই উৎসবে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়েন, এবং সকল পক্ষই সম্পূর্ণরূপে তুষ্টিলাভ করেন।

একথাও বলিবার উপযুক্ত যে, বণিকগণ, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ব্যতীত কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় বা ধনবানদিগকে বড় বলিয়া জ্ঞান করেন না। একজন প্রকৃত "ষ্টেট কাউন্সিলার" নামক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, যাঁহার পিতামহের নাম সম্ভবতঃ কখনও শুনেন নাই, তাঁহার উপস্থিতির জন্য যে কোন বণিক ইচ্ছাপূর্ব্বক ২০০৲ টাকা দিতে পারেন, কারণ সেই রাজপুরুষ প্রাপ্ত কর্ডন নামক সম্ভ্রান্ত উপাধিচিহ্ন প্রদর্শন করিতে সক্ষম, অন্যপক্ষে কোন রাজকুমার, যিনি অর্দ্ধোপন্যাসে পরিণত রুরিক হইতে উৎপন্ন আপনার বংশকারিকা প্রদর্শন করিতে পারেন, সেরূপ অনুপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতির জন্য তিনি বিংশতি পেন্স মুদ্রামাত্রও ব্যয় করিতে চাহেন না, কারণ সেরূপ রাজকুমার কোন রাজপুরুষ নহেন। ইহার সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন যে, "ইনি কে এবং কি রকম লোক, তাহা কে বলিতে পারে?" অন্যপক্ষে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা বা পিতামহ যেই হউক না কেন, সম্রাটের অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধারণ করেন বলিয়া তিনি মান্য। বণিকের চক্ষে প্রাচীন উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ বা পৈত্রিক উপাধিজাতস্বত্ব এবং সম্ভ্রম অপেক্ষা সম্রাটের অনুগ্রহপ্রকাশক চিহ্নের মানমর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক।

বণিকেরা নিজে সম্রাট-প্রদত্ত সেই অনুগ্রহের চিহ্ন প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা প্রাপ্ত কর্ডন নামক সম্মানচিহ্নপ্রাপ্তির আশা স্বপ্নেও করেন না, কারণ সে আশা অত্যন্ত উচ্চ, কিন্তু তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর উপাধিপদক যাহা বণিকশ্রেণীকে দান করা হয়, তৎপ্রাপ্তির আশা করেন। কোন একটী দাতব্য সমাজে উচ্চ দান করিলেই সেই আশা পূর্ণ হয়, এবং কখন কখনও রীতিমত দরদস্তুরও চলে। একবার একজনকে এইমত দরদস্তুরের পর উপাধিপদক দেওয়া হয়, ইহা আমি জ্ঞাত আছি। সেই কার্য্যটী এরূপ ব্যবসাদারদিগের দরদস্তুরের মত ধার্য্য করা হয় যে, আমি তাহা

এস্থলে বিদিত করিতে—সেই কার্য্যে নিযুক্ত একজন রাজপুরুষের নিকট যেমত শুনিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি। এক সম্ভ্রান্তা গ্রাণ্ড ডচেস, যে এক সভার প্রতিপোষিকা ছিলেন, একজন বণিক এই সর্ত্তে সেই সভায় প্রচুর অর্থ দান করেন যে, তিনি তদ্বিনিময়ে "সেণ্ট ভালডিমার ক্রশ" নামক মান্যসূচক চিহ্ন ও পদক পাইবেন। কিন্তু তিনি যে পরিমিত অর্থ দিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সম্মান-সূচক পদকের পক্ষে নিতান্ত কম বিবেচিত হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে "সেণ্ট ষ্টানিসলাস" নামক আর এক প্রকার সম্মানচিহ্ন দেওয়া হয়; কিন্তু বণিক তাহাতে তুষ্ট না হইয়া, যে টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ চাহেন। তাঁহার সেই প্রার্থনা অগত্যা পূর্ণ করা হয়, কিন্তু সম্রাট যখন একবার রাজপ্রসাদ দিয়াছেন, তখন আর তাহা প্রত্যাহরণ করিতে পারেন না, সুতরাং বণিক সেইসূত্রে বিনাব্যয়ে সেণ্ট ষ্টানিসলাস পদক লাভ করেন।

এই উপাধি বা সম্মানচিহ্ন-প্রদান-ব্যবসার শেষ ফল স্বতই উপস্থিত হয়। নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাগজ-মুদ্রা (পেপার-মণি) প্রচার করিলে, যেমন তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া যায়, উক্ত সমানচিহ্নের মূল্যও সেইমত কমিয়া যায়। যে সকল স্বর্ণপদক পূর্ব্বে লোকে ফিতাযোগে গলদেশে ধারণ করিয়া, নিতান্ত গৌরব জ্ঞান করিত, এক্ষণে তাহা আর কেহ চাহেন না। এইমত উচ্চ সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণের প্রতি বণিকদিগের অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনও অনেক কমিয়াছে। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কোন প্রদেশীয় নগরে কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ গমন করিলে, প্রদেশীয় বণিকগণ তাঁহার সম্মানার্থ ভোজাদিদানসূত্রে পরস্পরে ঈর্ষা প্রকাশ করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা তাহা বৃথা ব্যয়জনক ও শূন্যসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া সেকার্য্য হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা দেখেন। কিন্তু তাঁহারা যদি এখনও সেরূপে কোন রাজপুরুষকে ভোজ দেন, তাহা হইলে, বহুব্যয় পূর্ব্বক আতিথ্যসৎকার করিয়া থাকেন। একজন রাজপুরুষের সহিত যখন আমি একজন বণিকের বাটীতে কয়েকদিন ছিলাম, তখন বহু মূল্যবান মৎস্যাদি এবং স্যাম্পেন মদ্য ব্যতীত সামান্য-বিধ কোন প্রকার খাদ্য দেখিতে পাইতাম না।

সাধারণের ধারণামত রুষীয় বণিকশ্রেণীর চরিত্রের দুইটী প্রধান কলঙ্ক আছে—তাঁহাদিগের মূর্খতা এবং অসাধুতা। প্রথমটী সম্বন্ধে কাহারই মতভেদের সম্ভাবনা নাই। বণিকদিগের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য লেখাপড়াও জানেন না, অনেকে আপনাদিগের নাম পড়িতে বা লিখিতেও পারেন না, এবং তাঁহারা স্মরণশক্তির দ্বারা অথবা কেবলমাত্র নিজের বোধগম্য এক প্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষরে হিসাবপত্র রাখিতে বাধ্য হয়েন। অপর সকলে পঞ্জিকা এবং সাধুদিগের জীবনী পড়িতে পারেন, আপনা-দিগের নামটী মধ্যবিত আয়াসে স্বাক্ষর করিতে পারেন, এবং প্রাচীন রোমকদিগের "আবাকা" র অনুরূপ "শ্চেটী" নামক যে এক প্রকার গণনাসম্বন্ধীয় যন্ত্র রুষীয়ায় বাহুল্য রূপে প্রচলিত, সেই যন্ত্রের সাহায্যে সামান্যবিধ অঙ্কগুলি গণনা করিতে পারেন।

কেবল অতি সামান্যসংখ্যক বণিকই রীতিমত খাতাপত্র বুঝিতে পারেন, এবং কেবল সেই অল্পসংখ্যক লোকেই কেবল আপনাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু এসম্বন্ধে ইতিমধ্যে উত্তমরূপ পরিবর্তনের সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে। কতকগুলি ধনী বণিক, আপনাদিগের পুত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা দিতেছেন, এবং ইতিমধ্যে এমত দুই একটী যুবক দেখা যায়, যাঁহারা দুই একটী বিদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে পারেন, এবং তাঁহাদিগকে এক প্রকার শিক্ষিতও বলা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে আপনাদিগের পৈত্রিক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অন্য বিভাগে সম্মানার্জ্জনে চেষ্টিত। এই কারণেই বণিকশ্রেণী যাঁহাদিগের সহযোগিতায় আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের অনেককে ক্রমাগত হারাইতেছেন।

রুষীয় বণিকশ্রেণীর মধ্যে অসাধুতা বিলক্ষণরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া যে প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত মন্তব্য প্রকাশ করা কঠিন। তাঁহারা যে, বহুল পরিমাণে অসরল-ভাবে বাণিজ্যকার্য্য করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন বিদে-শীয় ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা কিছু অতিরিক্ত কঠোর হইবার সম্ভাবনা। আমাদের স্বদেশের বাণিজ্যগত সুনীতি-পরিমাণ যেরূপ, আমরা তাহা ধরিয়া দৃষ্টিদান করিতে তৎপর, এবং রুষীয়ার বাণিজ্যের সেই আদিম অবস্থা এই সবে মাত্র পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং আজিও অল্পলাভে নির্দ্ধারিত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়-প্রথা এখানে অবিদিত, ইহা স্মরণ করিতে ভুলিয়া যাই, এবং যখন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাধুতামূলক বাণিজ্যগত অসদ্ব্যবহার ধরিয়া ফেলি, তখন আমাদিগের চক্ষে তাহা মহা দুষ্টতামূলক দৃষ্ট হয়। আমরা যেরূপ বাণিজ্যব্যবসাগত চাতুরী জ্ঞাত আছি, ইহা তদপেক্ষা ভয়ানক এবং আদিমকালীয়। আমাদিগের স্বদেশের নিকট যে, ভেজালদানরূপ নূতন উপায়ে বঞ্চনা করা হয়, তাহা অনেকের নিকট আইন-সঙ্গত বলিয়া দৃষ্ট হওয়ায়, তাহাতে আমাদিগের যত না ক্রোধ হয়, রুষীয়ায় সাধা-রণ্যে ওজন এবং পরিমাণকার্য্যে যে ছলনা করা হয়, তাহাতে তদপেক্ষা ক্রোধো-দয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিদেশীয়, রুষীয়দিগের চরিত্র, আচার ব্যবহার এবং ভাষা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইয়া, রুষীয়ায় গমন পূর্ব্বক ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই অর্থনাশ আহ্বান করিয়া থাকেন, এবং যে সকল রুষীয় লোক তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা এবং অদক্ষতাসূত্রে বিলক্ষণরূপে তাঁহাদিগের অর্থ গ্রাস করে, তাহাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা নিজেই বরং অধিক দোষী। রুষীয় বণিক-দিগের বাণিজ্যগত অসাধুতা সম্বন্ধে বিদেশীয় বণিকগণ যে, কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, উপরোক্ত প্রকার এবং সেই শ্রেণীর অন্যপ্রকার কারণ প্রদর্শন দ্বারা সেই কঠোরতার হ্রাস সাধন জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই কঠোর মন্তব্য একেবারে রহিত করা যায় না। বণিকদিগের মধ্যে যে অসাধুতা এবং প্রবঞ্চকতা বিরাজমান, রুষীয়গণ নিজেই তাহা বিশেষরূপে স্বীকার করে।

রুষীয়ার নিম্নশ্রেণী, সকল প্রকার নৈতিক বিষয়েই মন্তব্য প্রকাশকালে নিতান্ত সদয়ভাব ধারণ করে, এবং আমেরিকানগণ যেমন "চালাক লোক" বলিয়া (চালাকির মধ্যে অসাধুতা থাকিলেও) প্রশংসা করে, ইহারাও সেইমত করিয়া থাকে; কিন্তু রুষীয়ার সাধারণমতবাদে স্পষ্টই প্রকাশ যে, রুষীয় বণিকশ্রেণী সাধারণ্যে অসাধু এবং অসন্দিগ্ধ। রুষীয়ায় সর্ব্বজন-আদরণীয় একখানি নাটক আছে, সয়তান তাহার প্রধান নায়ক; সয়তান জগতের সকল লোককেই প্রবঞ্চিত করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু শেষ একজন প্রকৃত রুষীয় বণিকের নিকট সে নিজে প্রবঞ্চিত হয়। যখন সেণ্ট পিটার্সবর্গের কারনিভাল নাট্যশালায় সেই নাটকখানি অভিনীত হয়, তখন অভিনয়ের মূলনীতিতে সকলে একবাক্যে সম্মতি দেন।

যদি সেই নাটকখানি কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ দক্ষিণাঞ্চলের নগর সমূহে অভিনীত হয়, তাহা হইলে, সে নাটকখানির বহুল অংশে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে, কারণ ইহুদী, গ্রীক, এবং আর্ম্মেনিয়ান বণিকদিগের সহিত সংশ্রবসূত্রে তথাকার রুষীয় বণিকগণ তুলনায় সাধুরূপে দৃষ্ট হয়। গ্রীক এবং আর্ম্মেনিয়ান, এই দুই জাতীয় বণিকের মধ্যে কোন্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্র তাহা জানি না, কিন্তু ইস্রেইলের বংশধরগণ সেই দুই জাতিকেই পরাস্ত করিয়াছে, এমত দেখা যায়। উক্ত প্রদেশের একজন রুষীয় বণিককে একদা বলিতে শুনিয়াছিলাম, "এই ইহুদীরা কিরূপ ব্যবসা করে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না, তাহারা গ্রাম হইতে একাদশ রুবল মুদ্রায় এক এক চেভার্ট পরিমিত গম ক্রয় করে, নিজ ব্যয়ে উপকূলে পাঠাইয়া দেয়, এবং রপ্তানীকারকদিগের নিকট দশ রুবল মুদ্রায় বিক্রয় করে! অথচ তাহারা তদ্বারা লাভও করিয়া থাকে! রুষীয় ব্যবসায়ীরা চতুর বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু এস্থলে 'আমাদিগের ভ্রাতারা' (রুষীয়গণ) কিছুই করিতে পারেন না।" এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমি অনেক প্রমাণ পাইয়াছি।

রুষীয়ার বাণিজ্যগত সুনীতিসম্বন্ধে যদি আমাকে সাধারণ্যে কোন অভিমতি ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলি যে, ইংলণ্ডে অশ্ববিক্রয়কার্য্য যেরূপ ভাবে হইয়া থাকে, রুষীয়ায় বাণিজ্যও সেইভাবে হয়। যে ব্যক্তি ক্রয় করিতে বা বিক্রয় করিতে অভিলাষী, সে ব্যক্তিকে আপনারা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার উপর আপনাকে অবশ্যই নির্ভর করিতে হইবে, এবং যদি তিনি ঠকিয়া যান বা মন্দ জিনিস পান, তাহা হইলে, তাহা তাঁহার নিজের দোষ। ইংরাজ বণিকেরা রুষীয়ায় আসিয়া উক্ত প্রথা প্রায় বুঝিতে পারেন না, এবং যদিই তাঁহারা মূল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা হইলেও লোকদিগের আচার ব্যবহার, স্থানীয় আইন এবং রুষীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকায়, তাঁহাদিগের সে জ্ঞান কার্য্যে পরিণত হয় না। সেই জন্যই তাঁহারা প্রথম প্রথম সেই প্রচলিত অসাধুতার বিরুদ্ধে অশেষ নিন্দাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অনভিজ্ঞতার পূর্ণ দণ্ডস্বরূপ উপযুক্ত রূপে প্রবঞ্চিত হইবার পর তাঁহারা যখন ক্রমে ক্রমে অবস্থার উপযোগী অভি

জ্ঞতা লাভ করেন, তখন তাঁহারা সেই অর্থদণ্ডের উদ্ধার সাধন এবং যদি তাঁহাদিগের বিশেষ উদ্যম, এবং মূলধন থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা প্রচুর আয় সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ব্রিটিস বণিকগণ দ্রুতগতি মরিয়া যাইতেছেন, এবং আমার বিশেষ আশঙ্কা হইতেছে যে, নূতন বণিকেরা সেরূপ সফল হইবেন না। এখন সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের মত সহজ উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন এক্ষণে সম্ভবপর নহে। প্রতি বর্ষেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং প্রতিযোগিতা বাড়িতেছে। এই পরিবর্ত্তনের সুবিধা সম্ভোগ করিতে হইলে—কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং পরিণামে কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন ইংরাজ বণিকদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান ইংরাজ বণিকদিগের রুষীয়া সম্বন্ধে আরও অধিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, এবং আমার বোধ হইতেছে যে, প্রাচীন লোকদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান লোকদিগের সেই জ্ঞান আজিও অনেক কম রহিয়াছে। এসম্বন্ধে কোন একটা পরিবর্ত্তন না হইলে, যে জার্ম্মাণ বণিকদিগের সাধারণো বাণিজ্যগত শিক্ষা উত্তম, এবং যাঁহারা এই দেশে বাসসূত্রে এদেশের অবস্থা বিশেষরূপে জানেন, আমার বিশ্বাস তাঁহারাই শেষ প্রতিদ্বন্দী ব্রিটিস বণিকদিগকে বিতাড়িত করিবেন। প্রকাশ যে, ইংরাজ বণিকেরা যে যে দ্রব্যের এতকাল বাণিজ্য করিতেছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি সেই জার্ম্মাণদিগের হস্তগত হইয়াছে।

রুষীয়ানদিগের চরিত্রের কোন বিচিত্রতার জন্য যে, রুষীয় বাণিজ্যজগতের অসন্তোষজনক অবস্থা বর্ত্তমান, ইহা যেন অনুমান করা না হয়। সকল নূতন রাজ্যেই প্রথম প্রথম এইমত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। রুষীয়ায় ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তনের সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। ইহা সত্য যে, অধুনা বিস্তৃতরূপে রেলওয়ে নির্ম্মাণ, এবং ব্যাঙ্ক ও সীমাবদ্ধ দায়িত্বযুক্ত কোম্পানি বা সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্ট হইতে থাকায়, সকলপ্রকার বাণিজ্যগত প্রবঞ্চনার নূতন বিস্তৃতক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্যপক্ষে প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এমত কতকগুলি বণিক আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় প্রণালীতে বাণিজ্য করিতেছেন এবং তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, সাধুতাই উৎকৃষ্ট নীতি। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে যে সফলতালাভ করিয়াছেন, তাহা অপরের আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। বণিকদিগকে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া যে প্রাচীন ধারণা ছিল, তাহা দ্রুতগতি দূর হইতেছে এবং এক্ষণে অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক গ্রাম্যজীবন এবং রাজসরকারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া শিল্প এবং বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ক্যাথারাইন আইন দ্বারা যে, ধনবান শিক্ষিত বণিক-ব্যবসায়ী-নগরবাসীশ্রেণী সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে উক্ত উপায়ে তাহারই সূত্রপাত হইতেছে, কিন্তু এই শ্রেণীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাবল্য সঞ্চয় করিয়া প্রকৃত তৃতীয়শ্রেণী উপাধি পাইবার যোগ্য হইতে এখনও অনেকবর্ষ লাগিবে। এই বিষয়টী বিশেষরূপেই সমালোচ্য। আমি মূল বক্তব্য হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অতএব এক্ষণে একেবারে নভগরডে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

দশম অধ্যায়।

শাসনপ্রণালী এবং রাজপুরুষগণ।

আমার আলোচনা সম্বন্ধে নভগরডের সহ-শাসনকর্ত্তা ব্যতীত অন্যান্য রাজপুরুষগণ সাহায্য করেন—পিটার দি গ্রেট কর্ত্তৃক সৃষ্ট শাসনপ্রণালী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কর্ত্তৃক তাহার উৎকর্ষ সাধন—শাসনসম্বন্ধে একজন শ্লাভোফিলের মন্তব্য—শাসনপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—চিনোভনিকি অর্থাৎ রাজপুরুষগণ—রাজপুরুষদিগের উপাধি এবং সেগুলির প্রকৃত বৈলক্ষণ্য—অতীতকালে শাসনপ্রণালীর দ্বারা রুষীয়ার কি উপকার সাধিত হইয়াছে—শাসক এবং শাস্যদিগের মধ্যে যে বিচিত্র সম্বন্ধ বিরাজিত, তদ্দ্বারা শাসনপ্রণালীর প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ—শাসনপ্রণালীর গুরুতর দোষনিচয়—বিভাগীয় শাসনতন্ত্রের উপকারিতা—গোলযোগপূর্ণ অসরল নিয়মপ্রণালী—জেণ্ডারমেরি—শাসনবিভাগের উক্ত কর্ম্মচারীগণের সহিত আমার সংঘর্ষণ: আমার বন্দী হওন এবং মুক্তিলাভ—কুশাসন দূরের জন্য প্রবল সাধারণমতবাদের প্রয়োজন; এই প্রণালী সম্প্রতি রুষীয়ায় বিবৃত হইয়াছে।

প্রদেশীয় শাসনপ্রণালী বিদিত হইতে পারিব বলিয়াই আমার শীতকালে নভগরডে আসিবার অন্যতর কারণ, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; প্রথম সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হইবা মাত্রই আমি শাসনকর্ত্তা এবং সহশাসনকর্ত্তার নিকট আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করি। সেই দুইটী ভদ্রলোক এবং অপরাপর কয়েকটী রাজপুরুষ, তাঁহাদিগের সাধ্যমত এবিষয়ে আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, আমি এই নগরটী মনোনীত করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হই, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার সুবিধা সম্ভোগের জন্য আমি যে, প্রথম চেষ্টা করি, তাহাতে আমার সেই নিশ্চিত আশা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। যখন আমি একদা অপরাহ্নে সহ-শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সেই মিত্রতাজনক প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া দিই, তখন দেখিতে পাই যে, আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে যে এক বণিকের প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়াছি, তিনিও সেইরূপ মত বদলাইয়াছেন। তিনি আমার সেই সরল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, আমরা মনে কোন প্রকার মন্দ মতলব আছে কি না, ইহা আবিষ্কার করিবার জন্যই যেন আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিদান করিতে থাকেন, শেষ রাজপুরুষোচিৎ গম্ভিরভাব ধারণ করিয়া, জ্ঞাত করিলেন যে, প্রধান মন্ত্রী যখন

আপনাকে এরূপ তত্ত্বানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা দেন নাই, তখন আমি সাহায্য করিতে পারি না, এবং নিশ্চয়ই আপনাকে রাজকীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে দিব না।

আমি ভরসাহীন হই না; আমি শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিলে, তাঁহারা আমাকে সহায়তা করিতে সঙ্কিহান হইলেন না দেখিয়া আনন্দিত হই। শাসনকর্ত্তা নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রদেশীয় মূলশাসনযন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন, এবং আমি যে সকল ঐতিহাসিক এবং মৌলিক তথ্য জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি, তাহা কোন্ কোন্ পুস্তকে পাইতে পারিব, তাহাও বলিয়া দেন এবং নিম্নপদের রাজপুরুষগণও বিভিন্নবিভাগের গুপ্তরহস্য আমাকে বিদিত করেন। অবশেষে সহ-শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহযোগীদিগের অনুসরণ করিতে চাহেন, কিন্তু আমি ভদ্রভাবে তাঁহার সে সহায়তা গ্রহণে অসম্মতি জানাই। উক্ত উপায়ে আমি যে মূল তথ্যগুলি প্রাপ্ত হই, পরিণামে বহুল সুবিধা সুযোগে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া এবং দেখিয়া শুনিয়া, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া লই। আমার অনুসন্ধানের সাধারণ ফলের কতকগুলি এক্ষণে পাঠককে বিদিত করিতে অভিলাষী।

যে বিরাট শাসনযন্ত্র, বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে একত্র স্বায়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র একপ্রকার নিরুপদ্রবতা এবং শান্তি স্থাপন করিয়াছে, তাহা উপর্য্যুপরি কয়েক পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট; কিন্তু আমরা ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, মূলতঃ ইহা পিটার দি গ্রেট কর্ত্তৃক কল্পিত এবং কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার শাসনের পূর্ব্বে দেশটী অতি প্রাচীনকালের অসংস্কৃত প্রণালীতে শাসিত হইত। মস্কাউর গ্রাণ্ড প্রিন্স অর্থাৎ রাজগণ তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাজয়, এবং চারিপার্শ্বের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ আত্মসাৎ করিয়া, একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্য সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, কিন্তু তাঁহারা নিজে একটী সমনিয়মযুক্ত রাজনৈতিকবিধানে সাম্রাজ্য সৃজনের চেষ্টা করেন নাই। ডক্ট্রিনেয়ার নামক রাজনীতিক সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহারা চতুর, এবং কার্য্যমূলক রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শাসনকার্য্যে সর্ব্বত্র সমান বিধি বা সমপ্রণালী স্বপ্নেও প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। শাসনসম্বন্ধীয় যে সকল প্রাচীন রীতিনীতি এবং অনুষ্ঠান, তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচারশক্তি চালনার অনুকূল এবং উপযোগী ছিল, সেই গুলির রক্ষাসাধন এবং উন্নতি সম্পাদন করিতে থাকেন, কেবল যেগুলির সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, সেইগুলিরই সংস্কার করিতেন, এবং সেই আবশ্যকীয় সংস্কার সর্ব্বত্র না হইয়া, কেবল স্থানীয়ই অধিক হইত। সাধারণ আইন সৃষ্টি অপেক্ষা কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মীমাংসা, কোন বিশেষ বিশেষ রাজপুরুষের প্রতি বিশেষ আদেশ উপদেশ দান, এবং কোন বিশেষ গ্রামমণ্ডলী, বা কোন ব্যক্তিকে সনন্দ-পত্রদানকার্য্যই অধিক হইত। এক কথায় সেকালের মস্কাউর জারগণ, সহজ ব্যবস্থার দ্বারা—যাহা না করিলে নয়, এমত ব্যবস্থার দ্বারা শাসনকার্য্য চালাইতেন,

অস্থায়ী অসুবিধা-উৎপাদক যে কোন বিধান একেবারে বিধ্বস্ত করিতেন এবং যে বিষয়গুলি তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য শক্তি প্রকাশ করিত না, তৎপ্রতি তাঁহারা কিছুমাত্র দৃষ্টি দিতেন না। সেই জন্যই তাঁহাদিগের শাসনকালে যে কেবল বিভিন্ন প্রদেশের শাসনপ্রণালী বিভিন্ন হইত, এমত নহে, এক জেলার মধ্যেই বিভিন্ন বিসদৃশ প্রণালী দৃষ্ট হইত—জলযুদ্ধকালে তিনথাক দাঁড়বিশিষ্ট তরী, ত্রিতল তরী, এবং লৌহময় তরী থাকিলে, যেমন সকল যুগের রণতরী একত্র দৃষ্ট হয়, উক্ত শাসনপ্রণালীর মধ্যেও সেইমত বিভিন্ন যুগের শাসননীতি ও অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইত।

যুক্তিপ্রিয় পিটার দি গ্রেট, যিনি আজীবন সম্পূর্ণ ডক্‌ট্রিনেয়ারমতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার চক্ষে এই অনিয়মিত প্রণালী অথবা প্রণালীর সম্পূর্ণ অভাবটী নিতান্তই অসন্তোষজনকরূপেই দৃষ্ট হয়। তিনি সেই প্রাচীন অনিয়মিত অধারাবাহিক প্রণালীর সমূলোৎপাটন পূর্ব্বক তাহার স্থলে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের নূতন মূলনীতিসূত্র অনুযায়ী একবিধ স্বেচ্ছাচার-শাসনযন্ত্র স্থাপন করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট প্রস্তাবটী, রুষীয়দিগের আচারব্যবহার এবং চিরপ্রচলিত মনোভাবের পক্ষে এরূপ বিজাতীয় বোধ হয় যে, তাহা সহজে লোকে গ্রহণ করে নাই, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। মনে করুন, যে নির্ম্মাণকৌশল কিছুমাত্র জানে না, এমন একজন লোক, দক্ষ কারিকর এবং উপযুক্ত যন্ত্রাদি না লইয়া, কেবলমাত্র কোমল ঝরঝরে বেলেপাতর লইয়া, জলাভূমিতে বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছে! বুদ্ধিমান লোকে সেরূপ চেষ্টাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞান করিবেন, কিন্তু ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, পিটারের প্রস্তাবটীও তদপেক্ষা কম সহজসাধ্য ছিল না। তাঁহার নিজের এবিষয়ে শিক্ষা অভিজ্ঞতা ছিল না, প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল না, এবং নির্ম্মাণোপযোগী দৃঢ়ভিত্তিও ছিল না। টিটান নামক প্রাচীন রাক্ষসের ন্যায় তাঁহার যে প্রবল উদ্যম ছিল, তিনি সেই উদ্যমে প্রাচীন অনুষ্ঠান ও শাসননীতিরূপ বাটীকে একেবারে সমভূমি করেন, কিন্তু তাহার স্থলে যে, নূতন নির্ম্মাণ করিতে যান, তাহা নিষ্ফলতা' অপেক্ষা কিছু ভাল হয় মাত্র। তিনি যে যে চেষ্টা করেন, তাহা তৎপ্রচারিত বহুল ঘোষণাপত্রে আমরা বিশদরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই, এবং সেই মহান কার্য্যকারক, যিনি স্বেচ্ছাগৃহীত গুরুতর কার্য্য সমাধার জন্য অবিশ্রান্ত দৃঢ় শ্রম করিতেছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিদান যেমন শিক্ষাপ্রদ, সেইমত দুঃখদায়ক। তাঁহার যন্ত্রগুলি ক্রমাগত তাঁহার হস্তেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইমারতের মূলভিত্তি ক্রমাগত ধসিয়া যাইতেছে, এবং নিম্নতলগুলি উপরের নিতান্ত গুরুভারে বসিয়া যাইতেছে। একদিকটা অনুপযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে, এবং হয় তাহা নিষ্ঠুরতার সহিত বিধ্বস্ত করা হইতেছে, নয় আপন ইচ্ছায় তাহা পতিত হইতেছে, অথচ নির্ম্মাতা, ধৈর্য্য ধরিয়া এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে অবিশ্রান্ত প্রশংসনীয়রূপে শ্রম করিতেছেন, স্পষ্টরূপে স্বীয় ভ্রম এবং অকৃতকার্য্যতাগুলি স্বীকার করিতেছেন, তন্নিবারক উপায়ান্বেষণে ধৈর্য্যের সহিত নিযুক্ত হইতেছেন,

তাঁহার মুখবিবর হইতে একবারও নিরাশবাক্য বাহির হইতেছে না, এবং তিনি শেষ সফলতালাভের আশা একবারও ত্যাগ করিতেছেন না। অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হইল, এবং সেই অসম্পূর্ণ শ্রমের মধ্য হইতে সেই মহান নির্ম্মাতাকে হঠাৎ অবসৃত করিল। সেই মহান কার্য্যসাধনভার তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের উপর অর্পিত হইল।

সেই উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেহই পিটারের ন্যায় প্রতিভাশালী বা উদ্যমশীল ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সাময়িক অবস্থার বলের দ্বারা পিটারের কল্পনাটী অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন। ভইভডদিগের সেই প্রাচীন অসংস্কৃত সামান্য শাসন-প্রণালী পুনঃ প্রচলন অসম্ভব হয়। স্বেচ্ছাচার শাসনশক্তি যতই পাশ্চাত্য কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে, ততই তাহা স্বীয় নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সম্পূর্ণ উত্তম শাসনযন্ত্রের অভাব বুঝিতে পারে, এবং সেই জন্যই শাসন-শক্তি একত্র আবদ্ধ এবং একবিধ নিয়মযুক্ত করিতে চেষ্টা করে।

ফিলিপি লি বেলের শাসন সময় হইতে চতুর্দ্দশ লুইসের শাসন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাসের সহিত রুষীয়ার উক্ত পরিবর্ত্তনের কতকটা সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাই। দুইটী দেশের কেন্দ্রস্থানীয় প্রধান শাসনশক্তি ক্রমাগত স্থানীয় শাসনযন্ত্রসমূহকে আপনার শাসনাধীন করিয়া, অবশেষে সম্পূর্ণরূপে একটী মধ্যস্থানীয় শাসনানুষ্ঠান সৃষ্টি করিতে সফল হইয়াছেন। কিন্তু বাহ্য সাদৃশ্য সমান হইলেও উভয়ের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বিভিন্নতা বিরাজমান। ফ্রান্সের রাজগণ, প্রদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ এবং সামন্তগণের স্বত্ব-স্বাধীনতার উপর বল প্রয়োগ করিতে থাকেন, এবং যখন তাঁহারা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ দমন করিতে সক্ষম হয়েন, তখন তাঁহারা সহজেই একটী মধ্যস্থানীয় শাসনানুষ্ঠান সৃষ্টি করিবার উপকরণ প্রাপ্ত হয়েন। অন্যপক্ষে রুষীয় রাজগণ সেরূপ কোন বিঘ্নবাধা প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু তাঁহাদিগের অশিক্ষিত অনিয়মভুক্ত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে সেই মধ্যগত শাসনানুষ্ঠানের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয়েন। কেবলমাত্র রাজকার্য্যালয়ের উপযুক্ত কর্ম্মচারী সৃষ্টির জন্য কয়েক পুরুষ হইতে রুষীয়ায় কলেজ এবং বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে থাকে।

এইরূপে শাসনযন্ত্রটী পাশ্চাত্য য়ুরোপের কল্পনার নিকটবর্ত্তী করা হয়, কিন্তু যাহাদিগের জন্য উক্তবিধ শাসনানুষ্ঠান হয়, তাহাদিগের প্রকৃত অভাবনিচয় তদ্বারা পূরণ হইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে কতকগুলি লোক সে সময়ে বিশেষ সন্দেহ করেন। এসম্বন্ধে একজন বিখ্যাত শ্লাভোফিল একদা আমার নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এস্থলে বর্ণবদ্ধ করিবার উপযুক্ত। তিনি বলেন, "আপনি দেখিয়াছেন যে, অতি অল্পদিন পর্য্যন্ত রুষীয়ার রাজপুরুষদিগের মধ্যে সমধিকরূপে সকল প্রকার অনাচার, বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ, এবং উৎপীড়ন প্রচলিত ছিল, বিচারালয়গুলি অবিচারালয় স্বরূপ ছিল, অধিবাসীরা প্রায় মিথ্যা শপথ প্রভৃতি অপরাধ করিত, এবং

সেগুলি আজিও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? রুষীয়গণ কি জার্ম্মাণদিগের অপেক্ষা নৈতিকক্ষেত্রে নিকৃষ্ট? কখনই না। ইহার দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, রুষীয়দিগের অমতে তাহাদিগের মধ্যে যে জার্ম্মাণশাসননীতি বলপূর্ব্বক প্রচলন করা হইয়াছে, তাহা তাহাদিগের স্বভাবের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যদি একটী পরিবর্দ্ধনশীল বয়স্ক বালক, নিতান্ত কসা বুটজুতা পায়ে দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেই জুতা কাটিয়া, যাহাতে পায়ে না লাগে, সে এমত করিবে, এবং সেই ছিন্নস্থানগুলি পথিকদিগের হৃদয়ে নিশ্চয়ই কুভাব সমন্বিত করিয়া দিবে; কিন্তু পদদ্বয় কসাজুতায় বিকৃত করা অপেক্ষা বুটজুতা কাটিয়া উপযুক্ত করিয়া লওয়া অবশ্যই ভাল। এক্ষণে রুষীয়ানগণ যে কেবল সেইমত নিতান্ত কসা বুটজুতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা নহে, কসা অঙ্গরাখাও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং তাহারা যুবক ও বলিষ্ঠ হওয়ায়, তাহা ফাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সঙ্কীর্ণমনা অল্পবিদ্যায় গর্ব্বিত জার্ম্মাণগণ উদার শ্লাভোনীয় স্বভাবের অভাবগুলি জানেও না এবং তাহা পূরণ করিতেও পারে না।"

রুষীয়ার বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর মূর্ত্তিটী দেখিবা মাত্রই নিতান্ত চিত্তাকর্ষক বোধ হয়। সমুচ্চ পিরামিডের শীর্ষে সম্রাট অবস্থিত, তাঁহার সম্বন্ধে পিটার দি গ্রেট বলিয়া গিয়াছেন, "স্বেচ্ছাচারী রাজা, পৃথিবীতে কাহারই নিকট তিনি স্বীয় কার্য্যের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন, তিনি খ্রীষ্টান রাজারূপে আপন ইচ্ছা এবং বুদ্ধিমত আপনার রাজ্যপালন এবং শাসনশক্তি চালনা করিবার সম্পূর্ণ স্বত্ব এবং অধিকার রাখেন।" সম্রাটের পরেই আমরা সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনসভা, মন্ত্রিগণের সমিতি এবং সেনেট নামক সভা দেখিতে পাই, সেই তিনটী ব্যবস্থাপন, শাসন এবং বিচারশক্তির অনুষ্ঠানস্বরূপ। কোন একজন ইংরাজ, রুষীয় শাসনবিধি-পুস্তকের প্রথম ভাগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ সূত্রে অনুমান করিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যের শাসনসভাটী এক প্রকার পার্লিয়ামেণ্ট সভার ন্যায়, এবং মন্ত্রিসমাজ বলিলে, আমরা যেরূপ অর্থ বুঝি, মন্ত্রিগণের সমিতিও সেইমত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, দুইটী সভাই কেবল মাত্র যথেচ্ছাচার-শাসনশক্তির মূর্ত্তিমান অবতারস্বরূপ। যদিও কাউন্সিল সভার উপর অনেকগুলি কার্য্যভার অর্থাৎ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, এবং সমালোচনা, সমরঘোষণা, সন্ধিবন্ধন প্রভৃতি অন্যান্য গুরুতর কার্য্যভার অর্পিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কেবল পরামর্শদানকারিণী সভামাত্র, এবং সম্রাট কোন প্রকারেই সেই সভার সিদ্ধান্তমত কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। মন্ত্রিসমাজ শব্দের আমরা যে অর্থ বুঝি, উক্ত সমিতি সেরূপ নহে। মন্ত্রিগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যক্ষরূপে সম্রাটের নিকট স্ব স্ব কার্য্যের জন্য দায়ী থাকেন, এবং সেই জন্য মন্ত্রিসমিতির একত্র সাধারণ-দায়িত্বও নাই এবং একত্র-সংমিলিত কোন বলও নাই। সেনেট নামক সভাটী, তাহার উচ্চ অবস্থা হইতে একেবারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সম্রাটের

অনুপস্থিতি বা নাবালকাবস্থায় সাম্রাজ্যের পূর্ণশাসনভার এই সেনেটের উপর অর্পণ করাই আদিম উদ্দেশ্য ছিল, এবং এই সেনেট, শাসনকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিবে, এমত উদ্দেশ্যও ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল বিচারবিভাগেই ইহার ক্ষমতা সংবদ্ধ থাকায়, ইহা এক্ষণে কেবল পুনর্ব্বিচারের শেষ ধর্ম্মাধিকরণে পরিণত হইয়া আছে মাত্র।

উক্ত তিনটী সভার নিম্নেই দশজন মন্ত্রী অবস্থান করেন।* তাঁহারাই মধ্যস্থানীয় শাসক, সাম্রাজ্যশাসনের সকল প্রকার ভারই তাঁহাদিরে উপর ন্যস্ত, এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্রাটের ইচ্ছা এবং আজ্ঞা প্রচারিত হয়।

সাম্রাজ্যের যে অংশকে প্রকৃত রুষীয়া বলা যায় অর্থাৎ য়ুরোপীয় রুষীয়ার (পোলাণ্ড, বালটীক প্রদেশ, ফিনল্যাণ্ড, এবং ককেশশ এই কয়টী প্রদেশ ব্যতীত, কারণ সেই কয়টীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসনানুষ্ঠান আছে †) প্রদেশীয় শাসন-সৌকর্য্যার্থ, তাহা ৪৬টী প্রদেশে বা গবর্ণমেণ্টে (gubernii) বিভক্ত, এবং প্রত্যেক প্রদেশ জেলা-সমূহে (uyezdi) বিভক্ত। গড়ে প্রত্যেক প্রদেশের ভূপরিমাণ প্রায় পোর্ত্তুগালের তুল্য, এবং কতকগুলি বেলজিয়মের ন্যায় ক্ষুদ্র, অন্যপক্ষে একটী তদপেক্ষা পঞ্চবিংশতিগুণ বৃহৎ। কিন্তু ভূপরিমাণ যত অধিক, অধিবাসীসংখ্যা কিন্তু তাহার সমতুল নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ আর্কাঞ্জেলের লোকসংখ্যা ৩০০০০০ লক্ষেরও কম, অন্যপক্ষে কতকগুলি ছোট ছোট প্রদেশের লোকসংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও অধিক। সেইমত জেলাগুলির আকারও একবিধ নহে। কতকগুলি অক্‌সফোর্ডসায়ার বা বাকিংহামের অপেক্ষা ছোট, এবং অপরগুলি সমগ্র ইউনাইটেড কিংডম অপেক্ষা বৃহৎ।

প্রত্যেক প্রদেশেই এক একজন গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তা আছেন। একজন সহ-শাসনকর্ত্তা এবং একটী ক্ষুদ্র কাউন্সিল নামক সমিতি, তাঁহার শাসনকার্য্যের সহায়তা করেন। দ্বিতীয়া ক্যাথারাইনের দ্বারা সৃষ্ট আইনমত (যাহা আজিও সংহিতায় প্রকাশ পাইতেছে, এবং অতি অল্পদিন হইল, যাহার কতক অংশ রদ হইয়াছে) শাসনকর্ত্তাগণ, প্রদেশীয় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (Steward) নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদিগের উপর এতাধিক এবং এরূপ কঠিন কার্য্যভার ন্যস্ত হইত যে, সেরূপ পদের উপযুক্ত লোক সংগ্রহ জন্য বিখ্যাতা সাম্রাজ্ঞীর কল্পনামত শিক্ষাদ্বারা "এক শ্রেণীর নূতন লোক" সৃষ্টি করিবার আবশ্যক বিবেচিত হয়। অনতিপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত গবর্ণরগণ, "ষ্টুয়ার্ড" শব্দের প্রকৃত অর্থ বিলক্ষণরূপেই বুঝিতেন, এবং নিতান্ত

---

* শাসনকার্য্যের দশটী বিভাগ যথা—(১) আভ্যন্তরীণ, (২) পূর্ত্তকার্য্য, (৩) খাসমহল, (৪) রাজস্ব, (৫) বিচার, (৬) সাধারণ-শিক্ষা, (৭) সমর, (৮) রণতরী, (৯) বৈদেশিক, এবং (১০) সম্রাট-সভা।

† পোলাণ্ডের স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালী দ্রুতগতি অবসৃত হইতেছে।

যথেচ্ছাচার ও অত্যাচারের সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় সমূহের উপর বিশেষরূপে স্বীয় প্রভুতা-প্রাবল্য সততই প্রয়োগ করিতেন। সেই অস্ফুটরূপে নির্দ্ধারিত প্রবল ক্ষমতা এক্ষণে কতকটা আইনদ্বারা এবং কতকটা সাধারণ্যে প্রকাশ ও সংবাদাদির আদান-প্রদানের উৎকর্ষসাধনসূত্রে অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হইয়াছে। বিচারবিভাগের কোন কার্য্যেই এক্ষণে শাসনকর্ত্তার আর কোন ক্ষমতা রাখা হয় নাই, এবং তাঁহার পূর্ব্বকার অনেকগুলি কার্য্য, জেমসভো অর্থাৎ নবস্থাপিত স্বায়ত্বশাসনের (যাহার বিষয় আমি এই স্থলেই বিশেষ রূপে বলিব) দ্বারা এক্ষণে সাধিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সাধারণ চলিত কার্য্যগুলি, সম্রাটের আজ্ঞাপত্র এবং মন্ত্রির আদেশপত্ররূপ চিরপরিবর্দ্ধনশীল উপদেশপত্রাবলীর দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, এবং কোন বিষয়ে কোন আজ্ঞা বা উপদেশ না থাকিলে, ডাকযোগে বা তারযোগে মন্ত্রির সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করা হয়। গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তাগণ আইনসঙ্গত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও সাধারণ-মতবাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রের, সংবাদদাতাদিগের লেখনীর প্রতি সভয়দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এমতে যে সকল লোক পূর্ব্বে ক্ষুদ্র নবাবস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে নিতান্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের সমান হইয়া গিয়াছেন। আমি বিশ্বস্ততার সহিত বলিতে পারি যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে (আমার বিশ্বাস অধিকাংশই) সরল, এবং ন্যায়পর লোক, এবং তাঁহাদিগের অসাধারণ শাসনযোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহারা আপনাদিগের বুদ্ধিমত বিশ্বাসের সহিত স্বকর্ত্তব্য পালন করেন। আমি যে সময়ে নভগরডে গিয়াছিলাম, সে সময়ে মুসো লারচ্ নামে যিনি গবর্ন্নর-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন সম্মাননীয়, বিবেচক এবং বুদ্ধিমান লোক, এবং তিনি সকলশ্রেণীর লোকদিগের নিকট হইতেই সুপ্রসংশা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদি সেই প্রাচীনকালের "ক্ষুদ্র নবাব" শ্রেণীর কোন প্রতিনিধি এখনও থাকেন, তাহা হইলে দূরবর্ত্তী আসিয়িক প্রদেশে অনুসন্ধান কবিলে, দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে।

গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তা, আভ্যন্তরীণ মন্ত্রির স্থানীয় প্রতিনিধিস্বরূপে থাকেন, তদ্ব্যতাত অন্যান্য মন্ত্রির প্রতিনিধিরূপে অপর কতকগুলি স্থায়ী রাজপুরুষ, গবর্ণরের অনধীনরূপে থাকেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এক একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয়ে কয়েক জন সহকরী, সম্পাদক, এবং লেখক নিযুক্ত আছেন।

এই বিশাল এবং মিশ্রণপ্রধান শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য সুশিক্ষিত বহুল কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। সম্ভ্রান্তশ্রেণী এবং পাদরীশ্রেণীর মধ্য হইতেই প্রধানতঃ সেই কর্ম্মচারী সংগৃহীত হয়েন, এবং তাঁহারা চিনোভনিক্ নামে একটী স্বতন্ত্র সামাজিক সম্প্রদায় বা "চিন" (পদ) যুক্ত লোকশ্রেণী নামে সৃষ্ট। "চিন" টী কেবল রুষীয়ার রাজকর্ম্মচারী-জগতে বিশেষ গুরুতর অংশ অভিনয় না করিয়া, যখন সামাজিক জীবনেও কতকটা অভিনয় করে, তখন ইহার বিশেষত্বের ব্যাখ্যা করা ভাল।

পিটার দি গ্রেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ব্যবস্থামত সামরিক এবং দেওয়ানী সকল কার্য্যালয়েই চতুর্দ্দশটী শ্রেণী বা পদ সৃষ্ট হয়। প্রত্যেকশ্রেণী বা পদের একএকটী বিশেষ নাম আছে। লোকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপরই পদোন্নতি নির্ভর করে, সুতরাং যে কোন লোক সর্ব্বপ্রথমে রাজকীয় কোন কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিলে, তাঁহার সামাজিক অবস্থা যেরূপেই হউক না, তাহাকে অবশ্যই নিম্নপদে প্রবিষ্ট হইয়া, যোগ্যতা দ্বারা উচ্চপদে উঠিতে হয়। শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রশংসাপত্র থাকিলে, নিম্নশ্রেণীতে কাহারও প্রবেশ আবশ্যক না হইতে পারে, এবং সম্রাটের ইচ্ছার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিধি ভঙ্গও হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত সাধারণ নিয়মমত লোককে রাজকর্ম্মচারী-পদাবলী-সোপানের সর্ব্বনিম্ন সোপান হইতে অবশ্যই উচ্চপদে উঠিতে হয়, এবং প্রত্যেক সোপানে নির্দ্দিষ্টকাল অবস্থান করিতে হয়। তিনি সে সময়ে সিঁড়ির যে ধাপে থাকেন, অথবা অন্য কথায় তিনি সে সময়ে যে চিন অর্থাৎ পদে থাকেন, তদৃষ্টে তিনি কোন্ পদের উপযুক্ত, তাহা বিবেচিত হয়। এমতে চিন বা পদই উন্নতি প্রাপ্তির আবশ্যকীয় উপকরণ, কিন্তু সেই চিন বা পদশব্দটী বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃত পদবিজ্ঞাপক নহে, এবং বিভিন্ন পদের নামগুলি বিদেশীয়দিগের পক্ষে নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল।

রুষীয় পর্য্যটকগণ, ভ্রমণকালে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎপত্র মধ্যে যে স্বীয় নামের সহিত কখন কখন যে, "কন্সিলার ডি কোর," "কন্সিলার ডি'ইটাট," "কন্সিলার প্রিভি ডি এস, এম, লা এম্পারার ডি টৌটেস্ লা রুষীয়িস" প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক পদোপাধি লিখিয়া থাকেন, সেরূপ কোন পর্য্যটকের সহিত সাক্ষাৎকালে আমাদিগের মনে উপরোক্ত কথাটী যেন সতত জাগরূক থাকে। লোককে ভ্রান্ত করিবার জন্য যে, উক্ত পদোপাধিগুলি লিখিত হয়, এরূপ অনুমান করা অন্যায় বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে যে সেরূপে ভ্রান্তি উপস্থিত করিয়া দেয়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একজন আমেরিকান, "কন্সিলার ডি কোর" উপাধিবিশিষ্ট জনৈক রুষীয়ানকে রুষ-রাজসভার একজন সম্ভ্রান্ত পারিষদ জ্ঞানে এক ভোজে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু শেষে তিনি যখন জানিতে পারেন যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তি একটী রাজকার্য্যালয়ের একজন সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে আমি যে, নিতান্ত বিরক্তিজনক ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। অন্যান্য অনেকে যে এরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। রুষীয়ায় "কন্সিল ডি'ইটাট" অর্থাৎ সাম্রাজ্য-শাসন সভা নামে একটী বিশেষ প্রধান সভা আছে, যে অসতর্ক বিদেশীয় ইহা শুনিয়াছেন, তিনি স্বভাবতই মনে করিতে পারেন যে, "কন্সিলার ডি' ইটাট" উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সম্মাননীয় সভার একজন সভ্য; এবং "সন এক্সেলেন্স লা কন্সিলার প্রিভি" উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে—বিশেষতঃ "প্রকৃত" শব্দটী শেষ সংযুক্ত থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, তিনি রুষীয়ার প্রিভি কাউন্সিলের একজন প্রকৃত সভ্যকে দেখিতেছেন।

যেস্থলে উপাধির সহিত "ডি এস, এম, লা এম্পারার ডি টৌটস্ লা রুষীয়িস" যোগ থাকে, সেস্থলে অরুষীয় কল্পনার পক্ষে অসীম ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। বাস্তবিক এই উপাধিগুলি প্রথমে যেরূপ বোধ হয়, কার্য্যপক্ষে সেরূপ প্রকৃত নহে। সেই স্বতঃকথিত "কন্সিলার ডি কোর" উপাধিধারী ব্যক্তির সহিত সম্ভবতঃ সম্রাট-সভার কোন সংশ্রবই নাই। "কন্সিলার ডি' ইটাট" উপাধিধারীর সহিত "কন্সিল ডি' ইটাট" অর্থাৎ সাম্রাজ্য শাসন-সভার এত দূরগত সংশ্রব যে, তিনি আরও সমুচ্চ চিন * না পাইলে, উক্ত সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। প্রিবি কাউন্সিলার সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রিবি কাউন্সিল নামক যে সভাটী জীবিতাবস্থায় নিতান্ত কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিল, এক শতাব্দী হইল তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, এবং এপর্য্যন্ত পুনর্জীবিত হয় নাই। জার্ম্মাণির হোফ্রাথ, ষ্টাট্‌শ্রাথ গহেইমরাথ প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধিগুলি যেমন প্রকৃত পদের পরিচায়ক নহে, কেবল কার্য্যালয়ের পরিচায়ক, রুষীয়ার উক্ত উপাধিগুলিও সেইমত উক্ত জার্ম্মাণ উপাধির অবিকল অনুবাদ বিশেষ এবং উক্ত কার্য্যালয়ব্যঞ্জক। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যে চিন অর্থাৎ যে কার্য্যালয়ের লোক, সেই চিন অনুসারেই তাঁহার পদোন্নতি হইত, কিন্তু এক্ষণে তদ্বিপরীত প্রণালীতে অর্থাৎ যিনি যে পদে প্রকৃতরূপে নিযুক্ত, তাঁহাকে সেই পদোপাধি দেওয়া হয়।

যে পাঠক কোন অনুষ্ঠানের মূর্ত্তি এবং বিধিপ্রণালীর প্রতি তত দৃষ্টি না দিয়া, আসল কাজের দিকে দৃষ্টি দিয়া থাকেন, তিনি সম্ভবতঃ রুষীয় এককেন্দ্রীভূত শাসন প্রণালীর আর অতিরিক্ত বর্ণনা পাঠ করিতে চাহিবেন না, তদ্বারা কিরূপে কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিবেন। তাহা অতীতকালের রুষীয়ার কি উপকার সাধন করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানেই বা কি করিতেছে ?

বর্ত্তমানকালে স্বেচ্ছাচারী, সভ্যকারক এবং পরিজনতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রতি লোকের বিশ্বাস প্রবলরূপে বিচলিত হইয়াছে, এবং স্বাধীন, স্বয়ম্ভূত জাতীয় উৎকর্ষতা সম্পূর্ণরূপে লোকের মনোনীত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বত্রই এককেন্দ্রীভূত পরস্পরে একতাশূন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা চালিত শাসনপ্রণালী ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে। রুষীয়ায় সেই ঘৃণা অতীব প্রবল, কারণ তথায় সেই প্রণালী কেবলমাত্র মূলসূত্রানুযায়ী নহে, তদতিরিক্ত আরও কিছু দেখা যায়। নিকোলাস, সম্রাজ্য শাসনকালে যে কঠোর সামরিক শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং বৃথা প্রত্যেক নিয়ম অবিকল পালন করাইতেন, তৎস্মরণে তাহারা যে শাসনাধীনে বাস করিতেছে, অনেক রুষীয় অপরিমিতরূপে তাহার নিন্দা করে, এবং অধিকাংশ ইংরাজই সেই মিথ্যাপবাদের পক্ষ সমর্থ করিতে সম্মত হইবেন। যাহা হউক এসম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে আমাদিগের জানা উচিৎ যে, অন্ততঃ ইতিহাস এই প্রণালীর পক্ষসমর্থন করিতেছে, এবং আমরা যে, আইনানুগত স্বাধীনতা এবং স্থানীয়

* রুষীয় ভাষায় এই দুইটী কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; কাউন্সিল অর্থাৎ সভার নাম গোসুডার্ষ্ট্‌ভেনি সোভেট, এবং উপাধির নাম ষ্টাটস্‌কি সোভেট্‌নিক।

স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী ভাল বাসি, তাহা যেন আমাদিগকে মূল সূত্রানুযায়িক সম্ভাব্য এবং ঐতিহাসিক সম্ভাব্য, এই দুইটীর মধ্যগত পার্থক্য সাধন করিতে বাধ্য না করে। রাজনৈতিক দার্শনিকগণ যাহাকে সংপেক্ষতঃ অতি উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী বোধ করেন, এমত অনেক স্থল আছে, যথায় তাহা কোনরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে না। পরোপকার জন্য রুষীয়ার পক্ষে একটী জাতিরূপে অবস্থান করা ভাল কি না, তাহার মীমাংসার জন্য আমাদিগের চেষ্টা করিবার দরকার নাই, কিন্তু আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি যে, রুষীয়ায় উক্তপ্রকার মধ্যগত প্রবল শাসনপ্রণালী প্রচলিত না থাকিলে, রুষীয়া কখনই একটী মহান য়ুরোপীয় রাজ্যে পরিণত হইতে পারিত না। অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগতের যে অংশটী রুষীয়সাম্রাজ্য নামে বিদিত ছিল, তাহা অনেকগুলি স্বাধীন এবং প্রায়-স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমাবেশস্থল ছিল, এবং সেগুলি মধ্যপ্রসারের ন্যায় মধ্যস্থলাকর্ষণশীল শক্তিতে সজীব ছিল; এবং এমন কি বর্ত্তমানেও রুষীয়া একটী একত্রমিলিত একজাতীয় রাজ্য হইতে পারে নাই। কোন য়ুরোপীয় দেশ অপেক্ষা আমাদিগের ভারত সাম্রাজ্যের সহিত অনেক বিষয়ে রুষীয়ার সাদৃশ্য আছে। প্রবল সংযোগক্ষম শাসনশক্তি অবসৃত করিলে, ভারতের কি অবস্থা ঘটে, আমরা তাহা বিলক্ষণ জানি। স্বেচ্ছাচার শাসনশক্তি এবং তাহার ফলস্বরূপ মধ্যগত শাসনপ্রণালী সর্ব্বাদৌ রুষীয়াকে সৃষ্টি করে, পরে রাজনৈতিক বিধ্বংসতা এবং বিচ্ছিন্নতা হইতে রক্ষা করে, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচলন দ্বারা সর্ব্বশেষে য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে তাহার স্থান সংগ্রহ করিয়া দেয়। উক্ত সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যদি স্বতঃই একত্র সংমিলিত হইয়া যাইত, এবং সকলশ্রেণীর অধিবাসীই স্বেচ্ছাক্রমে য়ুরোপীয় সভ্যতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে মূলসূত্রানুসারে তাহা ভাল বোধ হইত, কিন্তু ঐতিহাসিকসূত্রে সেরূপ ঘটনা অসম্ভব।

প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতা সৃষ্টি এবং পরে রক্ষা করিবার জন্য যথেচ্ছ শাসন এবং মধ্যগত শাসনপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা আমরা স্পষ্ট স্বীকার করিলেও সেই দুর্ভাগ্যমূলক প্রয়োজনীয়তা হইতে যে কুফল ফলে, তৎপ্রতি দৃষ্টিদান না করা আমাদিগের উচিৎ নহে। রাজার যে অনুষ্ঠান এবং কল্পনার প্রতি প্রজাদিগের সহানুভূতি ছিল না এবং তাহারা যাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিত না, রাজা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করায়, জাতির সহিত যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তাহা স্বভাবসিদ্ধ; এবং রাজা সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুতগতি বল প্রকাশে যে চেষ্টা করেন, এবং সেই সূত্রে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে, নিশ্চিত আপত্তির উদ্রেক হয়, তাহাও স্বভাবসিদ্ধ। প্রজাদিগের সমধিকাংশই অনেক দিন ধরিয়া, সংস্কারক সম্রাটগণকে অনিষ্টকারক অবতাররূপে জ্ঞান করিত, এবং অন্যপক্ষে সম্রাটগণ, প্রজাদিগকে তাঁহাদিগের রাজনৈতিক কল্পনা সাধনের আজ্ঞাবহযন্ত্রস্বরূপ ভাবিতেন। রাজা এবং প্রজাদিগের এই যে বিচিত্রপ্রকার সম্বন্ধবন্ধন ঘটে, ইহাই

সমগ্র শাসনপ্রণালীর মূলসূত্রস্বরূপ। রাজা বরাবরই প্রজাদিগকে নাবালকস্বরূপ এবং তাহারা তাঁহাদিগের রাজনৈতিক কল্পনা-অনুষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এবং তাহারা কেবলমাত্র আপনাদিগের স্থানীয় কার্য্যসাধন করিতে অতি সামান্যমাত্র যোগ্য, এরূপ জ্ঞানে তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন। রাজপুরুষগণও স্বভাবতই সেইমত মনোভাবে কার্য্য করিতেন। রাজপুরুষেরা কেবলমাত্র উপরিতন প্রভুদিগের নিকট হইতে উপদেশ এবং সম্মতির প্রতীক্ষা করিতেন এবং যাহাদিগের শাসনভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত ছিল, তাহাদিগকে বিজীত এবং নীচজাতীয় জ্ঞান করিয়া, তাহাদিগের প্রতি সেইমত ব্যবহার করিতেন। এইরূপে রাজা কেবল একমাত্র স্বত্বাধিকারী, এবং যে মানবপুঞ্জ লইয়া রাজ্যটী সৃষ্ট, সেই মানবপুঞ্জের স্বার্থ হইতে শাসকপক্ষের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এমত বিবেচিত হইতে থাকে; এবং যে স্থলে যে সকল বিষয়ের সহিত শাসনবিভাগের স্বার্থ বিজড়িত এমত অনুমিত হয়, সেস্থলে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার নিষ্ঠুররূপে নষ্ট করা হয়।

শাস্যরাজ্যের পরিমাণ যত বৃহৎ হয় এবং প্রদেশগত পার্থক্য যত অধিক হয়, মধ্যবর্ত্তী শাসনের অর্থাৎ একস্থানে আবদ্ধ শাসনানুষ্ঠানের কাঠিন্যও সেই পরিমাণে সতত ততই অধিক হইয়া থাকে, যদি আমরা ইহা স্মরণ করি, তাহা হইলে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, রুষীয়ার শাসনযন্ত্র অগত্যা কিরূপ ধীরগতিতে এবং অসম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতেছে। কেন্দ্রসমুদ্র হইতে কাসপিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং বালটিকের উপকূল হইতে চীনসাম্রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যটী একমাত্র সেন্ট পিটার্সবর্গ হইতে শাসিত হইতেছে। খাঁটী একাধিপত্যপ্রিয় রাজা বিধিসঙ্গত দায়িত্বের বিষম ভয় করিয়া থাকেন, এবং সাধারণ্যে তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের হস্ত হইতে সমস্ত ভার আচ্ছিন্ন করিয়া, উপরিতন কর্ম্মচারীগণের হস্তে অর্পণ করিয়া সেই ভীতি দূর করেন; সেই জন্যই কোন একটী বিষয় শাসনযন্ত্রের দ্বারা ধৃত হইবা মাত্রই তাহা উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং সম্ভবতঃ কোন না কোন দিন তাহা মন্ত্রির নিকট পর্য্যন্ত নীত হয়। এমতে মন্ত্রিগণ সাম্রাজ্যের সকল স্থান হইতে নীত কাগজপত্র দ্বারা (তন্মধ্যে অনেকগুলিই সামান্য বিষয়) পরিপ্লাবিত হয়েন; এবং উপরিতন কর্ম্মচারীগণ যদি আর্গসের ন্যায় শতচক্ষুবিশিষ্ট এবং ব্রিয়ারিউসের ন্যায় শতহস্তবিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহারা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না। তাঁহারা যে দেশ শাসনে নিযুক্ত, সে দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের গভীর বা প্রবল অভিজ্ঞতা নাই, ইহা তাঁহারা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের যথেষ্ট বিশ্রাম-সময় আছে, এমত দেখা যায়।

নিতান্ত অতিরিক্ত মধ্যগত শাসনের অনিবার্য্য কুফল ব্যতীত, রুষীয়ার রাজপুরুগণ অত্যাচার, অর্থগ্রহণ এবং বলপূর্ব্বক অর্থসঞ্চয় করিতে থাকায়, সাধারণে বিশেষরূপে নিগৃহীত হয়। যে সময়ে পিটার দি গ্রেট প্রস্তাব করেন যে, যে কোন

লোক, একগাছা দড়ির মূল্য হইতে পারে, এমত কিছু চুরি করিলেই তাহার প্রাণ-দণ্ড হইবে, সে সময়ে তাঁহার প্রোকিউরেটার-জেনেরল অর্থাৎ প্রধান কার্য্য-সচিব স্পষ্টই ব্যক্ত করেন যে, যদি মহিমবর এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা হইলে, একটীও রাজকর্ম্মচারী জীবিত থাকিবে না। সেই যোগ্য কর্ম্মচারী বলিলেন; "আমরা সকলেই চুরি করিয়া থাকি, পার্থক্যের মধ্যে এই যে, আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান্যদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং প্রকাশ্যে চুরি করিয়া থাকেন।" প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল, এই কথাগুলি ব্যক্ত হইয়াছিল, তদবধি রুষীয়ার নানা বিষয়ে ক্রমোন্নতি হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান শাসনারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপুরুষ-দিগের নৈতিক চরিত্রের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ, পূর্ব্বে তাঁহারা পিটারের উক্ত কর্ম্মচারীর উপরোক্ত উক্তিটী অতিরঞ্জিত-রূপে যে, সতত ব্যক্ত করিতেন, তাহা এখনও তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন।

উক্ত কুৎসিত কাণ্ডটী ঠিক কিরূপ, তাহা জানিতে হইলে, দুইশ্রেণীর পার্থক্য করা উচিৎ। একশ্রেণীর অর্থগ্রহণকে সামান্য কথায় "টিপ" অর্থাৎ ক্ষুদে ঘুষ বলা হইত, এবং কোন কাজ করিয়া দিলে, তাহা লওয়া হইত, এবং অন্য শ্রেণীতে নানাপ্রকার নিশ্চিত অসাধুতাজনক কাণ্ড হইত। উক্ত দুই শ্রেণীর অর্থ গ্রহণের মধ্যে যদিও সকল সময়ে পরিষ্কার পার্থক্য সাধন করা যায় না, কিন্তু তৎসাময়িক নৈতিক বিবেক, সে দুটীর পার্থক্য বিলক্ষণরূপেই স্বীকার করিত। অনেক রাজপুরুষ 'টিপ'কে কথন কথন পাপশূন্য আয় বলিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অসাধু বলিলে, তাঁহারা মহা ক্রুদ্ধ হইতেন। বাস্তবিক উক্ত প্রকারের অর্থগ্রহণ সার্ব্বজনীন ছিল, এবং রাজপুরুষদিগের বেতন নিতান্ত সামান্য থাকায়, তাহা কিন্তু আবার কতক পরিমাণে ন্যায়সঙ্গতও বোধ হইত। কোন কোন বিভাগে একটা নির্দ্দিষ্ট হার ধার্য্য ছিল। মদ্যব্যবসায়ীগণ, গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তা হইতে সামান্য পুলিসপ্রহরী পর্য্যন্ত প্রত্যে-কের পদানুসারে নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট অর্থ দান করিত। আমি একটী ঘটনা জানি যে, একদা একজন রাজপুরুষকে নির্দ্দিষ্টের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ায়, তিনি অতিরিক্ত অংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক ফেরৎ দেন! অন্যবিধ গুরুতর অপরাধটী তত সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল না বটে, কিন্তু আজিও তাহা ভয়ঙ্কররূপে সর্ব্বদাই ঘটে; বহুল সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ এবং উচ্চপদস্থ লোকেরা বহুল অর্থগ্রহণ করিতেন এমত প্রকাশ, এবং সেরূপ অর্থগ্রহণকে, কথনই পাপশূন্য বলা যাইতে পারে না, অথচ তাঁহারা স্বচ্ছন্দে স্বপদে সসম্মানে থাকিতেন, এবং সমাজে সসম্ভ্রমে গৃহীত হইতেন। উক্ত সময়ের রাজ-পুরুষ-জগতের নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল, উক্ত অনস্বীকার্য্য তথ্য তাহা বিলক্ষণ-রূপেই প্রমাণিত করিতেছে।

সম্রাটগণ উক্ত প্রকার অপরাধজনক কাণ্ডকারখানা সততই পূর্ণরূপে জানি-তেন, এবং সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সমূলোৎপাটনজন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টায় যে ফল প্রসূত হয়, তদ্দর্শনে স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের সর্ব্বশক্তি-

মানতাসম্বন্ধীয় উচ্চ কল্পনা আমাদিগের হৃদয়ে উদয় হয় না। মধ্যগত বিভাগীয় শাসন-প্রণালীর প্রত্যেক রাজপুরুষই স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের অপরাধের জন্য কতকটা দায়ী থাকিতেন, সেইজন্যই কোন অপরাধী রাজপুরুষকে বিচারস্থলে নীত করা নিয়তই নিতান্ত কঠিন হইত, কারণ তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে রক্ষা করিতেন; এবং যে স্থলে উপরিতন প্রভুরা নিজে স্বভাবতই কুকার্য্যাপরাধে অপরাধী হয়েন; সেস্থলে নিম্নপদের অপরাধীগণের দণ্ডভীতি এবং প্রকাশভীতি কিছুই থাকে না। সম্রাট যদি সাধারণমতবাদকে সহায়তাস্বরূপ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধীগণের দোষ প্রকাশ এবং দণ্ডদানে নিশ্চয়ই সক্ষম হইতে পারিতেন. কিন্তু রাজ-পুরুষদিগের অপরাধ যাহাতে কোনমতে প্রকাশ না পায়, বাস্তবিক তিনি নিজেই একজন সেরূপ চেষ্টাকারী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তিনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ, এবং তিনি জানেন যে, কোন অধীনস্থ রাজপুরুষ স্বীয় ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করিলে, রাজপুরুষবর্গের শক্তি-ক্ষমতার প্রতি সাধারণের বিপক্ষতা উপস্থিত হইতে পারে। রাজপুরুষগণকে ক্রমাগত দণ্ডদান করিলে, শাসনবিভাগের প্রতি সাধারণের সম্মান হ্রাস হইতে থাকিবে, এবং সাধারণ শান্তির জন্য যে সামাজিক নীতিরক্ষার প্রয়োজন, তাহা ভিতরে ভিতরে নষ্ট করিতে পারে, এমত বিবেচিত হয়। সেইজন্য রাজপুরুষদিগের অপরাধ যতদূর সম্ভব অপ্রকাশ রাখা কর্ত্তব্য এমত জ্ঞান করা হয়। এতদ্ব্যতীত কথাটা শুনিতে যতই বিচিত্র বোধ হউক না কেন, যে একজন মাত্র ব্যক্তির যথেচ্ছাচারের উপর শাসন নির্ভর করিতেছে, সেই একমাত্র সম্রাট মধ্যে মধ্যে কঠোর দণ্ডবিধান বা আজ্ঞা প্রচার করিলেও—স্বাধীন সাধারণ মতবাদের উপর যে শাসনশক্তি স্থাপিত, সেই শাসনশক্তি যেমত নিয়মিতরূপে যথোপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন, স্বেচ্ছাচরী সম্রাট, তদপেক্ষা নিতান্ত কম নিয়মিতরূপে উপযুক্ত দাণ্ডদান করেন। খুব উচ্চপদের কোন রাজপুরুষ উক্তপ্রকার অপরাধ করিলে, সম্রাট নিশ্চয়ই দয়া প্রকাশের সমতুল্য নিতান্ত লঘুদণ্ড দান করেন। যদিই কোনস্থলে কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষকে দণ্ডদান নিতান্তই প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তাহা হইলে, সেই দণ্ড যথাসম্ভব অকষ্টজনক করা হয়। সেই সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ অনাহারে গহনবনে প্রাণত্যাগ করেন না—পারি বা বাডেনবাডেনে সাধারণ্যে প্রেরিত হয়েন। যাঁহারা যথেচ্ছাচার শাসনের সহিত নেপলসের ভয়ঙ্কর কারাগার এবং সাইবিরিয়ার খনিসমূহের সংশ্রব সংযোগ করিয়া থাকেন, উক্ত তথ্য তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করা কঠিন নহে। কোন ব্যক্তি, এমন কি সমগ্র রুষীয়ার একমাত্র যথেচ্ছাচারী সম্রাট পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত প্রাবল্যের সংস্পর্শ হইতে দূঢ়রূপে দূরে অবস্থান করিতে পারেন না, অর্থাৎ সকলকেই উপরোধ অনুরোধে বা অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণে বিধি-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দয়া প্রকাশ করিতে হয়। যথেচ্ছাচারীগণ কেবল রাজনৈতিক অপরাধীদিগের প্রতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করেন, কারণ তাহা-দিগের বিরুদ্ধে তাঁহারা স্বভাবতই ব্যক্তিগত ক্রোধভাব পোষণ করিয়া থাকেন।

যাহারা আমাদিগের নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা সাধারণ-নীতির বিরুদ্ধে অপরাধী, তাহাদিগের প্রতি সদয় এবং অনুকূলভাব প্রকাশ করা আমাদিগের পক্ষে এতদূর সহজ!

রুষীয়ার বিভাগীয় শাসনপ্রণালীর সংস্কারকদিগের প্রতি সুবিচার জন্য ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহারা রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয় এমত অনুষ্ঠান ভাল বোধ করেন। তাঁহারা সকল প্রকার ড্রাকোনীয় * বিধি পরিহার করিয়া, জটীল নিয়মপ্রণালী এবং সহজ উপায়ে তত্ত্বাবধানের উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন। যেরূপ জটীল নিয়মপ্রণালী এবং কঠোর বিধি ব্যবস্থার দ্বারা শাসন কার্য্যটী পরিচালিত হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সহসাই বোধ হয় যে, শাসনবিভাগে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বা অনাচার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রত্যেক রাজপুরুষের প্রত্যেক সম্ভাব্য কার্য্যটী পূর্ব্বেই জানিতে পারা যাইবে, যেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধুতার সঙ্কীর্ণপথ হইতে রাজপুরুষেরা যাহাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতে না পারেন, তজ্জন্য যেন আটঘাট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজপাঠক বিশেষরূপে কেন্দ্রীভূত শাসনের জটীল নিয়ম প্রণালীর মূর্ত্তিটী ধারণাও করিতে পারেন না বলিয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এখানে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

একজন গবর্ণর জেনেরল বা প্রধান শাসনকর্ত্তার বাটীতে একটী উনান সংস্কারের আবশ্যক হয়। একজন সাধারণ লোক সহজেই মনে করিতে পারেন যে, গবর্ণর জেনেরলের পদস্থলোক অবশ্যই সুবিবেচনার সহিত তাহার সংস্কার জন্য কয়েকটা আদ্ধুলি ব্যয় করিবার ক্ষমতা রাখেন, সুতরাং তিনি অবিলম্বে সেই সংস্কারের আজ্ঞা দান এবং সেই খরচটা খুচরা খরচের সামীল করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিভাগীয় শাসননীতিপ্রিয় ব্যক্তির চক্ষে এবিষয়টী সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়। সকল প্রকার সম্ভাব্য ব্যয়ের বিশেষরূপে ব্যবস্থা করা দরকার। গবর্ণর জেনেরলের হয়ত অকারণে পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করা রোগ থাকিতে পারে, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবমত সংস্কার প্রয়োজন কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ; এবং একজন ব্যক্তি অপেক্ষা সমবেত সভ্যপূর্ণ সমাজে বিজ্ঞতা এবং সাধুতা অবশ্যই অধিক বিরাজ করে, সুতরাং সেই কাউন্সিল বা সভার উপর সেই মীমাংসার ভার দেওয়া বিহিত। উক্ত বিধানমত তিন বা চারিজন সভ্যপূর্ণ এক সভা, সংস্কারের আবশ্যক বলিয়া মত দেন। তাঁহাদিগের সেই ক্ষমতা অবশ্যই প্রবল, কিন্তু তাহা চূড়ান্ত নহে। কাউন্সিলে এমত সভ্য থাকিতে পারেন যে, তিনি ভ্রান্তিকূপে পতিত হইতে বা গবর্ণর জেনেরলের ভয়ে অন্যায় করিতে পারেন। সেই কারণে বিচারবিভাগের নিম্নপদস্থ প্রোকিউরার নামক প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার উপর সভার সেই মন্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণের ভার দেওয়া হয়। এইরূপে সেস্থলে উক্ত প্রস্তাবটী সমর্থিত হইলে, একজন নির্ম্মিতা সেই উনানটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, এবং কত ব্যয় হইবে, তাহার

হিসাব প্রস্তুত করেন। কত ব্যয় হইবে, নির্ম্মাতা নিজের ইচ্ছামত তাহা ধার্য্য করিলে অধিক ব্যয় ধার্য্য করিতে পারে বলিয়া, প্রথমতঃ উক্ত সভা এবং পরে উক্ত কর্ম্মকর্ত্তা তাহা দেখিয়া দেন। উক্ত প্রকার পরিদর্শন এবং সিদ্ধান্ত করিতে ষোড়শদিন অতিবাহিত এবং দশখণ্ড কাগজ ব্যয় হয়। পরে মহামান্য গবর্ণর জেনেরল সংবাদ পান যে, প্রস্তাবিত সংস্কার কার্য্যে দুই রুবল এবং ৪০ কোপেক মুদ্রা অর্থাৎ ইংরাজি পাঁচ সিলিং (এদেশের আড়াই টাকা) ব্যয় হইবে। কিন্তু এখানেই সকল কাণ্ডের শেষ হয় না, কারণ যে নির্ম্মাতা ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত এবং সংস্কারের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তিনি স্বকর্ত্তব্য রীতিমত পালন করিয়াছেন কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে চাহেন। সেই উনামটী পরীক্ষার জন্য আর একজন নির্ম্মাতাকে প্রেরণ করা হয়, এবং তিনি যে রিপোর্ট বা বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন, তাহাও আবার উক্ত সভা এবং উক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া চাই। প্রায় ত্রিশদিন ধরিয়া এসম্বন্ধে পত্র লেখালেখি চলে, এবং ত্রিশ খণ্ড কাগজে তাহা লিখিত হয়! যদি একজন গবর্ণর জেনেরলের পরিবর্ত্তে একজন সামান্য পদের লোক উক্ত সংস্কারের প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে কতদিনে কিরূপে ইহার মীমাংসা ও শেষ হইত তাহা বলা অসম্ভব।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, উক্ত প্রকার জটীল এবং অসরল নিয়মপ্রণালী, খাতাপত্র, হিসাবপত্র, কার্য্যবিবরণীর অনুলিপি রক্ষা প্রভৃতির দ্বারা অবশ্যই চুরি নিবারিত হয়; কিন্তু এই আনুমানিক সিদ্ধান্তটী অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তরূপে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক প্রকার উক্তবিধ নূতন বিধি সৃষ্টির দ্বারা এই ফল হইতেছে যে, সেইমত বিধি ভঙ্গ করিবার নূতন প্রকার উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। যাহারা চুরি করিতে চাহে, উক্ত প্রণালী তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে পারে না, বরং উক্ত প্রণালী সরল সাধু রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে বিকৃতভাবের উদয় করিয়া দেয়, কারণ তাঁহারা ভাবেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বিশ্বাস করেন না। এতদ্ব্যতীত ইহার দ্বারা সাধু এবং অসাধু সকল প্রকার রাজপুরুষদিগকেই নিয়মিতরূপে মিথ্যার আশ্রয় লইতে অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছে। অল্পবিদ্যায় বিশেষ গর্ব্বিত লোকও—ইহা বলা ভাল যে, রুষীয়ানদিগের মধ্যে সেরূপ গর্ব্বিত লোক প্রায় নাই—উক্ত প্রকার সমস্ত নিয়মপ্রণালী স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির সহিত অবিকল পালন করিতে পারেন না, কেবল কাগজে কলমেই প্রচলিত নিয়মাদি পালিত হয় মাত্র। রাজপুরুষগণ যে বিষয়টী স্বপ্নেও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা অনায়াসে তৎসম্বন্ধে সার্টিফিকেট বা প্রমাণপত্র দিয়া থাকেন, এবং সেক্রেটরি বা সম্পাদকগণ কোন সভার অধিবেশন না হইলেও স্বচ্ছন্দে তাহার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন! এমতে উপরে যে সংস্কারের উল্লেখ করা হইল, নির্ম্মাতা, রাজসরকার হইতে রীতিমত সংস্কারাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার বহুপূর্ব্বেই সেই সংস্কার আরম্ভ এবং সমাপ্ত

* ড্রাকো নামে এথেন্সের একজন ব্যবস্থাপক ছিলেন। যে কোন বিধিনিষিদ্ধ অপরাধজনক কার্য্য করিলেই তাঁহার ব্যবস্থামত তাহা প্রাণদণ্ডতুল্য বিবেচিত হইত।

হইয়া যায়। বাস্তবিক এই অভিনয় কার্য্যটী শেষ পর্য্যন্ত এমত সুন্দররূপে সমাধা হয় যে, ভবিষ্যতে কেহ এৎতৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে ভাবেন যে, সমস্ত ব্যাপারটী প্রচলিত নিয়মমতই সাধিত হইয়াছে।

সম্রাট নিকোলাস শাসনবিভাগের অনাচার নিবারণের যে উপায় নির্দ্ধারণ করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। সাধারণ রাজপুরুষেরা বরাবরই নিয়মিতরূপে তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, ইহা তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিয়াই "জেণ্ডার-মেরি" নামে উচ্চ বেতনভোগী এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী সৃষ্টি করিয়া, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদিগকে এরূপ আজ্ঞা দেন যে, তাঁহারা যে কোন বিষয় যোগ্য বোধ করিবেন, তৎসম্বন্ধে লিখিয়া, যেন বরাবর তাঁহারই নিকট প্রেরণ করেন। রুষীয়ার চলিত শাসননীতির অনুকূলপক্ষগণ ইহাকে অতি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা জ্ঞান করেন। উক্ত নিয়োজিত গুপ্তচরগণ কোনমতে সত্য সংগোপন করিবেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা সকল বিষয়ই জানিতে পারিয়া, সমস্ত রাজ-পুরুষের অপরাধ এবং অনাচার নিবারণ করিতে পারিবেন, সম্রাটের এমত বিশ্বাস এবং আশা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা অতি সামান্য শুভসাধিত হয়, এবং কোন কোন বিষয়ে নিতান্ত অনিষ্টজনক ফলও ফলে। যদিও তাঁহারা বাছা বাছা লোক, এবং উচ্চ বেতন পান, কিন্তু তাঁহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রচলিত দোষাক্রান্ত হয়েন। উক্ত কর্ম্মচারীগণ অচিরেই জানিতে পারেন যে, তাঁহারা রাজপুরুষদিগের দ্বারা গুপ্তচর এবং অনুসন্ধায়ীরূপে দৃষ্ট হইতেছেন এবং সে ভাবটী নিতান্ত পদাবনয়নসূচক, এবং যে আত্মসম্মানেচ্ছা সততার মূলভিত্তি, উক্ত ভাবটী তাহার পরিবর্দ্ধনের কোন সহায়তাই করে না, এবং তাঁহারা যে কিছু চেষ্টা করেন, তাহা কোন শুভফল প্রসব করে না। বাস্তবিক তাহারা পিটারের প্রোকিউরার-জেনে-রলের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়েন। রুষীয়চরিত্রের বিশেষ গুণ যে, তাহারা সরলপ্রকৃতি, সুতরাং তাঁহারা সেই জন্যই অপর সকলের (যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যস্থ অনেকের অপেক্ষা মন্দ ছিলেন না) অনিষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করেন না। এতদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারীদিগের পদকার্য্যসম্বন্ধীয় চলিত বিধান-পুস্তকানুসারে অসাধুতা অপেক্ষা উপরিতন প্রভুর নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ, নিতান্ত গুরুতর অপ-রাধ এবং রাজনৈতিক অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতররূপে গণ্য। সুতরাং উক্ত কর্ম্মচারী-গণ, রাজপুরুষদিগের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, অসাধুতা এবং অনাচারের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দিতেন না, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে, তাহা কোনমতেই নিবার্য্য নহে, সুতরাং তাঁহারা কেবল প্রকৃত বা কল্পিত রাজনৈতিক অপরাধের প্রতিই তীব্রদৃষ্টি রাখিতেন। অত্যাচার উৎপীড়নের কোন তত্ত্ব লওয়া হইত না, কিন্তু শাসনের বিরুদ্ধে কোন একটী অসতর্ক উক্তি বা নির্ব্বুদ্ধিতামূলক উপহাসবাণী প্রায়ই মহাপ-রাধরূপে পরিগণিত হইত।

উক্ত কর্ম্মচারীগণ এখনও বিরাজ করিতেছেন, অন্ততঃ প্রত্যেক প্রধান প্রধান

নগরে এক একজন অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা চলিত পুলিসের ন্যায় অতিরেক-রূপে কাজ করিতেছেন, এবং যে যে বিষয় সংগোপনে সাধনের প্রয়োজন, ইহাঁরা সেই সেই বিষয়ে নিযুক্ত হয়েন। সাধারণ রাজপুরুষগণ, যাহাতে প্রজাসাধারণের প্রতি যথেচ্ছাচার করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের ক্ষমতার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত কর্ম্মচারীগণের সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম নাই। ইহাঁরা অস্ফুট-রূপে বিবৃত ভ্রমণকারী কর্ম্মচারীস্বরূপ, এবং যাহাদিগকে ইহাঁরা অনিষ্টকারী জ্ঞান করিবেন বা সন্দেহ করিবেন, তাঁহাদিগকেই বন্দী করিতে পারিবেন, ইহাঁদিগের এমত ক্ষমতা আছে এবং অনির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে এবং রীতিমত বিচার না করিয়া, সাম্রাজ্যের যে কোন অস্বাস্থ্যকর অংশে চালান করিতে পারিবেন, ইহাঁরা এমত ক্ষমতাও রাখেন। এক কথায় ইহাঁরা রাজনৈতিক স্বপ্নদর্শকদিগকে দণ্ডদান, গুপ্ত সমাজগুলির উচ্ছেদসাধন, রাজনৈতিক আন্দোলন নিবারণ, এবং সাধারণ্যে গবর্ণমেণ্টের আইনাতিরিক্ত আজ্ঞাপালনের যন্ত্রস্বরূপ।

শাসনবিভাগের এই বেআইনী শাখার সহিত আমার সম্বন্ধটা কিছু স্বতন্ত্রপ্রকার হয়। নভগরডের সহ-শাসনকর্ত্তার সহিত পূর্ব্ববিবর্ণিত ঘটনার পর কেহ যাহাতে আমার উপর কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে না পারে, আমি এমত ইচ্ছা করিয়া, জেন-ডেমদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করি যে, ভবিষ্যতে যে সকল রাজ-পুরুষের সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, আমার কোনপ্রকার দুরভিসন্ধি নাই, তাঁহারা যাহাতে এমত বুঝিতে পারেন, আমাকে এরূপ একখানি রাজকীয় সনন্দ বা দলীল দেওয়া হউক। আমার সেই অনুরোধ রক্ষিত হয়, এবং একখানি প্রয়ো-জনীয় দলীলও আমাকে দেওয়া হয়; কিন্তু আমি শীঘ্রই জানিতে পারি যে, সিলার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে গিয়া, কেরিবডিসে পতিত হই,* অর্থাৎ এক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে গিয়া, অন্য বিপদে পড়ি। আমি রাজপুরুষদিগের সন্দেহ দূর করিতে গিয়া, অনিচ্ছায় অন্য একপ্রকার সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিই। যে রাজকীয় দলীলপত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমি শাসনবিভাগ দ্বারা রক্ষিত, সেই দলীলপত্র দেখিয়াই অনেকে আমাকে জেণ্ডারমেরি নামক কর্ম্মচারীদিগের একজন গুপ্ত দূত বলিয়া সন্দেহ করিতে থাকেন, এবং সেই জন্য গুপ্ত সূত্র হইতে আমি যে সকল তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি, তাহার অনেক ব্যঘাত ঘটে। রাজকীয়সূত্র অপেক্ষা গুপ্তসূত্র হইতে সংবাদ সংগ্রহ আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায়, আমি আর রাজপক্ষ হইতে সেরূপে রক্ষিত হইতে চাহি না, এবং শেষ অরক্ষিত সাধারণ পর্য্যটকদিগের ন্যায় দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকি। কিছুকাল ধরিয়া আমি তজ্জন্য দুঃখিত হই না। পরে আমার উপর তীব্রদৃষ্টি রাখা হইয়াছিল, এবং ডাক

* ইটালি এবং সিসিলির মধ্যস্থ দুইটী শঙ্কটযুক্ত পর্ব্বত। জাহাজগুলি একটী পর্ব্বতে পতিত না হইবার চেষ্টা করিলেই অন্যটীতে পতিত হয়।—অনুবাদক।

ঘরে আমার নামীয় পত্রগুলিও গোপনে খোলা হইত, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আমি প্রাপ্ত হই, কিন্তু আমাকে আর অন্য কোন প্রকার অসুবিধায় পতিত হইতে হয় নাই। অবশেষে আমি যখন শিলা এবং কেবরিডিসকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তখন এক রাত্রিতে অপ্রত্যাশিতরূপে আমি শিলার উপর গিয়া পতিত হইলাম, এবং আমাকে নিয়মিতরূপে বন্দী করা হইল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেই ঘটনাটী নিম্নলিখিতরূপে ঘটে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কোন কারণে আমাকে অষ্ট্রীয়া এবং সারভিয়ায় যাইতে হয়। কিছুদিন পরে মোলডেভিয়ার মধ্য দিয়া রুষীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রুথ নামক সীমান্তস্থ নদীতীরে উপনীত হইলে, একজন জেণ্ডারমেরি কর্ম্মচারির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি সমস্ত পর্য্যটকের ছাড়পত্র পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। যদিও আমার ছাড়পত্রখানি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, এবং গালাজ নামক স্থানস্থ ব্রিটিস এবং রুষীয়দূতের দ্বারা স্বাক্ষরিত ছিল, কিন্তু উক্ত ভদ্রলোকটী আমার অতীত জীবনের কথা, বর্ত্তমানে আমার প্রকৃত কাজকর্ম্মের কথা, এবং ভবিষ্যতে কি করিব, এই প্রকার নানা প্রশ্ন দ্বারা আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন। যখন তিনি জানিলেন যে, কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ জন্য আমি নিজ ব্যয়ে দুইবর্ষাধিককাল রুষীয়ায় ভ্রমণ করিতেছি, তখন তিনি কতকটা সন্দেহাত্মক ভাব প্রকাশ করিলেন, এবং আমি প্রকৃত ব্রিটিসপ্রজা কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত, এমত বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু আমার সহযাত্রী রুষীয় বন্ধু, যিনি ভীতিপ্রদ ছাড়পত্র প্রদর্শন করেন, তিনি আমার উক্তি সমর্থন করায়, উক্ত কর্ম্মচারী আমার ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন। শুল্কগ্রাহী কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক আমাদিগের দ্রব্যাদি পরীক্ষা কার্য্য শীঘ্রই সমাধা হইয়া যায়; এবং নিকটবর্ত্তী যে গ্রামে আমরা সেই রজনী অতিবাহিত করি, তদভিমুখে গমনকালে রাজকীয় জগতের সহিত কিছুকালের জন্য সমস্ত সংশ্রব হইতে মুক্তি পাইলাম বলিয়া, ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন জ্ঞান করি। কিন্তু এ কল্পনাটা আমরা আপন মনগড়া করিতেছিলাম। সেই রাত্রিতে ঘড়িতে বারটা বাজিবা মাত্র আমার দ্বারে প্রবল আঘাতশব্দে আমি জাগরিত হই, এবং বহু বাক্যব্যয়ের পর একজন বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশের প্রস্তাব করিলে, অর্গল উন্মোচন করিয়া দিই। যে রাজপুরুষ আমার ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনিই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্ধতস্বরে বলিলেন, "আমি আপনাকে এখানে চব্বিশ ঘণ্টা কাল থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

সেই কথায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম যে, তাঁহার এরূপ বিচিত্র অনুরোধ করিবার কারণ কি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইল, "আমার সেটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

"হাঁ, তাহা হইতে পারে; কিন্তু আপনি বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে, অবশ্যই

স্বীকার করিবেন যে, এ বিষয়ে আমার কিছু স্বার্থ আছে। আমি নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি যে, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না, এবং আমি সূর্য্যোদয় হইলেই চলিয়া যাইব।"

"আপনি কখনই যাইতে পারিবেন না। আপনার ছাড়পত্রখানা আমাকে দিউন।"

"আমাকে বলপূর্ব্বক আটক না করিলে, আমি চারিটার সময় চলিয়া যাইবই; এবং যাইবার অগ্রে আমি কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, সুতরাং আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে চলিয়া যাউন। সীমান্তে আমাকে আটক করিবার আপনার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া এরূপে আমাকে বিরক্ত করিবার আপনার কোন ক্ষমতা নাই, এবং আমি নিশ্চয়ই আপনার বিরুদ্ধে লিখিব। নিয়মিত পুলিশ কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির হস্তে আমি আমার ছাড়পত্র দিব না।"

এই স্থলে জেণ্ডারমেরির স্বত্ব, স্বাধীনতা, ক্ষমতা সম্বন্ধে বহুক্ষণ ধরিয়া তর্কবাদ চলে এবং সেই সময়ে আমার প্রতিবাদী ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই উদ্ধতস্বরের তেজ কমাইয়া লয়েন এবং আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তিনি সম্মাননীয় রাজপুরুষশ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণী, শাসনবিভাগের একটী সাধারণ শাখা মাত্র। বাহ্যদৃশ্যে যদিও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, তিনি ভদ্রতার সীমা একবারও অতিক্রম করেন নাই, এবং তিনি আমার গতিবিধি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করায় অসঙ্গত কাজ হইতেছে না, তিনি কতকটা এমত ভাবিয়াছিলেন এরূপ বোধ হইতে লাগিল। যখন তিনি দেখিলেন যে, আমি কোনমতেই আমার ছাড়পত্রখানি তাঁহাকে দিলাম না এবং আমি নিদ্রার জন্য পুনরায় শয়ন করিলাম, তখন তিনি অগত্যাই চলিয়া যাইলেন, কিন্তু আবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিলেন। এইবার একজন প্রকৃত পুলিশ কর্ম্মচারী প্রবিষ্ট হইয়া, আমার নিকট হইতে ছাড়পত্র চাহিলেন। কেন আমাকে এরূপে উত্যক্ত করা হইতেছে, এই প্রশ্ন করায়, তিনি ভদ্রভাবে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক বাক্যে বলিলেন যে, "কারণটা কি, তাহা আমিও জানি না, আপনাকে বন্দী করিবার আজ্ঞা পাইয়াছি, সুতরাং সে আজ্ঞা পালন করিতে আমি বাধ্য।" আমি তাঁহার হস্তে এই সর্ত্তে আমার ছাড়পত্রখানি দিলাম যে, তিনি সেই ছাড়পত্র প্রাপ্তির একখানি রসিদ আমাকে দিবেন এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গস্থ ব্রিটীসদূতের নিকট আমি এ সম্বন্ধে তারযোগে সংবাদ পাঠাইতে পারিব।

পরদিন প্রত্যুষেই আমি উক্ত দূতের নিকট তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়া, উত্তরের আশায় সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই গ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী স্থলে আমাকে পাদচারে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু আমি বড় একটা অধিক ভ্রমণ করি না। গ্রামের অধিবাসী সকলেই ইহুদী, এবং কোন সংবাদ

প্রচারকার্য্যে জগতের এই অংশের ইহুদীদিগের অতি আশ্চর্য্যজনক যোগ্যতা আছে। পরদিন প্রত্যুষে এমত একটীও পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশু ছিল না, যে, এই বন্দী হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই, এবং পুলিশ কর্ত্তৃক যে অপরাধী ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে (আমাকে) দেখিবার জন্য অস্বাভাবিককৌতূহলের বশবর্ত্তী হয় নাই। আমাকে সকলে অপরাধীরূপে দেখিতে থাকিবে, ইহা কখনই প্রার্থনীয় হইতে পারে না, সুতরাং আমি গৃহমধ্যেই অবস্থান করা ভাল বোধ করি এবং আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত অবস্থান করিয়া, ব্রিটিস প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গর্ব্ব সম্বন্ধে আমাকে বিদ্রূপ করিতে থাকেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে আমি আনন্দের সহিত সময়াতিবাহিত করি। আমাকে কত দিন, কত সপ্তাহ, বা কত মাস সেরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত জানিতে না পারায়, উক্ত কাণ্ডের মধ্যে কেবল সেইটীই আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হইতে থাকে এবং সে বিষয়ে পুলিশ কর্ম্মচারীও আভাসে কিছুই বলিতে সাহস করেন না।

আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করি, পরদিন অর্থাৎ বন্দী হইবার ৩৬ ঘণ্টা পরে পুলিশকর্ম্মচারী আমার ছাড়পত্রখানি আনিয়া আমাকে প্রদান করেন এবং সেই সময়েই ব্রিটিনদূতের নিকট হইতে আগত টেলিগ্রামের দ্বারা আমি জ্ঞাত হই যে, প্রধান রাজপুরুষগণ আমার মুক্তির আজ্ঞা দিয়াছেন। কিছু কাল পরে বৈদেশিক মন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমার প্রতি কেন এরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাতে তিনি বলেন যে, আমার নামীয় এক ব্যক্তি কতকগুলি জাল ব্যাঙ্ক নোট লইয়া সীমান্ত পার হইয়া যাইবে, রাজপুরুষ-গণ পূর্ব্বে এরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায়, ভ্রমক্রমে আমাকেই বন্দী করা হইয়াছিল। যদিও রাজকীয়পক্ষ হইতে উক্ত কারণ প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আমি বলি যে, সে ব্যাখ্যাটী সরল বটে, কিন্তু সন্তোষপ্রদ নহে, কিন্তু আমি তাহাতেই তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হই, এবং ভবিষ্যতে এরূপ অনুযোগ করিবার আর কোন কারণ আমি পাই নাই।

জেণ্ডারমেরিদিগের সম্বন্ধে আমি যতদূর শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই নম্রস্বভাব, সুশিক্ষিত এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের অপ্রীতিমূলক কর্ত্তব্যকর্ম্ম যতদূর সম্ভব অনপরাধজনকরূপে সাধন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক, ইহা কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগকে সাধারণে—এমন কি যে সকল ভীতু লোক নির্ব্বুদ্ধিতামূলক রাষ্ট্রবিপ্লবে (যে সকল রাষ্ট্রবিপ্লব-চেষ্টা আবিষ্কার ও নিবারণ জন্য উক্ত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত) যোগদান করিতে ভয় করে, তাহারা পর্য্যন্তও ঘৃণা করে এবং অপ্রিয় জ্ঞান করে। ইহাতে আমাদিগের আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যদিও অনেক লোকে প্রাণ-দণ্ডের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কিন্তু জল্লাদের প্রতি নিশ্চিত ঘৃণা প্রকাশ করেন না, এমত লোক খুব বিরল।

এখন মূল বক্তব্যের অনুসরণ করা যাউক। জেণ্ডারমেরির দ্বারা বা নির্দ্দিষ্ট সহজ নিয়ম প্রণালীর দ্বারা রাজপুরুষদিগের উৎকোচপ্রিয়তা, অসাধুতা এবং অন্যান্য পাপ বিশেষরূপে হ্রাস হয় নাই। উহা নিবারণ জন্য যে, সর্ব্বজনপ্রিয় নির্ব্বাচন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাও সেইমত ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয়া ক্যাথারাইনের সময় হইতে বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনারম্ভের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার বিচারপতি এবং শান্তিরক্ষকগণ স্থানীয় অধিবাসীগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। যাঁহারা সকল প্রকার অবস্থাতেই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ঐন্দ্রজালিক উৎকর্ষতা সাধিত হয়, এমত বিশ্বাস করেন, সাম্রাজ্যের মূল শাসননীতি অপেক্ষা জঘন্য উক্ত নির্ব্বাচনপ্রণালীর ইতিহাস, তাঁহাদিগের পক্ষেও নিতান্ত বিকৃত এবং অসুবিধাজন বোধ হইবে।

একমাত্র সাধারণের কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষা করিলেই শাসন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং অনাচার নিবারণের উপায় হইতে পারে। রুষীয়ায় তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। বহুপুরুষ ধরিয়া রুষসম্রাটগণ যে, উক্তপ্রকার অশুভনিবারণ জন্য সহজ নিয়মপ্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছে। এমন কি নিকোলাসের কঠোর শাসন এবং প্রবল উদ্যমও উক্ত কার্য্যসাধন করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর নৈতিক জ্ঞানসঞ্চার হয়, তখন সম্রাট, প্রজাদিগকে সাহায্য জন্য আহ্বান করিলে, উক্ত দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল অনম্য অশুভগুলি অবিলম্বে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিছুকালের জন্য উৎকোচগ্রহণ এবং বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ একেবারে অদৃশ্য হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে সেই দুইটী পুনরায় আর পূর্ব্ব মত বল প্রাপ্ত হয় নাই।

বর্ত্তমান শাসনবিভাগ যে একেবারে কলঙ্কশূন্য এমত বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহার পূর্ব্বতন ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে, ইহা অনেকটা বিশুদ্ধ বোধ হয়। * কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে সাধারণ-মতবাদ যেরূপ প্রবল ছিল, যদিও এখন আর সেরূপ নাই, কিন্তু তথাপি এখনও এতদূর প্রবল আছে যে, নিকোলাস এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের শাসনকালে রাজপুরুষদিগের যে সকল অনাচার সর্ব্বদাই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, সেই প্রকার অনাচার এখনও দূর করিতে পারে। এসম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমি আরও অনেক কথা বলিতে অভিলাষী।

* রাজপুরুষগণের মধ্যে কেবল ইঞ্জিনিয়ার এবং বনরক্ষকগণ আজিও পূর্ব্বমত কুযশপ্রাপ্ত হইতেছেন।

একাদশ অধ্যায়।

নূতন স্বায়ত্ত-শাসন।

জেমস্‌ভো সভার কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষার সুবিধা—রুষীয়দিগের আত্মসমালোচনা—
জেমস্‌ভো সভার পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় মূর্ত্তি—একটী জেলা-সভা—উচ্চ-
বংশীয়গণ এবং ভূতপূর্ব্ব দাসগণ—একটী প্রদেশীয় সভা—প্রধান প্রধান
সভ্যগণ—বিভিন্ন জেমসভোর কার্য্যপ্রণালী—এই সভা সৃষ্টির মূল
এবং উদ্দেশ্য—অতিরিক্ত আশা—জেমস্‌ভো কি শুভসাধন
করিয়াছে—ইহার প্রবল জীবনীশক্তির অভাবের কারণ—
এরূপ সভাসৃষ্টিসম্বন্ধে ব্রিটিস এবং রুষীয় প্রণালী—
একটী বিশেষ ঘটনা—এই সভার ভবিষ্য ফল।

নভগরডে আমার আগমনের অনতিপরেই একটী ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়। তিনি "প্রদেশীয় জেমস্‌ভো সভার সভাপতি" আমি ইহা জ্ঞাত হইয়া, এবং তাঁহাকে প্রিয়ম্বদ ও আলাপী দেখিয়া, তিনি যে সভার একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমাকে বিদিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করি। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া, উক্ত সভাসম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমাকে জ্ঞাত করিতে সম্মত হয়েন, এবং অবিলম্বে তাঁহার সহযোগী-গণের নিকট আমাকে পরিচিত করিয়া দেন, এবং আমার যতবার যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহার কার্য্যালয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ করেন। আমি সেই আমন্ত্রণরূপ স্বত্বটী সমধিক ব্যবহার করি। প্রথম প্রথম আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া অতি অল্পই তথায় গমন করিতাম এবং অতি অল্পক্ষণই তথায় থাকিতাম, কিন্তু যখন আমি দেখিলাম যে, আমার উক্ত বন্ধু বাস্তবিকই জেমস্‌ভো সভার সমস্ত প্রণালী আমাকে বিদিত করিতে অভিলাষী, এবং আমার জন্য কার্য্যালয় মধ্যে একটী বিশেষ উপবেশন-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তখন আমি নিয়-মিতরূপে তথায় গিয়া, দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে থাকি, চলিত বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করি, এবং সভ্যগণের নিকট যে সকল প্রয়োজনীয় তালিকা এবং অন্যান্য বিষয় ন্যস্ত করা হইত, আমিও যেন তাঁহাদিগের মত একজন সভ্য, এরূপভাবে সেগুলির চুম্বক করিয়া লইতে থাকি। যখন তাঁহারা রোগীনিবাস, উন্মাদা-শ্রম, গ্রাম্য শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়, বা উক্ত সভার অধীন অন্য কোন অনুষ্ঠান দর্শন করিতে যাইতেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং তাঁহারা পরিদর্শনকালে যে সকল ত্রুটী দেখিতে পাইতেন, আমার নিকট তৎসমস্ত সংগোপনের চেষ্টাও করিতেন না।

যে সকল বিদেশীয়, রুষীয়ার আভ্যন্তরীণ সকল বিষয় অকৃত্রিমভাবে জানিতে বিশেষ অভিলাষী, রুষীয়গণ তাঁহাদিগকে সকলপ্রকার সম্ভাব্য স্নবিধা সংগ্রহ করিয়া দিতে কিরূপ প্রস্তুত, তাহা জানাইবার জন্যই উক্ত তথ্যগুলি প্রকাশ করিলাম। বিদেশীয়গণ, তাঁহাদিগের বিষয় ভ্রান্ত বুঝিয়া থাকেন, এবং অনেকদিন হইতেই তাঁহাদিগের বৃথা অপবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের এমত বিশ্বাস, এবং যাহাতে তাঁহাদিগের দেশসম্বন্ধীয় সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয়, তাঁহাদিগের এমত দৃঢ় বাসনা। তাঁহাদিগের সম্মানের জন্য ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে অকৃত্রিম দেশহিতৈষিতা, জাতিগত দোষগুলিকে ঢাকিবার চেষ্টা করে, তাঁহাদিগের সেরূপ দেশহিতৈষিতা নাই ; তাঁহারা আপনাদিগের যোগ্যতা এবং সভানুষ্ঠান-বিধিপদ্ধতি-সম্বন্ধে অন্যায়রূপে আত্মগরিমা প্রকাশ না করিয়া, বরং ত্রুটী স্বীকার করেন, এমত বোধ হয়। নিকোলাসের শাসনকালে যাঁহারা সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে উচ্চৈস্বরে বলিতেন যে, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্নশাসিত এবং স্নখপূর্ণ রাজ্যে তাঁহারা বাস করিতেছেন, কিন্তু সে প্রকারে শাসনবিভাগের সার্ব্বাঙ্গীন প্রশংসামূলক মতপ্রকাশ এক্ষণে একেবারে দূর হইয়াছে। আমি যে ছয়বর্ষকাল রুষীয়ায় অতিবাহিত করিয়াছি, তন্মধ্যে আমি সর্ব্বত্রই আমার তত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে সহায়তা করিতে সকলকেই বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রস্তুত দেখিয়াছি এবং কতকগুলি লোক যে, বলিয়া থাকেন যে, রুষীয়গণ "বিদেশীয়দিগের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করেন" তাহার প্রমাণ অতি যৎসামান্যই পাইয়াছি।

জেমস্‌ভো একপ্রকার স্থানীয় শাসনসভা, ইহা গ্রাম্যসমিতি বা মণ্ডলীর ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য সাধন করে, এবং গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি সাধারণহিতকর যে সকল অনুষ্ঠান করিতে এবং অভাব বিমোচন করিতে সক্ষম নহে, এই সভা সেই সকল উচ্চ অভাব পূরণ করিয়া থাকে। রাজপথ এবং সেতুগুলিকে নিয়মিতরূপে সংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করা, গ্রাম্য পুলিশ এবং অন্যান্য রাজপুরুষদিগের যাতায়াতের স্নব্যবস্থা, জষ্টিস অব দি পিশ অর্থাৎ শান্তিরক্ষক বিচারপতি নির্ব্বাচন, প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা, শস্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দান, এবং সম্ভাবিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় অবলম্বন করা, এক কথায় অধিবাসীগণের নৈতিক এবং স্থায়ী হিতমূলক যে কিছু (একটা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট রেখার মধ্যে) অনুষ্ঠান করাই উক্ত সভার মুখ্য কার্য্য। সভার গঠনপ্রণালী পালিয়ামেণ্ট নামক সভার অনুরূপ, অর্থাৎ প্রতিনিধিদিগকে লইয়াই এই সভা সৃষ্ট, এবং তাঁহারা অন্ততঃ বর্ষের মধ্যে একবার সমবেত হয়েন, এবং সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীগণকে লইয়া, একটা স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও আছে। সভাটীকে যদি আমরা স্থানীয় পার্লিয়ামেণ্ট বা মহাসভা বলি, তাহা হইলে উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে মন্ত্রি-সমাজরূপে ধরা যাইতে পারে। উক্ত তুলনা অনুসারেই আমার বন্ধু উক্ত সভাপতি, কখন কখন উপহাসভাবে প্রধান মন্ত্রী নামে অভিহিত হইতেন। প্রতি তিন বর্ষ

অন্তর ভূস্বামীগণ, গ্রামমণ্ডলীসমূহ, এবং মিউনিসিপাল করপোরেসন অর্থাৎ নাগরিক সমবায়িত সমাজগুলির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন। প্রত্যেক প্রদেশ এবং তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক জেলায় উক্ত প্রকার এক একটী সভা এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আছে।

নভগরডে আসিবার অনতিপরেই এক জেলার উক্ত প্রকার সভার এক অধিবেশনস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম। "ক্লাব ডি লা নোবলেস্" নামক উচ্চ বংশীয়গণের সঙ্গতসভাবাটীর নৃত্যকক্ষ মধ্যে একটী হরিৎবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ টেবেলের চারিদিকে ৩০ বা ৪০ জন লোককে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। প্রত্যেক সভ্যের সম্মুখে টিপ্পনি করিবার জন্য এক এক খণ্ড কাগজ স্থাপিত এবং সভাপতি, যিনি জেলার মার্স্যাল অব নোবলেস নামে বিদিত, তাঁহার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র হস্ত-ঘটিকা রক্ষিত দেখিতে পাই। সভাপতি কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বা সকলকে নীরব করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রবলরূপে সেই ঘটিকা বাজাইতে থাকেন। সভাপতির বামে এবং দক্ষিণে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ উপবিষ্ট হইয়া, লিখিত এবং মুদ্রিত বহুল কাগজপত্র লইয়া, তন্মধ্য হইতে সুদীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পড়িতে থাকেন, তাহা পাঠ করিতে এত অধিক সময় লাগে যে, অনেক সভ্য সেই অবসরে ঝিমাইতে থাকেন এবং দুই একজন সভ্য বাস্তবিকই নিদ্রা যান। উক্তবিধ প্রত্যেক প্রকার বিজ্ঞাপনী পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতি ঘণ্টা বাজাইতে (সম্ভবতঃ সভ্যগণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য) থাকেন, এবং সকলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যাহা পঠিত হইল, তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু বক্তব্য আছে কি না? সাধারণতঃ একজনই মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং প্রায়ই তৎসম্বন্ধে তর্কবাদ চলে। যখন কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তখন সভ্যগণের সম্মতি (ভোট) গ্রহণ জন্য হাঁ, কি না, যাঁহার যে পক্ষে মত, সেই পক্ষে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য এক খণ্ড কাগজ প্রদত্ত হয়, অথবা যাঁহাদিগের মত নাই, তাঁহাদিগকে বসিতে বলা হয়।

সেই সভার সভ্যপদে কতকগুলি উচ্চবংশীয় লোক এবং কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক বা চাষাকে (তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক) নিযুক্ত দেখিয়া, এবং সেই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনপ্রকার শ্রেণীবিদ্বেষ নাই দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হই। ভূস্বামীগণ এবং তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব দাসগণ সে সময়ে উভয়েই সমতুল্য রূপে যেন সমবেত হয়েন। উচ্চবংশীয়দিগের দ্বারাই তর্কবাদ চলিতে থাকে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীভুক্ত বা চাষা সভ্যগণ একাধিকবার বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়, এবং তাহারা যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহা যেমন পরিষ্কার, প্রত্যক্ষ কার্য্যমূলক এবং মূলগত, সেইমত উপস্থিত সকলেই মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই সভার গঠনপ্রণালী যেরূপ, তাহাতে ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়াই সম্ভব, কিন্তু তাহা না হইয়া, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই সমধিক ঐক্যমত বিরাজ করে, এবং এই তথ্যটী স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছে যে, সভ্যগণের নিকট যে সকল

বিষয় বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হয়, তৎপ্রতি অনেকেই সবিশেষ মনোযোগ দেন না।

সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে প্রদেশীয় সভার অধিবেশন হয়, এবং সভার তিনসপ্তাহকালস্থায়ী অধিবেশনের সময় আমি প্রত্যহ তথায় যাইতাম। প্রদেশীয় সভার কার্য্যপ্রণালী এবং নিয়মাদি জেলার সভাগুলির মত। ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, এই সভার সভ্যগণ মূল নির্ব্বাচকগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন না, প্রদেশটী যে দশটী জেলায় বিভক্ত, সেই দশটী জেলার সভা কর্ত্তৃক ইহাঁরা মনোনীত হয়েন, এবং একাধিক জেলার যে সকল বিষয়ের সংস্রব আছে, এই সভা কেবল সেই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এতদ্ব্যতীত এই সভায় নিম্নশ্রেণীর বা চাষাশ্রেণীর প্রতিনিধি অতি কম; এতদ্দৃষ্টে আমি বিস্মিত হই, কারণ আমি জানি যে, অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় গ্রাম্যসমিতির নিম্নশ্রেণীর বা চাষাশ্রেণীর সভ্যেরাও এই সভার সভ্যরূপে মনোনীত হইবার অধিকারী। কিন্তু আমি এসম্বন্ধে এই উত্তর পাই যে, জেলা-সভাগুলি, নিতান্ত উদ্যোগী এবং কার্য্যক্ষম সভ্যদিগকেই প্রদেশীয় সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন, এবং সেই জন্যই সাধারণতঃ ভূস্বামীগণ মনোনীত হয়েন। উক্ত ব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীর লোক বা চাষাগণ কোন আপত্তি করে না, কারণ প্রদেশীয় সভায় উপস্থিত হইতে হইলে, বহুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়, অথচ প্রতিনিধিগণ কোনমতে অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন না, আইনে এমত বিধি আছে।

উক্ত সভাগুলি কিরূপ শ্রেণীর লোক লইয়া সংগঠিত হয়, তাহা অনুমান করিবার জন্য আমি পাঠকগণের নিকট কতিপয় সভ্যকে পরিচিত করিয়া দিতেছি। কেবলমাত্র একটী কথায় তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সাধারণ লোক, কেহ বা যৌবনকালটী সামরিক বিভাগে, এবং কেহ বা দেওয়ানী শাসনবিভাগে কাজ করিয়া অতিবাহিত করিয়া, এক্ষণে পদত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব বাসস্থানে আসিয়া চাষ বাস করিয়া সামান্য আয়ে কাল কাটাইতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইয়া আরও কিছু আয় বাড়াইয়াছেন। কেবল কতকগুলি সভ্যের বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

দৃষ্টান্তরূপ, ঐ সভাস্থলে সেনাপতি-বেশধারী (জেনেরল) প্রিয়দর্শন একটী বৃদ্ধ বসিয়া আছেন দেখুন, উহাঁর বক্ষস্থলে সমর-সাহসের পরিচায়ক সেন্ট জর্জ্জস ক্রশ নামক মান্যসূচক পদক বিরাজ করিতেছে। ইনি প্রিন্স এস (s)——, রুষীয়ার এক জন অতি প্রধান লোকের পৌত্র। ইনি শাসনবিভাগের অতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কখনও অসাধুতা বা অসম্মানজনক কোন কার্য্যের জন্য কলঙ্কিত হয়েন নাই, এবং সরলতা, উদারতা এবং সত্যপ্রিয়তা পরিত্যাগ না করিয়া, স্বীয় জীবনের অধিকাংশ সময় সম্রাটসভায় অতিবাহিত করিয়াছেন। যদিও চলিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ জানা শুনা নাই, এবং কখন কখন তন্দ্রা গিয়া থাকেন, কিন্তু

বিবাদমান বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই অভ্রান্তপক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, এবং যখন তিনি বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়েন, তখন সৈনিকের ন্যায় পরিষ্কার ভাষায় বক্তৃতা করেন।

ঐ যে দীর্ঘাকার কৃশ কিঞ্চিদধিক মধ্যবয়স্ক পুরুষটী বামভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনি প্রিন্স উ (W)—। ইঁহারও ঐতিহাসিক নাম আছে, কিন্তু ইনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভাল বাসেন বলিয়া, সর্ব্বদাই সম্রাট-সভা এবং শাসনবিভাগ হইতে দূরে অবস্থান করেন। এরূপে তিনি যে অবসর প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে গ্রন্থ চর্চ্চা করেন। ইনি কতিপয় অতি উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক এবং সমাজবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দাসদিগের মুক্তিদান সময়ে ইনি একজন আগ্রহান্বিত অনুষ্ণমস্তিষ্ক মুক্তিদানপক্ষাবলম্বী ছিলেন, এবং তদবধি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার জন্য চেষ্টা, গ্রামসমূহের মধ্যে গ্রাম্য মহাজনীসভা স্থাপন, গ্রাম্যমণ্ডলীর অনুষ্ঠানগুলির রক্ষাসাধন, এবং আয়ব্যয়বিভাগের বহুল প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারা চাষাদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধনের অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। দাসদিগের মুক্তিবিধায়ক আইন অনুসারে ভূস্বামীগণ দাসদিগকে যে পরিমিত ভূমি দান করিতে বাধ্য, উক্ত ভদ্রলোকদ্বয় প্রত্যেকে তদপেক্ষা অধিক ভূমি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। সভাস্থলে প্রিন্স উ—প্রায়ই মন্তব্য প্রকাশ করেন, এবং তিনি সকল সময়ে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেন; এবং সমস্ত গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী সভ্যস্বরূপে কাজ করেন। যদিও তিনি জেমস্‌ভো সভার একজন দৃঢ় পক্ষসমর্থক, কিন্তু সভার কার্য্যক্ষেত্রটী সম্ভবমত সঙ্কীর্ণ করা ভাল, তিনি এরূপ মত প্রকাশ করেন, এই সূত্রেই তাঁহার সহযোগীগণের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না, কারণ তাঁহারা স্বপ্রদেশের স্বাভাবিক শক্তির উৎকর্ষসাধন জন্য বিচিত্র কাল্পনিক না হউক, বিপত্তিযুক্ত অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত। তাঁহার প্রতিবাসী মিঃ পি—সভার একজন অতীব উদ্যমশীল এবং যোগ্য সভ্য। তিনি একটী জেলার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি। তিনি সেই জেলায় অনেকগুলি প্রাথমিক শিক্ষা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং জার্ম্মাণির স্কুলজ্‌-ডেলিস নামীয় ঋণদায়িনী মহাজনী সভার আদর্শে কতিপয় গ্রাম্য মহাজনী সভাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট মিঃ এস—, কয়েক বর্ষ যাবৎ ভূস্বামী এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদিগের মধ্যস্থতার কাজ করিয়াছিলেন, পরে প্রদেশীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হয়েন, এক্ষণে তিনি সেন্ট পিটার্সবর্গস্থ একটী ব্যাঙ্কের ডিরেকটার।

সভাপতি, যিনি প্রদেশীয় উচ্চবংশীয়গণের মার্স্যাল নামে অভিহিত হয়েন, তাঁহার বামে এবং দক্ষিণে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ উপবিষ্ট। যে ভদ্রলোকটী সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপনীগুলি পাঠ করিতেন, তিনি আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু "প্রধান মন্ত্রী"। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন নেতা ছিলেন এবং কয়েক বর্ষকাল সামরিক-বিভাগে কাজ করিয়া, পদত্যাগপূর্ব্বক আপনার জমিদারীতে আসিয়া বাস করিতে-

ছেন; তিনি একজন বুদ্ধিমান এবং যোগ্য কর্ম্মচারী, এবং সাহিত্যেও যথেষ্ট অধিকার আছে। তাঁহার যে সহযোগী, তাঁহার বিজ্ঞাপনী পাঠের সহায়তা করিতেছেন, তিনি একজন বণিক এবং মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের ডিরেকটার। তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিও একজন বণিক এবং কোন কোন বিষয়ে সভাস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ গণ্য ব্যক্তি। যদিও ইনি দাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু মধ্যবয়সে রুষীয়ার বাণিজ্যজগতের একজন প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়েন। জনরব যে, একদা তিনি কতিপয় গোবৎস বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ জন্য এক গ্রামের মধ্য দিয়া সেণ্ট পিটার্সবর্গে গমনকালে সেই গ্রামে একখানি তামার কড়া ক্রয় করেন, এবং সেই কড়া খানিই তাঁহার সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়। কয়েক বর্ষের মধ্যেই তিনি বহুল অর্থ উপার্জ্জন করেন; কিন্তু সাবধানী লোকেরা ভাবে যে, তিনি বড়ই দুঃসাহিক ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করেন, সুতরাং তিনি যেমন গরিব ছিলেন, সেইরূপ গরিব হইয়াই মরিবেন।

যে সকল প্রস্তাব 'উদার' বলিয়া গণ্য এবং বিশেষতঃ যে সকল অনুষ্ঠান দ্বারা নিম্নশ্রেণী বা কৃষকদিগের উন্নতিসাধন সম্ভব, উক্ত ব্যক্তিগণ সেই সকল বিষয়েই বিশেষরূপে মত দান করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাঁদিগকে উন্নতিশীল সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ যে, লোকটীর শরীরটী ক্ষুদ্র, কেশগুলি ছোট ছোটরূপে কর্ত্তিত, মাথাটী গুলির ন্যায় গোলাকার, এবং চক্ষু দুটী ছোট ছোট অথচ তীব্রদৃষ্টিযুক্ত, উনিই উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিবাদী অর্থাৎ প্রতিবাদীদলের নেতা। উক্ত ভদ্রলোকটী অনেকগুলি প্রস্তাবিত শুভানুষ্ঠানের এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, প্রদেশটী অতিরিক্ত করভারে পীড়িত, সুতরাং ব্যয় যতদূর সম্ভব কম করা বিহিত। জেলার সভাতে তিনি স্বীয় উক্ত মতবাদ বিশেষ সফলতার সহিত প্রকাশ করেন, কারণ সভার অধিকাংশ সভ্যই চাষা বা নিম্নশ্রেণীর লোক, এবং চাষাদিগের হৃদয়াকর্ষণ জন্য বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র এবং যুক্তিযুক্ত উক্তির পরিবর্ত্তে কিরূপ পরিষ্কার সহজ ভাষায় মধ্যে মধ্যে প্রবাদ কথা বিজড়িত করিয়া, বক্তৃতা করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন; কিন্তু এই প্রদেশীয় সভায় তাঁহার মতানুগামীসংখ্যা অতি সামান্য, সুতরাং তিনি এখানে কেবল বাধাদায়ক নীতিই অবলম্বন করেন।

নভগরডের জেমসভো সভাটী অতীব উৎকর্ষমূলক এবং কার্য্যকরী সভা নামে গণ্য, অন্ততঃ সে সময়ে গণ্য ছিল এবং আমি বলি যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সভার কার্য্যগুলি উপযুক্ত নিয়মে এবং সন্তোষপ্রদরূপেই সাধিত হইত। বিজ্ঞাপনীগুলি সতর্কতার সহিত বিবেচিত হইত, এবং বার্ষিক আয়ব্যয়-তালিকার প্রত্যেক দফাটী বিশেষরূপে সমালোচিত এবং তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষিত হইত। আমি পরে যে কয়টী প্রদেশে গমন করি, তথাকার সভাগুলির কার্য্য অন্যপ্রকারে সমাধা হইতে দেখি। যে সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হইলে, সভাকার্য্যারম্ভ হইবার নিয়ম আছে, অতি কষ্টে সেই সংখ্যক সভ্যকে সমবেত করা হইত, এবং পরে কার্য্যারম্ভ হইলে পর কেবল যেন

নিয়ম রক্ষার জন্য নামমাত্র বিজ্ঞাপনী প্রভৃতি পাঠ করা হইত এবং যত সম্ভব শীঘ্র কার্য্য শেষ করা হইত। স্থানীয় সাধারণহিতকর বিষয়ে স্থানীয় লোকদিগের আগ্রহের উপরই সভার কার্য্যকারিতা অবশ্য নির্ভর করে। কোন কোন জেলায় সেই আগ্রহের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত দৃষ্ট হয়; এবং অন্যান্য স্থানে আদৌ দেখা যায় না।

পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন যে, গ্রামমণ্ডলী সভাগুলির ন্যায় এই জেমস্‌ভো সভাও বহুশতাব্দী ধরিয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে ইহার প্রাচীন স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে এবং স্বেচ্ছাচারী সম্রাটগণ যে শাসন-প্রণালীকে ক্রমাগত এককেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, ইহা সফলতার সহিত তাহার বাধা দান করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা সেরূপ নহে। ইহা আধুনিক অনুষ্ঠান, দশবর্ষ অতীত হইল, স্বেচ্ছাচারী সম্রাট কর্ত্তৃকই ইহা সৃষ্ট। রাজকীয় শাসনবিভাগের কার্য্যের লাঘব জন্য এবং শাসনবিভাগের অনাচার নিবারণ জন্য অল্পদিন হইল সম্রাট যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সৃষ্টি করেন, ইহা তাহাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে যথেচ্ছাচারী সম্রাট, পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় ব্যবস্থাপন সভাগুলিকে কুসংস্কারযুক্ত মহাভয় করেন, বলিয়া বিদিত, তিনি কিরূপে আপন ইচ্ছায় প্রত্যেক প্রদেশে এবং সেই প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রকৃত প্রস্তাবে পার্লিয়ামেণ্ট অর্থাৎ ব্যবস্থাপনসভাস্বরূপ নিতান্ত প্রজাপ্রভুত্বমূলক অনুষ্ঠান করিলেন? এই বিচিত্র অসাদৃশ্যের ব্যাখ্যার জন্য আমি সর্ব্বাদৌ পাঠককে রুষীয়ার কেন্দ্রীভূত বিভাগীয় শাসনের বিধিপ্রস্তুত-রহস্যটী বিদিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যখন কোন মন্ত্রী, তাঁহার অধীনস্থ কোন অনুষ্ঠানের সংস্কার করা দরকার বোধ করেন, তখন তিনি সম্রাটের নিকট সেই বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যাযুক্ত একখানি বিজ্ঞাপনী অর্পণ করেন। যদি মাননীয় সম্রাট সেই সংস্কার-প্রস্তাবে অভিমতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে সেই প্রশ্নটী বিশেষরূপে বিবেচনা এবং নির্দ্ধারিত প্রস্তাব ধার্য্য করিবার জন্য এক সমিতি নিয়োগের আজ্ঞা দেন। সমিতি সৃষ্টি হইলে, তাহার সভ্যগণ নিয়মিতরূপে কার্য্যারম্ভ করিয়া দেন। যে অনুষ্ঠানটীর সংস্কার করা হইবে, সমিতি, সর্ব্বাদৌ রুষীয়ায় সেই অনুষ্ঠানটীর আদীম সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন, অথবা যে কোন রাজপুরুষের ঐতিহাসিক চর্চ্চায় বিশেষ আসক্তি আছে এবং যিনি উত্তমরূপে রচনা করিতে পারেন, তিনি উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিলে, সমিতিতে তাহা পঠিত হয়। "সেই প্রশ্নে বিজ্ঞানের আলোক নিক্ষেপ" (এপ্রকার সমিতিতে এইমত উক্তি প্রায় ব্যবহৃত হয়) করা হয়, অর্থাৎ অন্যান্য দেশে উক্তবিধ অনুষ্ঠানের চলিত ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া, একটী মন্তব্য লেখা হয়, এবং ফরাষী ও জার্ম্মাণ দার্শনিক-ব্যবস্থাপকগণ যে সকল মতসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়। সেই প্রকার মন্তব্যের মধ্যে তুরস্ক ব্যতীত য়ুরোপের সকল রাজ্যের কথাই লেখা আবশ্যক বিবেচিত

হয়, এবং কখন কখন জার্ম্মাণির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ও প্রধানপ্রধান সুইস বিভাগগুলির কথাও স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এই বিচিত্র মন্তব্য কিরূপে লিখিত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। আমার নিকট উক্তবিধ যে একবোঝা কাগজপত্র রহিয়াছে, তন্মধ্য হইতে আমি একটা না বাছিয়াই তুলিয়া লইলাম। দাতব্য সমাজ গুলির সংস্কার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত হয়, এখানি তৎসম্বন্ধে লিখিত। প্রথমতঃ আমি ইহাতে সাধারণ্যে দার্শনিক বাদানুবাদ বিবৃত দেখিতেছি; তৎপরে টালমাড এবং কোরাণ সম্বন্ধে কতকটা মন্তব্য লিখিত হইয়াছে; পরে পিলোপনেসীয় যুদ্ধাবসানে এথেন্সের এবং সম্রাটদিগের শাসনে রোমের নিঃস্বদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ দেখা যাইতেছে; তৎপরে মধ্যযুগের এতৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের অস্ফুট উল্লেখ, তন্মধ্যে লাটীন জ্ঞানে এক অংশ উদ্ধৃত এবং সর্ব্বশেষে আধুনিক কালের দরিদ্র-আইনের বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে "এংগ্লো-স্যাক্সন রাজত্ব," রাজা এলবার্ট, রাজা এথেলরেড, "আইল্যাণ্ডীয় আইন সম্বন্ধীয় স্নাগাস নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ," সুইডেন, নরোয়ে, ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, প্রুশীয়া, এবং প্রায় সমস্ত জার্ম্মাণ রাজ্যের উল্লেখ আমি দেখিতে পাই। সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা এই যে, টালমড হইতে আরম্ভ করিয়া, হিসি ডারামনটাডের নিতান্ত আধুনিক বিধি পর্য্যন্তের ঐতিহাসিক বিবরণগুলি আটপেজির একুশ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত হইয়াছে! মন্তব্যের মূল সূত্রাংশও অল্প নহে। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের সাহিত্য হইতে অনেক মাননীয় ব্যক্তির নাম বলপূর্ব্বক ইহার মধ্যে সংবদ্ধ করা হইয়াছে; এবং উক্ত সঙ্কলিত বিবরণ এবং অপরিচিত তথ্যগুলি হইতে যে শেষ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাই—"বিজ্ঞানের শেষ ফল" রূপে অনুমিত হইয়া থাকে।

আমি নিতান্ত মন্দ বিজ্ঞাপনীখানি বাছিয়া লইয়াছি, পাঠক কি এমত সন্দেহ করেন? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, আর একখানির প্রতি হস্তক্ষেপ করা যাউক। এখানি ঋণের জন্য কারাদণ্ডদানসম্বন্ধীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিত। প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমি "পঞ্চদশ শতাব্দীর স্থানীয় আইন" এবং "জেরুসালেমের ১০৯৯ খৃষ্টাব্দের আইনের" উল্লেখ দেখিতেছি। আমি বিবেচনা করি, এই অবধি বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমার পার্শ্বস্থ একজন অভিজ্ঞ বন্ধু বলিতেছেন যে, আমি যে দুইটী আদর্শের উল্লেখ করিলাম, তাহা চূড়ান্ত। পরে কি কার্য্য হয়, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

প্রাচীন মনুষ্যদিগের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা উক্ত প্রকারে সঙ্কলিত হইলে পর তাহা কিরূপে রুষীয়ায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং কিরূপে দেশের বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা এবং স্থানীয় বিচিত্রতার সহিত তাহা মিশ্রিত হইতে পারে, সমিতি সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে থাকেন। কথার বদলে যিনি কাজ অধিক ভাল বাসেন তাঁহার পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত গুরুতর বিবেচিত হয়, কিন্তু রুষীয় ব্যবস্থাপকগণ এবিষয়ে তত মনোযোগ দেন না। দেশের প্রকৃত অবস্থা

কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য রাজকীয় কাগজপত্রগুলির এই অংশে আমি প্রায়ই দৃষ্টি-দান করিতাম, কিন্তু প্রতিবারই গুরুতররূপে হতাশ হই। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ যুক্তির পরিবর্ত্তে মনগড়াযুক্তিসম্ভূত অস্ফুট এবং অবিশদ মন্তব্য এবং তৎসহ কতি-পয় তালিকা—যাহা সতর্ক তত্ত্বানুসন্ধায়ীগণ ঘাঁটি জ্ঞানে পরিহার করেন—কেবলমাত্র তাহাই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। মেকি পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম আচ্ছাদনীর মধ্য হইতে প্রকৃত তথ্যগুলি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সেই সকল দার্শনিক ব্যবস্থাপকগণ সমস্ত জীবনটী সেণ্ট পিটার্সবর্গের সম্রাট-দরবারে অতিবাহিত করায়—একজন অকৃ-ত্রিম ককনি অর্থাৎ নিতান্ত মূর্খ, ঘৃণ্য এবং স্ত্রীবৎ লণ্ডনবাসীর বৃটিস সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞান যেরূপ, রুষীয়া সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও সেইমত, এবং তাঁহাদিগের কার্য্যের এই অংশে তাঁহারা অসীম উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এবং দার্শনিক যুক্তিযুক্ত জার্ম্মাণ গ্রন্থ সমূহ হইতে কোন সাহায্যই প্রাপ্ত হয়েন না।

উক্ত সমিতির নিকট হইতে বিজ্ঞাপনীখানি কাউন্সিল অব ষ্টেট অর্থাৎ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীসভায় প্রেরিত হইলে, তথায় তাহা পরীক্ষিত, সমালোচিত, এবং সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সে সূত্রে প্রকৃত বিষয়টীর কোন বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় না, কারণ উক্ত কাউন্সিল সভার সভ্যগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কমিশন বা উক্ত প্রকার তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতির সভ্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে কয়েকবর্ষ কাল রাজ-কীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, কার্য্যদক্ষ হইয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক যেসকল রাজপুরুষের বেসরকারী প্রজাশ্রেণীর নিত্য অভাবসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন জ্ঞান ছিল না, তাঁহাদিগকে লইয়াই উক্ত কাউন্সিল সভাটী সৃষ্ট। কোন বণিক, কল-কারখানার অধ্যক্ষ, বা কৃষিব্যবসায়ী উক্ত সভার পবিত্র দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না, সুতরাং সভার কেন্দ্রীভূত বিভাগীয় গুপ্ত শাসননীতির নীরবতা, প্রত্যক্ষ আপত্তির দ্বারা কখনও ভঙ্গ হয় নাই।

"স্থানীয় আয়ব্যয়ের শাসনবিভাগের আরও স্বাধীনতা দান এবং একত্ব সম্পা-দন "জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যে, কমিশন বা তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতি নিযুক্ত হয়, সেই সমিতি পূর্ব্বোক্ত সমিতিদ্বয় অপেক্ষা অনধিক আড়ম্বর এবং পাণ্ডিত্যের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। যদিও সেই সমিতির বিজ্ঞাপনীর মধ্যে রুষীয়ার ইতিহাসের আদিম কালের অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা মন্তব্য বিবৃত করা হয়, কিন্তু টালমাড বা কোরণের কোন উল্লেখ করা হয় নাই, এবং পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের পর এথেন্সের স্থানীয় শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার ব্যখ্যা করিবার চেষ্টাও করা হয় নাই। এমন কি "লেগেস বারবারোরম" (leges Barbarorum) এবং "এসাইসে ডে জেরুসালেম" কে শান্তির সহিত দূরে অবস্থান করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতির সভ্যগণের মনোভাবটা মূলতঃ সেই কেন্দ্রীভূত শাসনাভিলাষের ন্যায়ই থাকে, সুতরাং পূর্ব্ববিবর্ণিত প্রণালীতে কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই জন্যই এই নূতন অনু-ষ্ঠানের মধ্যে অনেক বিচিত্রতা বিরাজমান।

উক্ত তত্ত্বানুসন্ধায়ী সমিতি যে বিধি সৃষ্টি করেন, তাহা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলে, অতিরিক্ত আশার উৎপত্তি করিয়া দেয়। সেই সময়ে রুষীয়ার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই উক্ত প্রকার যে কোন অনুষ্ঠানের ভালমন্দ ফলাফলের পূর্ব্ব পরিচায়ক একটা সহজ লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে কোন অনুষ্ঠান যতই "উদারতা" এবং প্রজাপ্রভুত্বমূলক হইবে, তদ্দ্বারা উৎকর্ষতা এবং উপকারিতা ততই বৃদ্ধি হইবে, স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় তাঁহারা ইহা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অধিবাসীগণের চলিত অবস্থা এবং স্বভাবের পক্ষে ইহা কতদূর উপযোগী হইবে, এবং এই অনুষ্ঠানটী নিজে প্রশংসনীয় হইলেও, যে কার্য্য সাধিত হইবে, তৎপক্ষে ইহা বহুব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে কি না, এ প্রশ্ন তখন আদৌ চিন্তিত হয় নাই। যে কোন অনুষ্ঠান "নির্ব্বাচন-প্রণালীগত" এবং সাধারণের স্বাধীনভাবে মতবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রস্বরূপ হইলেই তখন নিশ্চিতই সাধারণে তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিত। জেমসভো সেই আশাগুলি পূর্ণ করিয়া দেয়।

বিভিন্ন প্রকার আশার উদ্রেক হয়। যে সকল লোক আর্থিক এবং স্থায়ী উন্নতি অপেক্ষা রাজনৈতিক উন্নতির দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিত, তাহারা এই নূতন অনুষ্ঠানে অসীম সাধারণ-স্বাধীনতার বীজ দেখিতে পায়। ইংলণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ধনীপ্রভুত্বমূলক হইলেও যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা সৃষ্টি এবং রক্ষা করিয়া আসিয়াছে (কতিপয় জার্ম্মাণ পণ্ডিতের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে), তখন তদপেক্ষা অধিক উদার এবং প্রজাপ্রভুত্বমূলক অনুষ্ঠানের নিকট আরও কত না আশা করা যাইতে পারে? ইংলণ্ডে কোনকালেই প্রদেশীয় পার্লিয়ামেন্ট নামক সভা ছিল না, এবং স্থানীয় শাসনভার বরাবরই বড় বড় জমীদারদিগের হস্তেই ছিল; অন্যপক্ষে রুষীয়ার প্রত্যেক জেলাতেই নির্ব্বাচিত সভাপূর্ণ সভা স্থাপিত হইবে, এবং সেই সভায় সামান্য কৃষকও ধনশালী ভূস্বামীর ন্যায় সমপদস্থ গণ্য হইবেন। বলিয়া যে সকল লোক রাজনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে অধিক চিন্তা করিতেন, তাঁহারা আশা করেন যে, জেমসভো সভার দ্বারা শীঘ্রই দেশের সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট রাজপথ, নিরাপদজনক সেতু, বহুল গ্রাম্যবিদ্যালয়, উপযুক্ত রোগীনিবাস, এবং সভ্যতার উপযোগী অন্যান্য অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ, বাণিজ্যব্যবসার উন্নতি এবং চাষাদিগের দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। সে সময়ে ইহাও বিবেচিত হয় যে, সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে পল্লীগ্রামে বসবাস না করিবার জন্য যে নিয়ত সচঞ্চল ভাব বিরাজ করিতেছে, এবং স্থানীয় সাধারণ কার্য্যের প্রতি যে বংশানুক্রমিক অননুরাগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও বিদূরিত হইবে; সেই পরিবর্ত্তনের আশাতেই দেশহিতৈষিণী মাতারা অল্পবয়স্ক সন্তানগণ যাহাতে বাল্যকাল হইতেই সাধারণ কার্য্যে অনুরাগী হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে সভাস্থলে লইয়া যাইতেন।

উক্ত অতিরিক্ত আশা যে পূর্ণ হয় নাই, ইহা বলা অনাবশ্যক। সেই নূতন সভার হস্তে কোন প্রকার রাজনৈতিক স্বত্ব দান করিতে সম্রাটের আদৌ ইচ্ছা

ছিল না, এবং শীঘ্রই প্রকাশ পায় যে, সম্রাটপক্ষ, শাসনকার্য্যে উক্ত সভাগুলিকে আবেদন পত্রার্পণ বা রাজনৈতিক আন্দোলনরূপ নৈতিক বল প্রয়োগ করিতে দেন না। সেণ্ট পিটার্সবর্গের জেমস্‌ভো সভা, রাজনৈতিক অভিনয় করিবার ইচ্ছার পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিবামাত্রই সম্রাটের আজ্ঞায় অবিলম্বে সেই সভা রহিত হইয়া যায়, এবং কতিপয় প্রধান সভ্য কিছুদিনের জন্য রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন।

এমন কি সভার হস্তে আইনমত যে ক্ষমতা এবং কার্য্যকরী শক্তি প্রদত্ত হয়, সভা, আশামত তাহাও পূর্ণ করিতে পারেন নাই। দেশের সর্ব্বত্র জালের ন্যায় পাকারাস্তা নির্ম্মিত হয় নাই, এবং সেতুগুলিও বাঞ্ছনীয়মত নিরাপদজনক নহে; গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনও অতি সামান্য এবং চিৎকিৎসালয় প্রায় দেখা যায় না। ব্যবসা বা শিল্পোন্নতি সাধন জন্য কিছুই করা হয় নাই, এবং পুরাতন শাসনাধীনে যেমন ছিল, গ্রামগুলি এখনও ঠিক সেইমত অবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু ইত্যবসরে স্থানীয় করের পরিমাণ ভীতিপ্রদরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে; এবং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, জেমস্‌ভো সভা কোন কাজের নহে, কেবল করভারই বৃদ্ধি করিয়াছে, অথচ তাহার বিনিময়ে দেশের তদ-উপযুক্ত কোন হিত সাধন করিতেছে না।*

এই সভার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে প্রথমে যেরূপ অতিরিক্ত আশা করা হইয়াছিল, যদি তাহা ধরিয়া আমরা বিচার করি, তাহা হইলে, ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শেষ সিদ্ধান্তেই আমরা সম্মতি দিতে পারি, কিন্তু জেমস্‌ভো সভা কোন অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড করিতে পারে নাই, ইহা বলাও যাহা, উক্ত সিদ্ধান্তও সেইমত। রুষীয়া অপেক্ষা সমধিক উন্নত যে সকল দেশকে রুষীয়া স্বীয় আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল দেশ অপেক্ষা রুষীয়া নিতান্ত দরিদ্র এবং সমধিক ঘনবসতিহীন। একজন দরিদ্র, স্বীয় ধনী প্রতিবাসীর নিকট হইতে বাটীর আবশ্যকীয় নক্‌সা প্রাপ্ত হইলেই পরম রমণীয় প্রসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারে, ইহা কল্পনা করা যেরূপ, আর রুষীয়া কেবল মাত্র শাসনবিভাগের সংস্কার দ্বারা সমধিক উন্নতি-শীল জাতির ভোগ্য সমস্ত সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য সংগ্রহ করিতে পারে, এমত অনুমান করাও সেইমত বিসদৃশ। কেবল বহু বর্ষ নহে, বহু পুরুষ অতীত হইলে পর রুষীয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের ন্যায় মূর্ত্তি ধরিতে পারে। সুশাসনের দ্বারা সেই রূপান্তর সাধনের সহায়তা হইতে পারে বা গতিরোধও হইতে পারে, কিন্তু যদি সমগ্র য়ুরোপের সমস্ত দার্শনিক এবং রাজনীতিজ্ঞ উক্ত প্রকারে রূপান্তর সাধনের জন্য বিধি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই সংমিলিত জ্ঞান-বুদ্ধি কথনই একেবারে সেই রূপান্তর সাধন করিতে পারে না।

* তিনবর্ষের মধ্যে ৩০ টী প্রদেশে মোট ৫,১৮৬৩০২ রুবল মুদ্রা হইতে ১৪৫৫৯,৫৬৭ রুবল মুদ্রা বৃদ্ধি হইয়াছে।

জেমস্‌ভো সভার অধিকাংশ সমালোচক যতদূর মনে করেন, সভা তদপেক্ষা অনেক কাজ করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা স্বীয় দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্য উত্তমরূপেই সাধন করিতেছে, এবং অন্যায়-অকার্য্যদ্বারা অতি সামান্যই কলঙ্কিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহার হস্তে যে সকল রোগী-নিবাস, আশ্রয়স্থান এবং অন্যান্য সাধারণ কার্য্যালয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে, ইহা তৎসমূহের অবস্থা সমধিকরূপে উন্নত করিয়াছে; এবং ইহার আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ, তদনুসারে ধরিতে গেলে, লোকশিক্ষা বিস্তার জন্য গ্রাম্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষক প্রস্তুত জন্য বিদ্যালয় স্থাপন-কার্য্যে অনেটা সফলতা প্রকাশ করিয়াছে। নভগরডের নিকটস্থ সেমিনারি নামক বিদ্যালয়টী আমি অনেকবার দেখিয়াছি, এবং আমি সেই বিদ্যালয় এবং তাহার অধ্যক্ষ ব্যারণ কোশিনস্কির মহোচ্চ প্রসংসা করিতে পারি। তৃতীয়তঃ জেমস্‌ভো সভা করহার নির্দ্ধারণ জন্য নূতন সমতুলমূলক প্রথা প্রচলন করায়, ভূস্বামী-গণ এবং বাটীর অধিকারীগণ তদনুসারে সাধারণ কার্য্যের জন্য আপনাদিগের দেয় অংশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এবং সর্ব্বশেষে অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে, গ্রাম-বাসীগণের মধ্যে পরস্পরের সহাতার জন্য সুব্যবস্থা করিয়াছেন—রুষীয়ার ন্যায় দেশে ইহা নিতান্তই হিতকর, কারণ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ও চাষারা কাষ্ঠের বাটীতেই বাস করে এবং অগ্নিকাণ্ড প্রায় সর্ব্বদাই ঘটে। *

---

* ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ড অপেক্ষা ভূপরিমাণে চয়গুণ অধিক রুষীয়ার ৩০টী প্রদেশের জেমসভো সভাগুলির একত্রসংমিলিত আয় ২০০০০০০০ টাকা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রকার ব্যয় হয়;——

		রুবল		শতকরা
১	পুলিশ এবং রাজকীয় শাসনবিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের জন্য বাটীসকল	৬৬৯৭১৯	=	৪·৬
২	সৈন্যনিবাস	১১৮০৮০	=	০·৮
৩	পুলিশ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের গতিবিধির ব্যয়	২৪৮৫৯৭৩	=	১৭·০
৪	কৃষকদিগের জন্য বিশেষ শাসনব্যয়	২১৬০২৫৮	=	১৪·৯
৫	জষ্টিস অব দি পিসদিগের বিচারালয়	১৯২৫৩৮৮	=	১৩·২
৬	পথ এবং সেতু	১৯০৬৭৭৪	=	১৩·১
৭	স্বাস্থ্যবিভাগ (চিকিৎসকগণ, হাসপাতাল)	১২০৪১৬২	=	৮·৩
৮	লোকশিক্ষা	৭৩৮৮৫৯	=	৫·১
৯	ঋণশোধ ও খুচরা ব্যয়	৫৬২৯৯১	=	৩·৮
১০	জেমসভোর কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের ব্যয় ...	২৭৯৭৩৬০	=	১৯·২
		১৪৫৬৯৫৬৭		১০০·[illegible]

উপরোক্ত প্রয়োজনীয় শুভফল প্রকাশ করিলেও বর্ত্তমানে জেমস্তো সভা সংশয়াপন্ন অবস্থায় স্থাপিত। ইহার প্রতি সাধারণের আর পূর্ব্বমত বিশ্বাস নাই, এবং ইতিমধ্যেই ইহা অবসন্নতার নিশ্চিত লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। সকলেই এ তথ্যটী স্বীকার করেন, এবং উক্ত লক্ষণের কারণ সম্বন্ধে যোগ্য বিচারকেরা একমতও হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সম্রাট, কেবলমাত্র একবার আগ্রহ হওয়াতেই প্রজাদিগকে স্বায়ত্ব শাসনভার দান করেন, কিন্তু তৎপরেই ভীত হইয়া, সেই নূতন অনুষ্ঠানকে কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। সভাগুলি, উচ্চবংশীয়-দিগের মার্সালকে আপনাদিগের সভাপতিরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ব্যবসা এবং শিল্পকলকারখানা সম্বন্ধে করস্থাপনের একটা সীমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং বণিকশ্রেণী এই সভার কার্য্যে আর ততটা আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। সভা সমূহকে প্রথমতঃ যে সাধারণো কার্য্যপ্রণালী প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, শেষ প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা, ইচ্ছা করিলে যে কোন মন্তব্য বা কাগজপত্র প্রকাশ করিতে দিবেন না, এমত ধার্য্য করায়, সে ক্ষমতাও হ্রাস করা হইয়াছে। সেই নিষেধক কার্য্যগুলি স্বাধীনভাবে প্রবলরূপে কার্য্যসাধনের বাধা দিতেছে, এমতও বলা হয়।

আমরা এস্থলে যে ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহা রুষীয় ধারণা এবং চিন্তার অনু-যায়ী। যখন কোন বিষয়ে কোন একটা কুফল ফলে বা আশাপূর্ণ না হয়, তখনই লোকে রাজপুরুষদিগকে তজ্জন্য দোষী জ্ঞান করে এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গকে তন্নি-বারক ঔষধ প্রদান করিতে বলে। রাজপুরুষেরা সকল বিষয়ের শাসন করেন বলিয়াই উক্ত প্রকার ভাবোৎপত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু জেমস্ভো সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তোষপ্রদ নহে। সভার স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার বিরুদ্ধে বহুল বাধা দেওয়া হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না, এবং যে সভা এত সহজে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃত কার্য্যকরী শক্তি নিশ্চয়ই অল্প ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। আমার মতে জেমস্ভো সভাগুলি এই যে অবসন্নতা এবং ক্ষীণবলপ্রবণতা বর্ত্তমানে প্রদর্শন করিতেছে, তাহা অত্যন্ত গভীর, এবং রুষীয়দিগের জাতীয় জীবনের একটী মূল বিচিত্রতাই ইহার কারণ, এমত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার নূতন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্রিটিস এবং রুষীয় প্রণালীর সংক্ষিপ্ত তুলনার দ্বারা সেই কারণটী উৎকৃষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

আমাদিগের রাজনৈতিক জীবনের ইহা একটী স্বাভাবিক আকর্ষকচিহ্ন যে, আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ অধিবাসী যে যে প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ অভাবগুলি বিশেষরূপে অনুভব করেন, সেই অভাবগুলি হইতেই আমাদিগের সেই অনুষ্ঠান-গুলি পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। সাধারণ মঙ্গলমূলক যে কোন বিষয়েই আমরা বড়ই সতর্ক এবং রক্ষণশীলমতাবলম্বী, এবং আমরা কোন একটা পরিবর্ত্তনকে গুরুতর অশুভ জ্ঞান করি। সেই অশুভ দিনকে—এমন কি সেই অশুভ দিন নিশ্চয় আসিবে

জানিলেও যতদূর সম্ভব তাহাকে আসিতে দিই না। এমতে সেই শাসনবিভাগীয় অভাবগুলি পূরণ করিবার আমাদিগের যতদূর ক্ষমতা থাকে, সেই অভাবগুলি তদপেক্ষা অধিক অগ্রগামী হয়, এবং আমরা সেই অশুভনিবারক ক্ষমতা বা উপায়গুলি প্রাপ্ত হইবা মাত্র প্রবল উদ্যমের সহিত তৎসমস্ত প্রয়োগ করিতে থাকি। আমাদিগের সেই অভাব পূরণ করিবার প্রণালীটীও বিচিত্র। আমাদিগের সমস্ত একেবারে ফেলিয়া দিয়া, আবার মূল ভিত্তি হইতে আরম্ভ না করিয়া, সে সময়ে আমাদিগের যাহা কিছু থাকে, তৎসমস্তই যথাসাধ্য কার্য্যে প্রয়োগ করিতে থাকি, এবং যাহা না হইলেই নয়, কেবল তাহাই নূতন লইয়া থাকি। রূপকে বলিতে গেলে, আমাদিগের জীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনের উপযোগীরূপেই আমরা আমাদিগের রাজনৈতিক হর্ম্ম্যের সংস্কার বা বিস্তার করিয়া থাকি, এবং সে সময়ে আমরা দূরবর্ত্তী ভবিষ্য ফলাফলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করি না। সেই হর্ম্ম্য বিকৃতাকার, এবং কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমত গঠিত না হইতে পারে, এবং বৈজ্ঞানিক শিল্প-সমালোচকগণ যে মূলসূত্র নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, সেই মূলসূত্রকে অগ্রাহ্য করিয়াও গঠিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের যেরূপ প্রয়োজন, তাহা অবশ্যই তদুপযোগী হয়, এবং তাহার প্রত্যেক কোণ—প্রত্যেক গর্ত্তটী পর্য্যন্ত কাজে লাগিবেই লাগিবে।

রুষীয়ার গত দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। স্বেচ্ছাচার-শাসনশক্তি নিরুপদ্রবে যে সকল বিপ্লব সাধন করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারে। প্রত্যেক উদ্যমশীল যুবক সম্রাটই সমসাময়িক বিশেষরূপে সমাদৃত বিদেশীয় রাজনৈতিক দর্শন-সূত্র অনুসারে স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ সংস্কার দ্বারা নবযুগের সূত্রপাত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। সাধারণের অভাব অনুসারে কোন অনুষ্ঠানকে স্বতঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হয় নাই, বরং প্রজারা যে সকল অভাব সম্বন্ধে একেবারে অপরিচিত, কেন্দ্রীভূত বিভাগীয় শাসনের মূলসূত্র-সৃষ্টিকারীগণ সেই সকল অভাব, কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করিয়া, তাহা পূরণ জন্য নবনব অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। সেই কারণেই প্রজাসাধারণের নিকট হইতে শাসনযন্ত্র কিছুমাত্র চালক বল প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং কেন্দ্রস্থানীয় রাজপুরুষগণ অসাহায্য-প্রাপ্ত উদ্যমের দ্বারা সেই যন্ত্র অবিশ্রান্ত চালাইতে থাকেন। অতএব এমন অবস্থায় সম্রাটগণ যে, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক অনুষ্ঠান দ্বারা মধ্যগত শাসনের গুরুকার্য্য-ভার লাঘবের চেষ্টা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হয়েন, তাহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলির অপেক্ষা জেমস্‌ভো সভাগুলি সফলতা সম্পাদনের অনেক সুযোগ প্রদান করে, ইহা সত্য। বহুল সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি শাসনবিভাগের উন্নতিসাধনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব সময়াপেক্ষা সে সময়ে সাধারণ কার্য্যে সাধারণের দৃষ্টিও সমধিক পতিত হয়। সেই কারণেই প্রথমতঃ বিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হইতে থাকে, ভবিষ্য সজীবতার জন্য মহান আয়োজনও হয় এবং বাস্তবিক অনেকটা প্রকৃত কাজও হয়। এই সভার নূতনত্বরূপ একটী মোহিনী শক্তি ছিল,

এবং ইহার সভ্যগণও বেশ জানিতে পারেন যে, সাধারণের দৃষ্টি তাঁহাদিগের প্রতি অর্পিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ উত্তমরূপে কাজ চলিতে থাকে, এবং জেমস্‌ভো সভা তখন স্বীয় সজীবতা এবং কার্য্য দর্শনে এতদূর আত্ম-তুষ্টি বোধ করেন যে, নারসিসস যেমন নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মূর্ত্তি দর্শনে তাহার প্রশংসা করিয়াছিল, ব্যঙ্গাত্মক পত্রগুলি, তাহার সহিত ইহার উপমা দান করিতে থাকেন। যখন নূতনত্বের মোহিনীশক্তি অবসৃত হইয়া যায়, এবং সাধারণে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে থাকে, তখন সেই ক্ষীণপ্রাণ উদ্যম উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, এবং নিতান্ত কার্য্যকুশল অনেক সভ্য আরও আয়জনক অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। সেরূপ কাজ সহজেই পাওয়া যাইত, কারণ সে সময়ে দেশে যোগ্য, উদ্যমশীল এবং শিক্ষিত লোকের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। দেওয়ানী শাসনবিভাগের কয়েকটী শাখার পুনঃসংস্কার হয় এবং রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, এবং সভূয়সমুত্থান-সংখ্যা দ্রুতগতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই সকলের সহিত প্রতি-যোগিতা করিতে জেমস্‌ভো সভাগুলি বড়ই কাঠিন্য অনুভব করে। রাজ-সরকারে কাজ করিলে যেমন শেষ অবস্থায় বৃত্তি, উপাধি ও পদকপুরস্কার এবং পদোন্নতির আশা থাকে, এ সভাগুলি তাহা দিতে পারেন না, অন্যপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্যালয়সমূহে যত উচ্চ বেতন প্রদত্ত হইত, ইহা সেরূপ বেতনও দিতে পারিত না। এই সকল কারণেই এই সভার প্রতি সাধারণের অনুরাগ যেমন হ্রাস হইতে থাকে, ইহার কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির দক্ষ সভ্য-সংখ্যাও সেইমত কমিয়া যায়।

এই তথ্যটী প্রকাশ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ হইল, কারণ জেমস্‌ভো সভা-গুলি এক্ষণে যে অবসন্নতা প্রদর্শন করিতেছে, ইহাই তাহার কারণোৎপাদক। যাহা হউক, ইহা কিন্তু প্রধান কারণ নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীগণের মধ্যে যেমন অবসন্নতা দেখা যাইতেছে, অধিবাসীসাধারণ এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যেও সেইমত অবসন্নতা উপস্থিত। এরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে, জেমস্‌ভো সভা যে অভাবগুলি পূরণ করিতে চাহেন, অতি কম লোকেই সেই অভাবগুলি বিশেষ রূপে অনুভব করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়টী ধরা যাউক। যে রুষীয় আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করেন, তিনি অবশ্যই জানেন যে, জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন জন্য উত্তম পথের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু সভায় যে অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত প্রতিনিধি সভ্য, উক্ত মতটী মধ্যে মধ্যে সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাস খেলিবার সুযোগানুসন্ধান করা যেমন আব-শ্যক বোধ করেন, তাঁহাদিগের জেলার উত্তম পথ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তাও সেই ভাবে স্বীকার করেন। একটী উপদেশমূলক এবং অপরটী প্রত্যক্ষ কার্য্যসাধক। যখন ভূস্বামীগণ নির্ভুলরূপে হিসাবপত্র রাখিতে শিখিবেন, এবং জানিতে পারিবেন যে, পথনির্ম্মাণকার্য্যে কতক পরিমিত টাকা ব্যয় করিলে, দ্রব্যাদি আমদরপ্তী এবং যাতায়াতের ব্যয় অনেক কমিয়া আসিবে, এবং সেই সূত্রে ক্ষতিপূরণ হইয়া উদ্বর্ত্ত

দাঁড়াইবে, তখন পথনির্ম্মাণসমিতিগুলি অতীব সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিবে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অপরাপরবিভাগের প্রতিও এইমত মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই সভার অকার্য্যসাধকতামূলক গঠনের প্রমাণ প্রদর্শন জন্য একটী জেলার জেমস্‌ভো সভায় আমি যে একটী ঘটনা দর্শন করিয়াছিলাম, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। যখন সভাস্থলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, তখন একজন ক্ষমতাশালী সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সমগ্র জেলার মধ্যে এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলন করা হউক যে, প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ে গমন করিতে যেন অবশ্য বাধ্য হয়। আশ্চর্য্য এই যে, যদিও উপস্থিত সমস্ত সভ্য জানিতেন (অথবা যদি তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন) যে, সেই প্রস্তাবটী বিধিবদ্ধ হইলে, সেই জেলায় যত সংখ্যক বিদ্যালয় তখন ছিল, তাহার বিশগুণ অধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, এবং স্থানীয় করভার তখনই অত্যন্ত গুরু হইয়াছিল, তাহা হইলেও সেই প্রস্তাবটী বিধিবদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ উপক্রম হইয়াছিল। যে মাননীয় সভ্য উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তিনি স্বীয় উদার নামের সম্মান রক্ষার জন্য আরও প্রস্তাব করেন যে, যদিও বিদ্যালয়ে সকলে যাইতে বাধ্য, এমত প্রথা অবলম্বিত হইবে, কিন্তু কেহ না যাইলে, কোনরূপ অর্থদণ্ড বা শারীরিক দণ্ড প্রদত্ত বা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে যাইতে বাধ্য করা হইবে না। কিন্তু কোন প্রকার দণ্ডদান না করিয়া, কিরূপে বাধ্য করা যাইতে পারে, তিনি তাহার কোন ব্যাখ্যা করেন না। কিন্তু তাঁহার একজন পক্ষসমর্থক প্রস্তাব করেন যে, যে নিম্নশ্রেণীর লোক বা চাষা, স্বীয় পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে না, তাহারা মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ম্মচারী হইতে পারিবে না; কিন্তু এই প্রস্তাবটীতে সকলে হাস্য করিয়া উঠেন, কারণ অনেক প্রতিনিধি সভ্যই জানিতেন যে, চাষারা এই দণ্ডকে বিশেষ অনুগ্রহই জ্ঞান করিবে। যখন সভামধ্যে লোক-শিক্ষার অবশ্যবাধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে তর্কবাদ চলিতেছিল, তখন সেই সভাগৃহের সম্মুখস্থ রাজপথ দুই ফীট গভীর কর্দ্দমে আবৃত ছিল! অন্যান্য পথগুলিরও সেইমত অবস্থা ছিল; এবং বহুসংখ্যক সভ্য সভাস্থলে অতি বিলম্বে আইসেন, কারণ পাদচারে আগমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল, এবং সে সময়ে নগরমধ্যে কেবল একখানি মাত্র সাধারণ শকট ছিল। সৌভাগ্যক্রমে অনেক সভ্যের নিজের যান ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আগমন করাও সহজ ছিল না। এক দিন একটী প্রধান রাজপথে একজন সভ্যের টারাণ্টাস যান উল্টাইয়া পড়ে এবং তিনি নিজে কর্দ্দমে পড়িয়া যান!

জেমস্‌ভো সভার বর্ত্তমান অবস্থার সামান্যশ্রেণীর অনেক ত্রুটী এবং অভাব আমি বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু যে নবীন অনুষ্ঠানটী শুভসাধনেচ্ছু কিন্তু প্রধানতঃ অনভিজ্ঞ-তার জন্য মধ্যে মধ্যে ভ্রান্তিকূপে পতিত হয়, সেই সভার কঠোর সমালোচনা করা

ভাল দেখায় না। কিন্তু ইহার ত্রুটী এবং ভ্রম থাকিলেও, ইহা যে পুরাতন অনুষ্ঠানের স্থান অধিকার করিয়াছে, তদপেক্ষা ইহা অসীমরূপে উৎকৃষ্ট। ইহার পূর্ব্বে যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, তাহার সহিত যদি আমরা ইহার তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, রুষীয়গণ রাজনৈতিক শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ইহা ঠিক কিরূপ হইবে, আমি তাহা অনুমান করিয়া বলিতে সাহস করি না। আমার এরূপ বিশ্বাস যে, ইহার বর্ত্তমান অবসন্নতামূলক অবস্থা দূর হইবে, এবং ইহা যে সকল অভাব পূরণ জন্য সৃষ্ট, লোকেরা যতই সেই অভাবগুলি ক্রমে ক্রমে দৃঢ়রূপে অনুভব করিতে থাকিবে, ততই ইহা দৃঢ় নবজীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতে থাকিবে। কিন্তু অন্যপক্ষে সম্ভবতঃ ইহা নির্জ্জীবতার কারণ অকালে মরিয়াও যাইতে পারে, অথবা ইহা বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে একটা নূতন প্রবল সংস্কারাগ্রহ দেখা দিলে, তদ্বারা ইহা বিদূরিতও হইতে পারে। একজন ঠিক কথা বলিয়াছেন যে, সময়, নিজে সাহায্য করিয়া যাহার সৃষ্টি করে, তাহার প্রতি কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করে না। এবং সেই কথাটী রুষীয়ায় যতদূর খাটে, অন্য কোথাও তত খাটে না, কারণ এখানে জনার লাউ বৃক্ষের ন্যায় সহসা নূতন অনুষ্ঠান দেখা দেয় এবং কিছুমাত্র চিহ্ন না রাখিয়া ত্বরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রাচীনশ্রেণীর ভূস্বামীগণ।

রুষীয় অতিথিসৎকার—একখানি গ্রাম্য বাটী—বাটীর অধ্যক্ষ—তাঁহার অতীত এবং বর্ত্তমান জীবন—শীতাপরাহ্ন,—পুস্তকাবলী—বহির্জগতের সহিত সংস্রব—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং দাসদিগের স্বাধীনতা লাভ—একজন মদ্যপ দুশ্চরিত্র ভূস্বামী—একজন বৃদ্ধ জেনেরল এবং তাঁহার স্ত্রী—"নামকরণ" দিন—একজন সজীব প্রবাদ-রাক্ষস—একজন ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি—একজন চতুর লেখক—সামাজিক দণ্ডরাহিত্য—নীতিভঙ্গের কারণ।

আমি যত বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি তন্মধ্যে অতিথিসৎকার বিষয়ে রুষীয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয়ই প্রশংসার পাত্র। প্রত্যেক বসন্তকালেই আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভূস্বামীগণের নিকট হইতে আমন্ত্রণপত্রসকল পাইতাম এবং সেই সমস্ত আমন্ত্রণ স্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। গ্রীষ্মকালের অধিকাংশ সময়েই আমি এক স্থানের গ্রাম্যবাটী হইতে আর এক স্থানের গ্রাম্যবাটীতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম। পাঠককে আমার সহিত এই সকল স্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবার ইচ্ছা নাই, কারণ যদিও বাস্তবিক তাহা আমোদজনক, কিন্তু তৎসমস্তের বর্ণনা একঘেয়ে বোধ হইতে পারে। কিন্তু রুষীয়ার ভূস্বামীগণের সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি এবং সেই জন্যই সেই শ্রেণীর লোকদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী বাছা বাছা লোকের বিষয় বিদিত করিতে অভিলাষী।

রুষীয় ভূস্বামীসম্প্রদায়ের মধ্যে সকল পদের সকল অবস্থার লোকই আছেন—পশ্চিম-য়ুরোপীয় সভ্যতার সমগ্র মনোজ্ঞ বিলাসিতাপরিবৃত সম্ভ্রান্ত ধনী হইতে মূর্খ দরিদ্র (যিনি কয়বিঘা মাত্র ভূমির অধিকারী এবং যে ভূমি হইতে অতি কষ্টে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়) আছেন। সর্ব্বাদৌ মধ্যপদের ভূস্বামির কয়েকটী আদর্শকে এস্থলে আনয়ন করা যাউক।

মধ্য প্রদেশসমূহের একটী প্রদেশের একটী স্রোতহীনা বক্রগামিনী নদীর তীরে অনিয়মিতভাবে গঠিত কাষ্ঠনির্ম্মিত ইমারতশ্রেণী বিরাজমান—সেগুলি পুরাতন, অরঞ্জিত, সময়ের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত, এবং শৈবালাচ্ছাদিত সমুচ্চ ঢালুছাদযুক্ত। প্রধান ইমারতটী, পথের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত সুদীর্ঘ একতালা বসতিবাটী। বাটীর সম্মুখে বিস্তৃত কিন্তু অসুন্দরভাবে রক্ষিত উঠান, এবং পশ্চাৎভাগে সেই প্রকার বিস্তৃত ছায়াযুক্ত উদ্যান, কিন্তু প্রকৃতি সেই উদ্যানটীকে সমধিক পরিমাণে অধিকার করিয়া লওয়ায়, শিল্পসৌন্দর্য্য, তাহার বিরুদ্ধে ক্ষীণবল প্রয়োগ করিতেছে। উঠানের অন্যদিকে প্রধান প্রবেশদ্বারদ্বয়ের (দুইটী প্রবেশদ্বার আছে) সম্মুখে আস্তাবল, ঘাসের গুদাম, এবং মরাই স্থাপিত, এবং পথ হইতে বাটীর যে অংশ

সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, সেই স্থলে দুটী ছোট ছোট বাটী আছে, তন্মধ্যে একটী পাকশালা, অন্যটী চাকরদিগের থাকিবার বাটী (Lyudskaya)। এগুলির বাহিরে একসারি লেবুবৃক্ষের মধ্য দিয়া, সময়ের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত এবং আরও বিধ্বস্ত আর একশ্রেণী কাষ্ঠনির্ম্মিত ইমারত দেখিতে পাই, সেটী গোলাবাটী।

উক্ত ইমারতগুলির নির্ম্মাণকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং মিলরূপে সমাধা হয় নাই, কিন্তু সেরূপ প্রকাশ্য বেমিলের একটা অর্থ এবং উদ্দেশ্য আছে। বসতিবাটী এবং পাকশালা সমূহে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা বলিয়া, যে সকল বাটীতে উনান রাখিবার দরকার হয় না, সে সকল বাটী সেগুলি হইতে বহুদূরে নির্ম্মিত; এবং পাকশালাগুলি স্বতন্ত্রস্থানে নির্ম্মিত হয়, কারণ যে সময়ে তৈলদ্বারা রন্ধন করা হয়, সে সময়ে তাহার গন্ধ কোনমতেই—এমন কি নিতান্ত তৈলপ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষেও সহ্য হয় না। বাটীর গঠনপ্রণালীর অসাদৃশ্যেরও এইমত একটা কারণ আছে। রুষীয়ার প্রাচীন সমাজে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিবার জন্য যে অতি কঠোর নিয়ম ছিল, সে নিয়মটী অনেকদিন হইতে উঠিয়া যাইলেও প্রাচীন প্রণালীতে যে সকল বাটী নির্ম্মিত হয়, তৎসমূহে কিন্তু সেই নিয়মের প্রাবল্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণনীয় বাটীখানিও সেই ধরণে গঠিত; সুতরাং ইহা তিনভাগে বিভক্ত—একদিকের শেষে পুরুষদিগের থাকিবার ঘর, অন্যদিকে অন্তঃপুর বা স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার ঘর, এবং মধ্যস্থলটী নিরপেক্ষ অর্থাৎ ভোজনাগার এবং বৈঠকখানা। এরূপ বন্দোবস্তের একটা সুবিধা আছে, এবং বাটীর দুইটা প্রবেশদ্বার কেন, ইহার দ্বারা তাহা জানা যাইতেছে। পশ্চাদ্দিকে আর একটী দ্বার আছে, উক্ত নিরপেক্ষ স্থান হইতে সেই দ্বার খুলিলে, কাননাভিমুখীন একটী বিস্তৃত বারান্দায় যাওয়া যায়।

এইবাটীতে বহুবর্ষ ধরিয়া ইভান ইভানোভিচ ক—(K) বাস করিয়া আসিতেছেন, ইনি একজন প্রাচীনশ্রেণীর লোক, এবং স্বশ্রেণীর মধ্যে একজন অতি যোগ্য ব্যক্তি। যখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্যজনক সবাহুকাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, তাঁহার বিস্তৃত আলখাল্লার ন্যায় পরিচ্ছদ চারিদিকে বিলম্বিত হইতে থাকে, এবং তুরস্কদেশীয় সুদীর্ঘ ধূমপানের নলটী তাঁহার হস্তে থাকে, তখন আমরা তাঁহার প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিদান করিলেই তাঁহার চরিত্রের কতকটা অনুভব করিয়া লইতে পারি। প্রকৃতি তাঁহাকে বিশালবক্ষ এবং সুদীর্ঘ অস্থিসকল দিয়াছে, এবং তাঁহাকে প্রবল শারীরিক শক্তিশালী করিতে যেন ইচ্ছাও করিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রকৃতির সেই সদয় ইচ্ছা ব্যর্থ করিবার জন্যই যেন স্থূলাকার অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ছোট ছোটরূপে কর্ত্তিত কেশযুক্ত মস্তকটী গুলির ন্যায় গোলাকার এবং আকৃতি যেন ভারি ভারি বোধ হয়, কিন্তু ধীর সন্তোষভাব এবং অচল সরল প্রকৃতির আভাষদ্বারা সেই ভারিত্ব দূর হইয়া যায়, এবং সেইসূত্রে মধ্যে মধ্যে মৃদু মধুর হাস্যরেখা দেখা দেয়। এমন কোন সুদক্ষ নট নাই, যিনি তাঁহার মুখমণ্ডলে উদ্বেগ এবং চিন্তার চিহ্নের আবির্ভাব

করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য সেই মুখমণ্ডলের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ তাঁহার মুখমণ্ডলে সেরূপ চিহ্নের আবির্ভাব হইবার কোন কারণই কখনও উপস্থিত হয় নাই। অন্যান্য মরের ন্যায় তিনি কখন কখন বিরক্তি প্রাপ্ত হয়েন, এবং সে সময়ে তাঁহার ছোট ছোট কটা চক্ষুদুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা দেখা দেয়। চিন্তা এবং উদ্বেগ কাহাকে বলে, দুর্ভাগ্য, কিন্তু কোনকালে তাঁহাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে পারে নাই। চেষ্টা, নিরাশা, আশা, এবং অন্যান্য যেগুলি মনুষ্যজীবনকে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তুলে, তিনি কিন্তু সেগুলি প্রত্যক্ষ কিছুই অনুভব করেন নাই, কেবল লোক মুখে সেগুলির কথা শুনিয়াছেন মাত্র। আধুনিক দার্শনিকগণ যে জীবিকার সংগ্রামকে প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বাস্তবিক তিনি তাহার বাহিরেই সতত বাস করিয়া আসিয়াছেন।

ইভান ইভানিচ এক্ষণে যে বাটীতে বাস করিতেছেন, প্রায় ষাটবর্ষ অতীত হইল, এই বাটীতেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাদরীর নিকট তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ হয়, এবং তৎপরে ডিকন অভিধেয় একজন উচ্চপদস্থ পাদরীর সন্তান তাঁহাকে শিক্ষা দেন। কিন্তু সেই শিক্ষক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্যালয়ে এত সামান্য মাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এই উভয় শিক্ষকই তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে নিতান্তই সদয় ব্যবহার করিতেন, অর্থাৎ লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ শাসন করিতেন না, এবং ইহাঁর যেরূপ ইচ্ছা হইত, সেইমত শিখাইতেন। যাহাতে ইনি বিশেষ শ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখেন, ইহাঁর পিতার এমন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিদ্যার জন্য শ্রম করিলে, ইহাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, ইহাঁর মাতার এমত ভয় থাকায়, সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন করিয়া ইহাঁকে ছুটী দেওয়া হইত। এই কারণে ইহাঁর লেখাপড়ার উন্নতি তত শীঘ্র হয় না। যখন ইহাঁর বয়স অষ্টাদশবর্ষ, তখন ইহাঁর পিতা ইহাঁকে ডাকিয়া বলেন যে, তোমাকে এখন কাজকর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু তখনও ইনি অঙ্কশাস্ত্রের সামান্য সূত্র পর্য্যন্ত জানিতেন না। কিন্তু কিরূপ কাজ করিতে হইবে? ইভানের নিজের কোন কার্য্যে সজীবতা প্রকাশের স্বাভাবিক ইচ্ছা ছিল না। এক অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন কর্ণেল তাঁহার পিতার প্রাচীন বন্ধু ছিলেন, তাঁহারই অধীনে তাঁহাকে সেই সেনাদলের "জুনকার" পদে নিযুক্ত করিবার কথা হয়, কিন্তু তাহাতে তিনি কোনমতে তুষ্ট হয়েন না। বাস্তবিক সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, এবং কোন প্রকার পরীক্ষা দান করিতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রমত্তে তিনি প্রকাশ্যে পিতার আজ্ঞা পালন করিতে নতমস্তকে প্রস্তুত এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া, মাতা, যাহাতে সেই প্রস্তাবের দৃঢ় প্রতিবাদ করেন, তিনি ভিতরে ভিতরে সেই চেষ্টা করেন।

ইভান আপনাকে উভয়শঙ্কটে পতিত দেখেন; পিতার মন রাখিবার জন্য তিনি

কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রত্যেক উচ্চবংশীয় রুষীয়, যে রাজপুরুষ-পদ পাইবার জন্য প্রত্যাশী, সেই পদ পাইতে ইচ্ছা করেন, অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতার মন রাখিবার জন্য ও নিজের কামনামত তিনি বাটীতে থাকিয়া অলসভাবে কাল কাটাইতে অভিলাষ করেন। একদা ঘটনাক্রমে মার্স্যাল অব নোবলস্, অর্থাৎ সেই প্রদেশের উচ্চবংশীয়দিগের সর্ব্বাগ্রণী ব্যক্তি তথায় আসিয়া, তাঁহাকে সেই উভয় শঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহাকে নাবালকদিগের বিষয়-বিভব-রক্ষার কার্য্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তার পদদান করিতে চাহেন। ধার্য্য হয় যে, একজন বেতনভোগী সহকারী উক্ত পদের সকল কার্য্যই করিবেন, তিনি কেবল নামমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা থাকিবেন, অথচ তিনি বাস্তবিকই কার্য্যকারী বলিয়া, বর্ষে বর্ষে পদোন্নতি পাইবেন। ইভান এইমত কাজই ইচ্ছা করিতেন। তিনি আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৭ বর্ষের মধ্যেই নিজে কোন বিশেষ চেষ্টা বা শ্রম না করিয়া, সামরিক বিভাগের দ্বিতীয় সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হয়েন। আরও পদোন্নতি লাভ করিতে হইলে, অন্যত্র তাঁহাকে এরূপ পদে নিযুক্ত হইতে হইত, যেখানে প্রতিনিধির দ্বারা কাজ চালান অসম্ভব ছিল, সুতরাং সেই সহজার্জ্জিত পদোন্নতিতে তুষ্ট হইয়া, অবশেষে তিনি পদত্যাগ করেন।

রাজকার্য্যালয়ের পদত্যাগের পরই তাঁহার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বেই তিনি একদিন হটাৎ আপনার বিবাহ অতি নিকটবর্ত্তী দেখিতে পান। এ বিষয়েও তাঁহাকে নিজে বড় একটা অধিক চেষ্টা করিতে হয় নাই। প্রকৃত ভালবাসার স্রোত সাধারণ মনুষ্যের ভাগ্যে বিনাবাধায় চলে না বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সে বিষয়ে কোন বিঘ্নবাধা ঘটে না। তাঁহাকে নিজে বিবাহের জন্য প্রস্তাব করিবার কষ্টও স্বীকার করিতে হয় নাই। তাঁহার পিতামাতাই এই বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করেন এবং তাঁহাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসীর একমাত্র কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ ধার্য্য করেন। যুবক ইভানের বয়স তখন ষোড়শবর্ষ মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখন সৌন্দর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা অন্য কোন গুণের জন্য খ্যাত ছিলেন না। যে পাত্রীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, তাঁহার পিতার জমিদারীর সহিত ইভানের পিতার জমিদারী একত্র সংলগ্ন ছিল। কন্যার পিতা, সেই জমির একখণ্ড যৌতুকস্বরূপ দান করিতে পারেন, ইভানের পিতামাতা এমত কল্পনাও করেন, এবং সেরূপ জমি পাইবার জন্য অনেক দিন হইতে আশাও করিয়াছিলেন। এরূপ বিবাহসম্বন্ধীয় সমস্ত স্থির করা কঠিন ব্যাপার বলিয়া, যে একটী রমণীর ঘটকালী করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ, তাঁহার উপরই এই ভার দেওয়া হয়। এবং তিনি এরূপ সফলতার সহিত ঘটকালি করেন যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহের পূর্ব্বানুষ্ঠান সমাধা হইয়া যায় এবং বিবাহের দিনও ধার্য্য হয়। এরূপে ইভান ইভানিচ যেপ্রকার অতি সহজে রাজ-পুরুষপদ পাইয়াছিলেন, সেইমত সহজেই স্ত্রীলাভ করেন।

যদিও তিনি আপনি স্ত্রী মনোনীত না করিয়া, এবং তিনি তাঁহাকে ভাল বাসেন, এক মুহূর্ত্তও এমত চিন্তা না করিয়া, তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতামাতা যে পাত্রী ধার্য্য করিয়া দেন, তজ্জন্য তাঁহার দুঃখিত হইবার কোন কারণ ছিল না। মেরিয়া পেট্রভনার যেরূপ স্বভাব এবং শিক্ষা ছিল, তাহাতে তিনি ইভান ইভানিচের ন্যায় লোকের স্ত্রী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা পাত্রী ছিলেন। তিনি বাটীতে কেবলমাত্র ধাত্রী এবং পরিচারিকাদিগের মধ্যে থাকিয়াই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন, এবং গ্রাম্য পাদরী ও পরিচারিকা এবং তত্ত্বাবধায়িকার মধ্যবর্ত্তী পদস্থা একটী রমণীর নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন মাত্র, তদ্ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার কিছুমাত্র শিক্ষালাভ হয় নাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ঘটনা তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার বিবাহ হইবে, এবং বিবাহের আয়োজন হইতেছে। তাঁহার বিবাহের বেশ ক্রীত হইলে, তিনি যে আনন্দিত হয়েন, বহুকাল সে আনন্দটী তাঁহার মনে জাগরুক ছিল, এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য ক্রীত হয়, তাহার পূর্ণ তালিকাটীও তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়বর্ষকাল বড় সুখে অতিবাহিত হয় নাই, কারণ তাঁহার শাশুড়ী, দুরন্ত বালিকার উপর যেরূপ ব্যবহার করে, তাঁহার প্রতি সেইমত ব্যবহার করিতেন; কিন্তু তিনি নিতান্ত নম্রভাবে সমস্ত সহ্য ও শ্রবণ করিতেন। যথাসময়ে তিনি নিজে অধিস্বামিনী এবং সাংসারিক সকল বিষয়ের একমাত্র কর্ত্রী হয়েন। সেই সময় হইতে তিনি সজীবভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার সে জীবনে কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে না। বিবাহের ত্রিশবর্ষ পরে দম্পতির মধ্যে যেরূপ পরস্পরের প্রতি আসক্তি অনুমান করা সম্ভব, তাঁহাদিগের মধ্যেও সেইমত আছে। তিনি স্বামির সাধারণ অভাবগুলি পূরণ করিতে (স্বামির জ্ঞানবুদ্ধিসম্বন্ধীয় কোন অভাব ঘটে না) এবং তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য সংগ্রহ করিতে যথাসম্ভবরূপে স্বীয় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। ইভান নিজেই বলেন যে, উক্ত প্রকার যত্ন প্রভৃতির জন্যই তিনি স্ত্রীলোকের মত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে মৃগয়া এবং শিকার করিতে ভাল বাসিতেন, তাহা এখন বিদূরিত হইয়াছে, তিনি এখন প্রতিবাসীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও দিন দিন অনভিলাষী হইয়া পড়িতেছেন, এবং যতই বর্ষ যাইতেছে, ততই তিনি সেই সবাহুস্বাচ্ছন্দ্যমূলক কাষ্ঠাসনের আশ্রয় লইতেছেন।

এই দম্পতির প্রাত্যহিক জীবনটী ঠিক নিয়মিত এবং একঘেয়েভাবে চলিতেছে, কেবল ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। গ্রীষ্মকালে ইভান ইভানিচ বেলা সাতটার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া, তোষাখানার ভৃত্যের সাহায্যে বিবর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে দাগী একটা আলখাল্লার ন্যায় বেশ পরিধান করেন। কোন বিশেষ কাজ কর্ম্ম না থাকায়, গবাক্ষের নিকট বসিয়া, উঠানের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন। সে সময়ে চাকরেরা সেস্থান দিয়া যাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন; নয় কোন আজ্ঞা দেন, অথবা আবশ্যক হইলে ধমক

দেন। নয়টার সময় চা প্রস্তুত হইয়াছে, এমত সংবাদ পাইলে, তিনি ভোজনাগারে গমন করেন। ভোজনাগারটী সরু অথচ লম্বা, মেজেটী কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং অনাচ্ছাদিত এবং তথায় টেবেল ও কেদারা ভিন্ন অন্য কোন আসবাব নাই, কিন্তু টেবেল ও কেদারাগুলিও ভগ্নদশাপন্ন। সেই কক্ষে যাইলে, তিনি দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী, চা গরম করিবার উনান লইয়া বসিয়া আছেন। কয় মিনিট পরেই ছোট ছোট ছেলেরা সেই ঘরে আসিয়া, পিতার হস্ত চুম্বন করিয়া, টেবেলের চারিদিকে উপবেশন করে। সেই প্রাতর্ভোজনকালে কেবল রুটী এবং চা আহার করা হয় মাত্র, স্নুতরাং অধিক সময় লাগে না। আহারের পর সকলে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করে। বাটীর কর্ত্তা তখন সেই উদ্ঘাটিত গবাক্ষের নিকট বসিয়া দৈনিক শ্রমারম্ভ করেন। একজন বালক ভৃত্য তুরস্কদেশীয় ধূমপানের নলে তাম্রকূট দিয়া এবং তাহা প্রজ্বলিত করিয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করে। সেই চাকরটী কেবল সেই নলটী পরিষ্কার রাখিবার জন্যই নিযুক্ত। ইভান দুই তিন বার তামাক খাইয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া, আস্তাবল এবং গোলাবাড়ী দেখিবার জন্য বহির্গত হয়েন। কিন্তু উঠানটী পার হইবার পূর্ব্বেই প্রায় তিনি সূর্য্যোত্তাপ অসহ্য দেখিয়া, ফিরিয়া আসিয়া, সেই উদ্ঘাটিত গবাক্ষের নিকট পূর্ব্বমত বসেন। সূর্য্যদেব যতক্ষণ না সরিয়া যান এবং সেই সূত্রে যতক্ষণ না বারান্দায় ছায়া পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, পরে বারান্দায় ছায়া পড়িলে, কাষ্ঠাসনখানি লইয়া, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় পর্য্যন্ত তথায় বসিয়া থাকেন।

মেরিয়া পেট্রভনা কিন্তু প্রাতঃকালটী এতদপেক্ষা সজীবতামূলক কার্য্যে অতি-বাহিত করেন। প্রাতর্ভোজন সমাধা হইবার পরই তিনি ভাণ্ডারে গমন করিয়া, কি কি জিনিস আছে, সমস্ত দেখিয়া, কি কি রন্ধন করা হইবে, তাহা স্থির করিয়া, যে যে জিনিস দরকার তাহা পাচককে দিয়া, কোন্‌টী কিরূপে প্রস্তুত করা হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন। সকালবেলার বাকি অন্য সময়টুকু তিনি সংসারের অন্যান্য কার্য্যে অতিবাহিত করেন।

বেলা একটার সময় মধ্যাহ্নের আহার-প্রস্তুত-সংবাদ আসিলে, ইভান ইভানিচ ক্ষুধার উদ্রেক বৃদ্ধির জন্য বাটীতে প্রস্তুতিকৃত এক পাত্র তিক্তরস এক চুমুকে পান করেন। মধ্যাহ্নভোজনটাই রুষীয়দিগের মধ্যে একটা প্রধান ঘটনা। অতি উৎকৃষ্ট এবং পর্য্যাপ্ত পরিমিত ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু ব্যাঙের ছাতা, পেঁয়াজ এবং চর্ব্বি শেষকালে অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়। জিনিসগুলি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে রন্ধন করা বিহিত, সেরূপে কিন্তু রন্ধন করা হয় না। এমন অনেকগুলি খাদ্য প্রস্তুত হয়, যাহা দেখিলে, যে সকল ইংরাজ চিররোগী, তাঁহারা মহা ভীত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু নগরবাস, উত্তেজনা বা মানসিক শ্রমের দ্বারা যে সকল রুষীয়ের পাকযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া যায় নাই, তাহাদিগের পক্ষে সে সকল খাদ্য কিছুমাত্র অপকার করিতে পারে না।

আহার সমাপ্ত হইবা মাত্রই বাটীতে যেন মৃত্যুর ন্যায় নীরবতা বিরাজ করে;

ভোজনের পরই বিশ্রাম করা হয়। ছোট ছোট ছেলেরা বাগানে বেড়াইতে যায়, এবং দারুণ গ্রীষ্মের দিনে আকণ্ঠভোজনের পর স্বভাবতই যে, নিদ্রাকর্ষণ উপস্থিত হয়, সংসারের অপর সকলে তাহাতেই লিপ্ত হয়েন। ইভান ইভানিচ নিজের কক্ষে গমন করেন। তাঁহার তাম্রকূটনলবাহক পূর্ব্বেই সেই ঘর হইতে বিশেষ যত্নের সহিত সমস্ত মাছি তাড়াইয়া দেয়। মেরিয়া পেট্রভনা উপবেশনকক্ষে একখানি কেদারায় বসিয়া, মুখের উপর একখানা ছোট রুমাল চাপা দিয়া নিদ্রা যান। চাকরেরা সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দায়, সর্ব্বোপরিস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে বা ঘাসের গুদামঘরে নিদ্রা যায়; এবং বৃদ্ধ রক্ষী কুকুরটীও সে সময়ে উঠানের এক পার্শ্বে স্বীয় বাসকক্ষের ছায়ায় শরীর ঢালিয়া দেয়।

দুই ঘণ্টা পরে আবার বাটীটি সজাগমূর্ত্তি ধারণ করে। দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ হইতে থাকে; এবং খাদ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত স্বরে চাকরদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করা হয়, এবং সেই সময়ে উঠানে মনুষ্যের পদশব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। অবিলম্বেই একজন ভৃত্য, পাকশালা হইতে একটা বৃহৎ চা গরম করিবার উনান লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সংসারের সকলে আবার চা পান করিবার জন্য সমবেত হয়েন। অন্যান্য দেশের ন্যায় রুষীয়াতেও আকণ্ঠভোজনের পর নিদ্রা যাইলেই তৃষ্ণা হয়, সুতরাং সে সময়ে চা বা অন্য প্রকার পানীয় বড়ই ভাল লাগে। চা পানের পর নানাবিধ ফল, মধুমিশ্রিত শসা প্রভৃতি আহারের পর সকলে আবার স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। ইভান ইভানিচ তখন বেগোভুইয়া ড্রসকি নামক শকটারোহণে ময়দানে ভ্রমণ করিতে যান। সেই গাড়ীখানি নিতান্তই হালকা, একখানি কাষ্ঠাসনে চারিখানি চাকা সংযুক্ত, এবং চালককে পা ঝুলাইয়া বসিতে হয়। সেই সময়ে পোপাডিয়া অর্থাৎ পাদরীর স্ত্রী আসিয়া, মেরি পেট্রভনার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পাদরী-মহিলা সেই গ্রামের একজন প্রধানা গল্পবাজ রমণী। কিন্তু গ্রামে তাদৃশ কুৎসাজনক বা কলঙ্কজনক ঘটনার প্রাবল্য না থাকিলেও পোপাডিয়া যাহা যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ পাইলেই তাহা অভেদে উদারভাবে স্বীয় পরিচিতা সকলের নিকট জ্ঞাপন করিয়া বেড়ান।

অপরাহ্নে প্রায়ই কতকগুলি চাষা বাটীতে আসিয়া, প্রভুর সহিত দেখা করিতে চাহে। প্রভু দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলে, প্রায়ই দেখিতে পান যে, তাহারা কোনপ্রকার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। তিনি যখন প্রশ্ন করেন, "ভাল, বাপসকল! তোমরা কি চাও?" তখন তাহারা এলোমেলোভাবে উত্তর দিতে থাকে, এবং এক সঙ্গে সকলে একত্র কথা কয়, সুতরাং তাহারা বাস্তবিক কি চাহে, তাহা ভালরূপে জানিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে বারম্বার জেরা করিতে থাকেন। যদি তিনি বলেন যে, তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে তাহারা সহজে ক্ষান্ত হয় না, অনুনয়বিনয় করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে বিবেচনা করিতে বলে। দলের মধ্য হইতে তখন একজন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, নতমস্তকে অর্দ্ধপরিচিত এবং অর্দ্ধ-

সম্ভ্রমসূচক বিনয়বাক্যে "কর্ত্তা ইভান ইভানিচ, দয়া করুন; আপনি আমাদের পিতা, এবং আমরা আপনার পুত্র" এই মত বলিতে থাকে। ইভান ইভানিচ স্থভাবে তাহা শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহারা যে অনুগ্রহ চাহিতেছে, তিনি তাহা দিতে পারেন না, কিন্তু কৃষকেরা তবুও অনুনয় বিনয় দ্বারা আশা পূর্ণ করিয়া লইবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে, তিনি "ঢের হয়েছে! ঢের হয়েছে! তোমরা নীরাট বোকা! সকলেই নীরাট বোকা! আর কোন কথায় কিছু ফল হইবে না, তোমাদের কথা শুনা যাইবে না" এই কথা বলিয়া, যাহাতে তাহারা আর বিরক্ত না করে, তজ্জন্য বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন।

প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করা অপরাহ্নের একটা নিয়মিত কার্য্য। সে সময়ে সেদিন যে সকল কাজ করা হইয়াছে, এবং পরদিন কি কি করা হইবে, বহুক্ষণ ধরিয়া সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা এবং ব্যবস্থা করা হয়; এবং পরবর্ত্তী কয়দিন জল বায়ু কিরূপ থাকিবে, সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা-অনুমান করা হয়। সে সম্বন্ধে পঞ্জিকার উপর অধিক নির্ভর করা হয়। অতীত ঘটনার দ্বারা তসৎসম্বন্ধীয় অনুমান ভ্রান্তরূপে বহুবার প্রমাণিত হইলেও তৎপ্রতি বিশেষ বিশ্বাস করা হয়। যতক্ষণ না রাত্রির আহার প্রস্তুত হয়, ততক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজনে যাহা আহার করা হয়, রজনীতে তাহাই কেবল কম করিয়া ভোজন করা হয় মাত্র। আহারের পর সকলেই নিদ্রাগমন করেন।

ইভান ইভানিচের বাটীতে এইরূপে দিন, সপ্তাহ এবং মাসসকল একাদিক্রমে অতীত হইতেছে, কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের কখনও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। ঋতু বা জলবায়ুর জন্য অবশ্যই সময়ে সময়ে কোন কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। শীতের সময় দ্বার এবং গবাক্ষ সকল বন্ধ করিয়া রাখা হয়, এবং প্রবল বৃষ্টির পর যাঁহারা কর্দ্দমে বেড়াইতে চাহেন না, তাঁহারা গৃহমধ্যে বা উদ্যানে অবস্থান করেন। সুদীর্ঘ শীতের অপরাহ্নে সংসারের সকলে উপবেশনকক্ষে সমবেত হয়েন, এবং যিনি যেরূপে পারেন, সময়াতিবাহিত করেন। ইভান ইভানিচ তখন সুদীর্ঘ নলে তামাক খাইতে থাকেন, অথবা চিন্তা করিতে থাকেন, কিম্বা কোন ছোট বালক কোন অর্গ্যান বাদ্য বাজাইলে তাহা শুনিতে থাকেন। মেরিয়া পেট্রভনা তখন মোজা বুনিতে থাকেন। বৃদ্ধা খুড়ী, যিনি প্রতি শীতকালেই এখানে অবস্থান করেন, তিনি চুপ করিয়া ধীরভাবে বসিয়া থাকেন, এবং ক্রীড়ার শেষ ফলাফল দেখিয়া, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। অভ্যাগত ব্যক্তি আসিবে, কি বিবাহ হইবে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া দিতে তিনি বড় ভাল বাসেন। পুরুষ কি স্ত্রী অভ্যাগত আসিবেন এবং বরের চুলের রং কিরূপ হইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত তিনি আর কিছু বলিতে পারে না,—এবং কোন যুবতী অন্য কোন প্রশ্ন করিলে, তাহাকে তুষ্ট করিতে পারেন না।

উপবেশনকক্ষে সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের জন্য একটী আলমারিতে কতকগুলি নানাবিষয়ক সাহিত্য গ্রন্থ আছে, এবং তাহা দেখিলেই জানা যায় যে, কয় পুরুষ ধরিয়া এই সংসারের সাহিত্যসম্বন্ধে কিরূপ অনুরাগ। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থগুলি ইভান ইভানিচের পিতামহ ক্রয় করিয়াছিলেন। পারিবারিক প্রবাদ-মত তিনি বিখ্যাতা ক্যাথারাইনের বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। যদিও আধুনিক ইতি-বেত্তাগণ তাঁহার প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেন নাই, কিন্তু তাঁহার বাস্তুতঃ কতকটা শিক্ষা জ্ঞান ছিল এমত বোধ হয়। একজন বিখ্যাত বিদেশীয় চিত্রকর দ্বারা তিনি নিজের চিত্রপট সমঙ্কিত করাইয়াছিলেন, সেখানি উপবেশনকক্ষের গাত্রে আজিও বিল-ম্বিত দেখা যায়। তিনি কতকগুলি মূল্যবান কারুকার্য্যযুক্ত সৌখীন দ্রব্যও ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার একটী এখনও এককোণে একটা কমোডের উপর রহিয়াছে। সেই স্বদেশনির্ম্মিত সামান্য আনবাবপূর্ণ মলিন কক্ষের সহিত তাহার তুলনা করিলে, কিরূপ বিসদৃশ দেখায়! যে সকল গ্রন্থে তাঁহার নাম স্বাক্ষর দেখা যায়, তন্মধ্যে স্নুমারোকফের বিয়োগান্ত গ্রন্থগুলি আছে। স্নুমারোকফ আপনাকে "রুষীয় ভলটেয়ার" মনে করিতেন। ভন-উইসিনের যে সকল হাস্যোদ্দীপক প্রহসন আজিও অভিনীত হইতেছে, সেগুলিও আছে। ডারঝাভিনের গীতিকাব্য, স্নয়ার্জ এবং নোভিকফ কর্ত্তৃক লিখিত ফ্রিমেসনদিগের গুপ্ত রহস্যের ব্যাখ্যামূলক দুই তিনখানি গ্রন্থ, রিচার্ডসন কর্ত্তৃক লিখিত "পামেলা" "স্যার চার্লস গ্রাণ্ডিসন" এবং "ক্লারিসা হারলো" নামক গ্রন্থত্রয়ের রুষীয় অনুবাদ, রুসো-লিখিত "নৌভেলি হিলোইস" গ্রন্থের রুষানুবাদ, এবং তিন বা চারি বালাম মূল ভলটেয়ার বিরাজমান। উক্ত সময়ের কতক পরে যে সকল গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে আন রেডক্লিফ, স্কটের প্রাথমিক নবন্যাসগুলি এবং ডুক্রে ডুমেনিলের "লোলোট এট ফানফান" এবং "ভিক্টর" নামক যে গল্পগুলি এক সময়ে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল, তাঁহার গ্রন্থ-গুলির রুষীয় অনুবাদ দেখা যায়। এই সময়েই এসংসারে গ্রন্থপাঠেচ্ছা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ ইহার পরেই কেবল ক্রিলফের গল্পাবলী, ফারমার্স মেনুয়েল, একখানা পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থ এবং কতকগুলি পাঁজি দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু পুনরাবির্ভাবের কতক লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কারণ আলমারীর সর্ব্বনিম্নে পুষকিন, লারমণ্টফ এবং গোগোলের আধুনিক মুদ্রিত কতক-গুলি গ্রন্থ এবং কয়েকজন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থ রহিয়াছে।

কখন কখন শীতকালের সেই একঘেয়ে ভাব, প্রতিবাসীগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রতিসাক্ষাৎ দান দ্বারা অথবা কিছুদিনের জন্য প্রদেশীয় রাজধানীতে গমন দ্বারা দূর করা হয়। রাজধানীতে গমন করা হইলে, মেরিয়া পেট্রভনা সমস্ত সময়টী কেবল বাজার করিতেই অতিবাহিত করেন, এবং আসিবার সময় বাটীতে নানাবিধ বহুল দ্রব্য লইয়া আইসেন। সেই সকল দ্রব্য দেখিবার জন্য সংসারের সকলে যে

সমবেত হয়েন, তাহা সংসারের একটা বিশেষ ঘটনা। সেই সকল জিনিস নীত হওয়ায়, ফেরিওয়ালারা যে মধ্যে মধ্যে বাটীতে আসিত, তাহা কিছুদিনের জন্য রহিত হয়। তাহার পর খ্রীষ্টমাস ও নববর্ষের পর্ব্বোৎসব হয়, এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত অপ্রিয়জনক ঘটনাও ঘটে। হয়ত প্রবল বরফপাৎ হইতে পারে, সুতরাং পাক-শালা এবং আস্তাবল পর্য্যন্ত পথ কাটিয়া লইতে হয়, অথবা রজনীতে নেকড়েবাঘ উঠানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রক্ষী কুকুরের সহিত যুদ্ধ করে; কিম্বা সংবাদ আইসে যে, একটা চাষা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মদ্যপান করিতেছিল, কিন্তু শেষ সে বরফাক্রান্ত হইয়া পথপার্শ্বে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এরূপ ঘটনাও মধ্যে মধ্যে ঘটে।

মোটামুটি বলিতে গেলে, এই পরিবার নিতান্তই স্বাতন্ত্র্যভাবে অবস্থান করেন, কিন্তু বিস্তৃত বহির্জগতের সহিত ইহার একটা সম্বন্ধ বন্ধন আছে। পুত্রদিগের মধ্যে দুইটী সেনানায়করূপে কাজ করেন, এবং তাঁহারা উভয়েই মধ্যে মধ্যে মাতা এবং ভগিনীদিগকে পত্র লিখেন। সেই দুটী যুবকের প্রতি মেরিয়া পেট্রভনা স্বীয় সমস্ত স্নেহ-প্রীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে কেহ শুনিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সেই দুই পুত্রের কথা বলিতে পারেন এবং তিনি পোপাডিয়ার নিকট সেই পুত্রদ্বয়ের জীবনের অতি সামান্য ঘটনাও শতাধিকবার ব্যক্ত করিয়া-ছেন। যদিও সেই পুত্রদ্বয় কখনও তাঁহাকে কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ প্রদান করে নাই, তথাপি তিনি তাঁহাদিগের জন্য সদাই সভয়ে থাকেন, এবং কখন কি বিপদ ঘটিবে, এমত ভাবেন। যদি তাঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হয়, অথবা যদি তাঁহারা কোন অভিনেত্রীর প্রেমে পতিত হয়েন, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই ভয়ের বিষয়। বাস্তবিক যুদ্ধ এবং অভিনেত্রী এই দুইটাই তাঁহার অস্তিত্বের পক্ষে মহা বিরক্তিজনক বিবেচিত হয়, এবং যখন তিনি কোন একটা কুস্বপ্ন দেখেন, তখনই তিনি অনুপস্থিত পুত্রের মঙ্গল জন্য পাদরীকে একটী বর্ত্তিকা উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করেন। কখন কখন তিনি স্বামির নিকটও স্বীয় উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন, এবং পুত্রদিগকে পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধও করেন, কিন্তু পতি সেই পত্রলেখা একটা বড়ই কষ্টসাধ্য কাজ মনে করেন, সুতরাং তিনি প্রায়ই উত্তর দেন, "ভাল, এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে।"

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়—যদিও সে সময়ে পুত্রদ্বয় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয় নাই—ইভান ইভানিচ স্বীয় স্বাভাবিক জড়তা এবং অলসতা হইতে জাগ্রত হইয়া, রাজপক্ষ হইতে যে সকল সামান্য সংবাদ প্রচার হইত, মধ্যে মধ্যে তাহা পাঠ করিতেন। কোন একটা বড় রকম যুদ্ধজয়ের কথা বা সৈন্যদল অবিলম্বে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রবেশ করিয়াছে, এমত কথা প্রকাশ না হওয়ায়, তিনি কতকটা বিস্মিত হয়েন। কিন্তু কেন সেরূপ হয়েন, তাহা তিনি কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার কতি-পয় প্রতিবাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এবং নিকোলাস যে প্রণালী নির্দ্দেশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ অসাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সে সকল কথাই ঠিক হইতে পারে, কিন্তু তিনি সামরিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু শেষে বুঝিতে পারেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি পুনরায় সংবাদপত্রপাঠ ত্যাগ করেন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই যুদ্ধসম্বন্ধীয় জনরব অপেক্ষা অতীব ভীতিপ্রদ সংবাদে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। লোকসাধারণে কৃষকদিগের কথা লইয়া, আন্দোলন করিতে থাকে এবং প্রকাশ্যরূপে বলে যে, দাস-কৃষদিগকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ইভান ইভানিচ জীবনের মধ্যে কেবল একবার মাত্র একটী বিষয়ের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি একদা প্রতিবাসীগণের মধ্যে একজন মাননীয়, বিজ্ঞ, এবং কঠোর নীতিরক্ষককে উক্ত বিষয়ে কথোপকথন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রকৃত ব্যাপার খানা কি? প্রতিবাসী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, প্রাচীন নিয়ম প্রণালী অকর্ম্মণ্যরূপে প্রমাণিত হওয়ায়, তাহার বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এখন নূতন যুগের সূত্রপাৎ হইয়াছে, সকল বিষয়েই সংস্কার করা হইবে, এবং অপরাপর রাজ-গণের সহিত নির্দ্ধারিত সন্ধিপত্রানুসারে সম্রাট এক্ষণে নিয়মিত বিধিসঙ্গত শাসন-প্রণালী সৃষ্টি করিবেন! ইভান ইভানিচ কিয়ৎক্ষণ নীরবে এই কথাগুলি শুনিলেন, এবং শেষ অধীরতা-পরিচায়ক স্বরভঙ্গিতে বক্তাকে বাধাদানে বলিলেন, "পললো দুরাচিন্তা! তামাসা ভাঁড়ামি ঢের হইয়াছে, ভাসিলী পিট্রোভিচ! আসল কথাটা কি আমাকে ঠিক করিয়া বলুন।"

ভাসিলী পিট্রোভিচ যখন উত্তর করিলেন যে, তিনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা, তখন তাহার বন্ধু তাঁহার প্রতি পূর্ণ সদয় দৃষ্টি দানে "তবে আপনিও পাগল হইয়াছেন!" এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইলেন।

ভাসিলী পিট্রোভিচের কথাগুলি শুনিয়া, তাঁহার অলসস্বভাব ধীরচেতা বন্ধু তাঁহাকে যে ক্ষণস্থায়ী উন্মাদ বলিয়া গণ্য করিলেন, ইহাতেই তৎকালীন বহুল রুষীয় উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদিগের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা উত্তমরূপে অনুমেয়। কিন্তু তাহাদিগের এরূপ মনোভাব হইবার কতকটা কারণও ছিল। পারিসের সন্ধি পত্রের মধ্যে একটা গুপ্ত ধারা আছে বলিয়া যে, উল্লেখ করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, দেশটী সে সময়ে মহান সংস্কারযুগের মুখে প্রবেশ করিতে-ছিল, এবং সংস্কারগুলির মধ্যে দাসকৃষকদিগকে মুক্তিদান করিবার প্রস্তাবটী সর্ব্ব প্রধানরূপেই গণ্য হইয়াছিল। সন্দিগ্ধচিত্ত ইভানও ইহা বুঝিতে পারেন। সম্রাট, মস্কাউ প্রদেশের সম্ভ্রান্তশ্রেণীর নিকট এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, দাসকৃষকদিগের প্রতি বর্ত্তমান ব্যবহার চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না, এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, সেই দাসদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা ভূস্বামীদিগকে স্থির করিয়া দিতে বলেন। একটা নির্দ্ধারিত উপায় নির্দ্দেশ জন্য প্রদেশীয় সমিতি সকল নিয়োজিত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ প্রকাশ পায় যে, দাসদিগের স্বাধীনতা লাভের সময় বাস্তবিক অতি নিকটবর্ত্তী।

দাসদিগের উপর তাঁহার সমস্ত কর্তৃত্ব দূর হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া, ইভান ইভানিচ কতকটা ভীত হইলেন। যদিও তিনি কখনও নির্দ্দয় প্রভুস্বরূপ ছিলেন না, কিন্তু তিনি আবশ্যকস্থলে বেত্র ব্যবহার করিতে ছাড়িতেন না, এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রুষীয় কৃষিকার্য্যে বার্চ্চবৃক্ষের ছড়ি নিতান্তই প্রয়োজনীয়। দাসকৃষকগণ শূন্যচর পক্ষী নহে, এবং যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাহাদিগের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন হইবেই এবং তাহারা কৃষিকার্য্যের শ্রমজীবীরূপে তাঁহার অধীনে কাজ করিতে প্রস্তুত হইবে, তিনি কিছুদিন এই চিন্তা করিয়াই মনকে প্রবোধ দিতে থাকেন, কিন্তু যখন তিনি অবগত হয়েন যে, তাঁহার জমীদারির সমধিক অংশ সেই দাস কৃষকেরা আপনাদিগের ব্যবহার জন্য পাইবে, তখন তাঁহার আশা দূর হইয়া যাইল, এবং তাঁহার নিশ্চয়ই ধ্বংস সাধিত হইবে, এরূপ মহাভয়ে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সেই অনুমিত মহাবিপদগুলি কোনমতে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহার দাসগণ মুক্তি পাইয়াছে, এবং তাঁহার অধিকৃত ভূমির প্রায় অর্দ্ধাংশ তাহারা পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহারা তাঁহাকে বার্ষিক অনেক টাকা দিয়া থাকে, এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে, তাঁহার কৃষিকার্য্য করিয়া দিতেও সর্ব্বদাই তাহারা প্রস্তুত আছে। এক্ষণে বার্ষিক ব্যয়টা অত্যন্ত অধিক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং সেই সূত্রে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা যে অতিরিক্ত বার্ষিক ব্যয় বাড়িয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা পূরণ হইয়া যাইতেছে। এই জমীদারির কাজটা কিন্তু এখন আর পূর্ব্বমত পরিজনতন্ত্রপ্রণালীমত চালিত হইতেছে না; পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য চলিত প্রথা এবং মৌখিক কথাবার্ত্তায় ধার্য্য হইত, এখন সেস্থলে বাণিজ্য-ব্যবসার নিয়মানুযায়ী রীতিমত লেখাপড়া ও বিধিব্যবস্থা করিয়া সাধিত হইতেছে; এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক টাকা দিতে হয়, এবং অনেক টাকা পাওয়াও যায়; প্রভুর কর্তৃত্ব আর তত নাই, এবং তাঁহার দায়িত্বও সেই পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এসকল পরিবর্ত্তন হইলেও ইভান ইভানিচ এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ধনী হইয়াছেন কি দরিদ্র হইয়াছেন, তাহা তিনি কোনমতে স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ভৃত্য এবং অশ্ব-সংখ্যা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কম আছে, কিন্তু তাঁহার যত প্রয়োজন তদপেক্ষা তাহা অধিক, এবং তাঁহার জীবনযাত্রাপ্রণালীর কোন প্রকাশ্য পরিবর্ত্তনও হয় নাই। * মেরিয়া পেট্রভনা এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে, কৃষকেরা এখন আর তাঁহাকে ডিম্ব, কুক্কুটশাবক, এবং বাটীতে প্রস্তুতীকৃত বস্ত্র উপহার দেয় না, এবং প্রত্যেক জিনিসের দর পূর্ব্বাপেক্ষা তিনগুণ অধিক হইয়াছে; কিন্তু ভাণ্ডারটী যে কোন উপায়েই হউক এখনও পূর্ণ আছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বাটীর সকল জিনিসই পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিরাজমান।

ইভান ইভানিচের তেমন অপেক্ষাকৃত কোন একটা বিশেষ গুণ নাই। যদি তাঁহার পুত্র নিজে তাঁহার জীবনী লিখেন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহাকে

নায়করূপে গঠন করিতে পারেন না। বলিষ্ঠ খ্রীষ্টানগণ অবশ্যই তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, এবং উদ্যমশীল কার্য্যকারী লোকেরা তাঁহার আলস্য এবং জড়তা দর্শনে তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ দেখা যায় না। তাঁহার অন্য যে কিছু দোষ, তাহা অতি সামান্য এবং অধর্ত্তব্য। তিনি সমাজের একজন খ্যাতনামা না হউন, সম্মানিত সভ্য, এবং তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার ন্যায় অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত তুলনা করিলে, তাঁহাকে একজন বিশেষ যোগ্য লোক বলিতে হয়। তাহার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিমিট্রি ইভানিচ কিয়দ্দূরে বাস করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাকেই গ্রহণ করা যাউক।

স্বীয় ভ্রাতা ইভানের ন্যায় ডিমিট্রি ইভানিচও প্রকৃতি কর্ত্তৃক বহুদিন ধরিয়া লেখা পড়া শিখিতে নিতান্ত বিরাগীরূপে সৃষ্ট, কিন্তু তাঁহার কতকটা মনুষ্যত্ব থাকায়, তিনি জুনকারের পরীক্ষা দিতে ভীত হয়েন না, বিশেষতঃ কর্ণেল অভিধেয় সেনানায়ক তাঁহার প্রতিপোষক রক্ষক স্বরূপ হওয়ায়, তিনি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়েন। সেই সেনাদলে তাঁহার ন্যায় কতিপয় আমুদে যুবক সৈনিক ছিলেন, এবং তাঁহারা দুর্গ মধ্যে অবস্থানসূত্রে একঘেয়ে জীবনের অপ্রফুল্লতা দূর করিবার জন্য মদ্যপানাদি লাম্পট্যদোষে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে তিনি সহজেই একজন সম্পূর্ণ উত্তম সহযোগীরূপে যশঃ সংগ্রহ করেন। মদ্যপানকালে তিনি পাকা মাতালদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেন, এবং তাঁহারা যে সকল ঔদ্ধত্য বা উন্মত্ততামূলক কার্য্য করিতেন, তিনি প্রায়ই তাহার প্রধান অংশ অভিনয় করিতেন। এইরূপ উপায়ে তিনি স্বীয় সহসৈনিকদিগের প্রিয়পাত্র হয়েন, এবং কিছুকাল এইরূপ আনন্দে অতীত হয়। কর্ণেল নিজে এক সময়ে যৌবনস্বভাবসুলভ উন্মত্ততামূলক কাজ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের এই মদ্যপানসম্ভূত সামান্য সামান্য অপরাধ গুলির প্রতি দৃষ্টিদান করিতে যতদূর সম্ভব ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু কয়েকবর্ষ না যাইতে যাইতে হঠাৎ সেই সেনাদলের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সেনাদলের চরিত্র সম্বন্ধে জনরবে কিছু অবগত হইয়া, সম্রাট নিকোলাস, জার্ম্মাণজাতীয় কঠোররূপে নিয়মরক্ষক একজনকে এই সেনাদলের কর্ণেল-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে, তিনি এই সেনাদলকে যেন অবিকল কলের পুতুলের মত আজ্ঞাবাহকরূপে চালাইতে অভিলাষী হয়েন। সেই পরিবর্ত্তন কিন্তু ডিমিট্রি ইভানিচের স্বভাব এবং মনোভাবের উপযুক্ত বোধ হইল না। এই নবীন শাসনাধীনে তিনি যেন পেশিত হইতে লাগিলেন। শেষ তিনি লেপ্টেনেন্ট পদ প্রাপ্ত হইবা মাত্রই সেনাদল ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এবং সেই সূত্রে তিনি দুইশতদাসপূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। তিনি তাঁহার জেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় বিবাহ করিয়া, "স্ত্রৈবৎ" হইয়া যান নাই বটে, কিন্তু তদ-

পেক্ষা জঘন্য হইয়া যান। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে—অতি প্রাচীনকালে (যে কালটী সম্প্রতি অতীত হইয়াছে মাত্র) বাস্তবিক রুষীয় জমীদারীগুলি প্রায় স্বাধীন রাজ্যের মতই ছিল—তিনি সর্ব্বময় হর্ত্তাকর্ত্তা পুরুষরূপে একাধিপত্য করিতেন এবং গণ্ডগোলপূর্ণ আমোদানুষ্ঠান, মৃগয়া, এবং মদ্যপান ও লাম্পট্যবৃত্তি ভয়ানকরূপে পরিবর্দ্ধিত করেন। তিনি যে সকল উন্মত্ততাজনক খেয়ালী কাজ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই প্রবাদবাক্যরূপে রক্ষিত হইবে, কিন্তু সেগুলি এখানে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত নহে।

ডিমিট্রি ইভানিচ এখন মধ্যবয়স্ক, কিন্তু এখনও তিনি সেই উদ্ধত এবং লাম্পট্য-জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাসবাটীখানি, নিতান্ত জঘন্যভাবে রক্ষিত এবং নিন্দিত সরাইয়ের অনুরূপ। ঘরের মেজেগুলি জঞ্জালপূর্ণ, আসবাবগুলি ছিন্ন ভিন্ন এবং ভগ্ন, চাকরগুলা অলস, কদাকার, ছিন্নপরিচ্ছদধারী। সকল জাতীয় সকল আকারের কুকুরগুলা সকল ঘরেই এবং বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়ায়। প্রভু স্বয়ং যখন নিদ্রা যান না, তখন ন্যূনাধিক পরিমাণে মদ্যপানে উন্মত্ত থাকেন। প্রায়ই তাঁহার নিকট তাঁহার সমচরিত্র দুই একজন করিয়া আমন্ত্রিত ব্যক্তি থাকে, এবং দিবারাত্রি কেবল মদ্যপান এবং তাসক্রীড়ায় অতিবাহিত করা হয়। যখন তিনি তাঁহার প্রিয় ইয়ারদিগকে নিকটে প্রাপ্ত না হয়েন, তখন তিনি নিকটস্থ দুই একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে ডাকাইয়া পাঠান। সেই ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ আইন-অনুসারে উচ্চবংশীয়রূপে গণ্য হইলেও তাঁহারা এত দরিদ্র যে, কৃষকদিগের সহিত তাঁহাদিগের অতি সামান্য মাত্র পার্থক্য দেখা যায়। যখন সে উপায় না থাকে, তখন তিনি বলপ্রকাশক উপায় অবলম্বন করেন, অর্থাৎ তিনি চাকরদিগকে আজ্ঞা দেন যে, তাহারা পথে যে পর্য্যটককে প্রথমে দেখিতে পাইবে, সে যে ব্যক্তিই হউক না কেন, তাহাকে সহজেই হউক বা অবস্থা বুঝিয়া বলপ্রকাশেই হউক, যেন ধরিয়া লইয়া আইসে। সেই পর্য্যটকগণের হয়ত দ্রুতগতি কোথাও যাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে, অথবা তাহারা সেরূপ অভদ্রতাজনক অপ্রার্থনীয় আতিথ্য স্বীকার করিতে নিশ্চিত অনিচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যতই কেন অনুনয়বিনয়, কারণপ্রদর্শন বা প্রতিবাদ করিতে থাকুক না, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। হয় তাহাদিগের টারাণ্টাস যানের একখানা চাকা খুলিয়া লওয়া হইবে, অথবা ঘোড়ার সাজের একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ খুলিয়া লওয়া হইবে। যদি সেই পর্য্যটকগণ পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করে। *

* সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই প্রথা আজকাল বিরল হইয়াছে; কিন্তু দূরবর্ত্তী জেলায় এখনও এরূপ করা হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমার এক বন্ধু এইরূপ ঘটনায় পড়িয়াছিলেন। তিনি যে লোককে কোনকালে দেখেন নাই, সেরূপ একটী লোক তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দুই দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভৃত্যদিগকে উৎকোচদান করিয়া, সেই অত্যাচারীর হস্ত হইতে উদ্ধারলাভ করেন।

যে সময়ে কৃষকেরা দাসরূপে ছিল, সে সময়ে সংসারিক দাসেরা এই যথেচ্ছাচারী উগ্রমূর্ত্তি প্রভুর যথেষ্ট অত্যাচার ভোগ করিত। তাহারা অবিশ্রান্ত গালাগালি খাইত এবং প্রায়ই মধ্যে মধ্যে শারীরিক দণ্ডও পাইত। এতদপেক্ষা আরও ভয়ানক দণ্ড পাইত, অর্থাৎ কোন নূতন লোককে ধরিয়া সেনাদলে গ্রহণকালে যেমন তাহার কপাল কামাইয়া দেওয়া হয়, উক্ত প্রভু সেইমত তাহাদিগকে সৈন্যদলে অর্পণ জন্য কপাল কামাইয়া দিবার ভয় দেখাইতেন এবং তাহারা এবং তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণ ভয়ানক ক্রন্দন এবং অনুনয়বিনয় করিলেও প্রভু মধ্যে মধ্যে সেই ভীতিপ্রদর্শনটী কার্য্যে পরিণত করিতেন, অথচ ইহাও বিচিত্র যে, সেই দাসদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনতা পাইবার পরও তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেছে এবং তাঁহার মহাজনগণ যতদিন না তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতেছেন অথবা যতদিন না তিনি পক্ষাঘাতরোগে মরিতেছেন, ততদিন বোধ হয়, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে না। ইহাদিগের দশা পরে কিরূপ ঘটিবে, তাহা বলা কঠিন, কারণ ইহাদিগের স্বভাব এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহারা আর কোন কাজ করিতে পারিবে না।

কৃষীয় ভূস্বামীগণের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য আমি অবশ্যই বলিব যে, ডিমিট্রি ইভানিচশ্রেণীর লোক এক্ষণে অতি কম এবং ইহাদিগের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। দাসত্বপ্রথা এবং সামাজিক অচলতায় (অর্থাৎ সমাজের যে অবস্থায় নৈতিক এবং বিধিসঙ্গত কোনপ্রকার নিষেধক ব্যবস্থা থাকে না, এবং সৎকার্য্যের উৎসাহমূলক কোনপ্রকার প্রলোভনও থাকে না) উক্তপ্রকার ফল স্বভাবতই ফলে।

উক্ত জেলার অন্যান্য ভূস্বামীদিগের মধ্যে নিকোলাই পিট্রোভিচ বি—একজন খ্যাত লোক। তিনি একজন বৃদ্ধ এবং জেনেরল উপাধিধারী সৈনিক। ইভান ইভানিচের ন্যায় ইনিও একজন প্রাচীনশ্রেণীর লোক ; কিন্তু দুই জনের মধ্যে সৌসাদৃশ্য অপেক্ষা অসৌসাদৃশ্যই অধিক। ইহাঁদিগের বাহ্যিক আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দ্বারাই উভয়ের স্বভাব চরিত্রের পার্থক্য দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, ইভান ইভানিচ স্থূলকায়, মন্থরগতি, কাষ্ঠাসনে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে বা বিস্তৃত আলখাল্লার ন্যায় বেশ পরিয়া, বাটীর মধ্যে অবস্থান করিতে ভাল বাসেন। অন্যপক্ষে উক্ত জেনেরল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তিনি ক্ষীণকায় অথচ সজীব, এবং বলিষ্ঠ, প্রায়ই দৃঢ়রূপে আবদ্ধ সামরিক অঙ্গরাখা ব্যবহার করেন, এবং দৃষ্টি অতীব কঠোর, বিশেষতঃ জুতাবুরুষের অনুরূপ দাড়ী, সেই দৃষ্টিকে আরও কঠোর করিয়া দিতেছে। যখন তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া, মেজের দিকে দৃষ্টি দিয়া, গৃহ মধ্যে বেড়াইতে থাকেন, তখন তিনি যেন দৈর্ঘ্যপ্রস্থতার পরিমাণ করিতেছেন এমত বোধ হয়, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানেন, তাঁহারা বিদিত আছেন যে, সেটা কেবল বিভ্রমমাত্র এবং তিনি কতকটা এ রোগের ভুক্তভোগী। কোন একটা গভীর চিন্তা অথবা একমনে কোন একটা শিক্ষাজ্ঞানসম্বন্ধীয় কল্পনা করিতে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ। যদিও তাঁহার দৃষ্টি নিতান্ত কঠোর, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি উগ্র নহেন। তিনি

যদি সমস্ত জীবনটা পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে, তিনি ইভান ইভানিচের ন্যায় সংস্বভাবযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সেই আলস্যপ্রিয় ব্যক্তির ন্যায় ছিলেন না, সুতরাং সেনাদলে পদোন্নতিলাভের আকাঙ্খা করিতেন। সম্রাট নিকোলাস সামরিক কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে যে কঠোর স্বভাব নিতান্ত অপরিহার্য্য জ্ঞান করেন, তিনি সেই কঠোর স্বভাবাবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন। সামরিক পরিচ্ছদের একাংশস্বরূপ যে রীতিনীতি তিনি অবলম্বন করেন, তাহা স্বীয় বলে তাঁহার স্বভাবের একাংশরূপে পরিণত হয়, এবং যখন তাঁহার বয়স ৩০ বর্ষ, তখন সেই উগ্র সম্রাট, যেরূপ সেনানায়ককে মনের মত জ্ঞান করিতেন, তিনি সেইমত সেনানায়ক হয়েন, অর্থাৎ নীতিরক্ষা-কার্য্যে বিশেষ কঠোর, এবং নিয়ম পালন করাইতে নিতান্ত মনোযোগী হয়েন, এবং সৈন্যদলকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষাদান এবং অন্যান সামরিক কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দান করিতে থাকেন। এমতে তিনি স্বীয়গুণে উন্নতিলাভ করিলে, তাঁহার প্রথম আশা পূর্ণ হয়, অর্থাৎ জেনেরল পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি উক্ত পদ প্রাপ্ত হইবার পরেই সেনাদল ত্যাগ করিয়া, স্বীয় জমীদারীতে বাস করিতে মনন করেন। অনেকগুলি কারণে তিনি এরূপ করিতে চাহেন। তখনই তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বর্ষ হইয়াছিল, সুতরাং আর অধিক পদোন্নতির আশা ছিল না। তিনি বহুদিন হইতে যে, "মহামহিমবর" উপাধি পাইবার আশা করিয়াছিলেন, সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল, এবং যখন তিনি সামরিক অঙ্গরাখা পরিধান করিতেন, তখন তাঁহার বক্ষস্থল, পদকাদির দ্বারা পরিশোভিত হইত। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার জমীদারীর আয় কমিয়া আসিতেছিল, এবং প্রকাশ পায় যে, তাঁহার বনের উৎকৃষ্ট বৃক্ষগুলি দ্রুতগতি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। তাঁহার স্ত্রী পল্লীগ্রাম ভাল বাসিতেন না। মস্কাউ বা সেণ্ট পিটার্সবর্গে চিরস্থায়ীরূপে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের সামান্য আয়ে একটা প্রধান নগরে পদোপযুক্ত সসম্ভ্রমে বাস করা কঠিন।

জেনেরল আপনার জমীদারীর মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন এবং রীতিমত কৃষিকার্য্য করিতে মনন করেন; কিন্তু তিনি অচিরেই জানিতে পারেন যে, একটা সেনাদলের প্রধান অধিনায়কের কাজ অপেক্ষা এই নূতন কাজটী বড়ই কঠিন। তিনি অনেক দিন হইতেই একজন নায়েবের উপর স্বীয় জমীদারীর সমস্ত কার্য্যভার দিয়াছেন। সেই কর্ম্মচারী পূর্ব্বে তাঁহার অধীনে একজন দাস ছিল। এক্ষণে উপযুক্ত শাসনে জমীদারী চলিতেছে, তিনি কেবল ইহাই কল্পনা করিয়া তুষ্ট রহিয়াছেন। যদিও তিনি অনেক কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি নিজের সজীবতা দেখাইবার অতি অল্প উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র দেখেন, এবং ইভান ইভানিচ যেরূপ উপায়ে দিনাতিপাত করেন, তিনিও অবিকল সেইমত দিন কাটাইয়া থাকেন, তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইনি সুযোগ পাইলেই তাসক্রীড়া করেন, এবং "রুকি-ইনভ্যালিড"

নামক রাজকীয় সামরিক পত্র নিয়মিত পাঠ করেন। ইনি উক্ত পত্রের নূতন সংখ্যা পাইবামাত্র উপবিষ্ট হইয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়েন। উক্ত পত্রের যে অংশে পদোন্নতি, পদত্যাগ এবং যোগ্যতা ও পদাগ্রতার জন্য সম্রাট কর্ত্তৃক পুরস্কারদানের কথা লিখিত থাকে, সেই অংশ-টাই তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যখন তাঁহার কোন প্রাচীন সহ-যোগী, মহামান্য সম্রাটের একজন পারিষদ হইয়াছেন, এমত সংবাদ পাঠ করেন, তখন তিনি কিছু অতিরিক্ত বিরাগ প্রকাশ করেন এবং সেনাদল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি যদি ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করি-তেন, তাহা হইলে তাঁহারও এই প্রকার শুভাদৃষ্ট হইতে পারিত, তাঁহার হৃদয়ে এই কল্পনা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়, এবং সে দিনের অবশিষ্ট সময়টী তিনি কিছু অতিরিক্ত মৌনীরূপে অতিবাহিত করেন। তাঁহার স্ত্রী এই পরিবর্ত্তন বেশ দেখিতে পান এবং এরূপ হইবার কারণও জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধি থাকায়, তিনি পতির নিকট এবিষয়ের কোন উল্লেখ করেন না।

উক্ত রমণীর নাম আনা আলেকজাণ্ড্রোভনা; তিনি প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্কা প্রফুল্লা মহিলা। ইভান ইভানিচের স্ত্রীর সহিত তাঁহার আদৌ সাদৃশ্য হয় না, তিনি বহুদিন হইতে বহুল সামরিক সমাজের নানা অনুষ্ঠানে—ভোজসভা, নৃত্যসভা, তাসক্রীড়া, পাদবিহার প্রভৃতিতে অভ্যস্ত এবং দুর্গা জীবনের অন্যান্য সকল আমো-দেও তিনি পরিচিতা। কিন্তু সংসারের কাজকর্ম্মে তাঁহার বড় একটা দৃষ্টি নাই। রন্ধন বিষয়ে তাহার জ্ঞান অতি সামান্য, এবং কিরূপে আচার, নালিভকা, এবং অন্যান্য উপাদেয় খাদ্য বাটীতে প্রস্তত করিতে হয়, তাহার কিছুই জানেন না, কিন্তু মেরিয়া পেট্রভনা, যিনি এসকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া সর্ব্ব-জনমধ্যে বিদিতা, তিনি ইহাকে কতকগুলি উৎকৃষ্ঠ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তত করিবার শিক্ষা দিতেও চাহিয়াছিলেন। এক কথায় সংসারের কাজকর্ম্ম তাঁহার পক্ষে ভার বোধ হয়, এবং যতদূর সম্ভব, তিনি প্রধানা পরিচারিকার উপরই ভার দিয়া থাকেন। তাঁহার ছোট ছোট ছেলেগুলিকেও তিনি এইমত ভার বোধ করিয়া, তাহাদিগের পালনভার ধাত্রী এবং তত্বাবধায়িকার উপর ন্যস্ত করিয়া-ছেন। প্রধানতঃ তিনি পল্লীজীবন বড়ই কষ্টজনক বোধ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবটী ধীর এবং শান্ত (সে শান্ত ভাবটীর শারীরিক স্থূলতার সহিত কতটা সম্বন্ধ আছে, এমত বোধ হয়) থাকায়, তিনি বিনা অনুযোগে সেই কষ্ট সহ্য করেন, এবং সেই অনিবার্য্য একঘেয়ে অবস্থাজনিত কষ্ট কতকপরিমাণে হ্রাস করিবার জন্য প্রতিবাসিনীগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রতিসাক্ষাৎ দান করিতে থাকেন। দশক্রোশের মধ্যবর্ত্তী প্রতিবাসীগণের মধ্যে কয়েকটী ব্যতীত আর সকলেই ইভান ইভানিচ এবং মেরিয়া পেট্রভনার ন্যায়। তাহাদিগের আচার ব্যবহার এবং ধারণা সম্পূর্ণ গ্রাম্য; কিন্তু সম্পূর্ণ একাকী অবস্থান অপেক্ষা তাহাদিগের সহিত আলাপ

গল্প করা অনেকটা ভাল এবং তাহাদিগের অন্ততঃ এই একটী গুণ আছে যে, তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া তাসখেলা করিতে অভিলাষী এবং করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত আন্না আলেকজাণ্ড্রোভনা, আপনাকে তাহাদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধানা সম্ভ্রান্তা এবং পদস্থা মহিলা জ্ঞান করিয়া তুষ্টি অনুভব করেন এবং পছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার মতই যে, অবিবাদনীয়রূপে গ্রাহ্য হয়, তাহা বলা বাহুল্য; এবং যে সকল লোক তাঁহাকে "মহিমান্বিতা" বলিয়া সম্ভাষণ করে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ সুভাব প্রকাশ করেন।

জেনেরল এবং তাঁহার ভার্য্যার "নামকরণ" দিনে অর্থাৎ সেন্ট নিকোলাস এবং সেন্ট আন্নার পর্ব্বদিবসে বাটীতে প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। এই দুই দিনে ইহাঁদের দুইজনকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সমগ্র প্রতিবাসী ইহাঁদিগের বাটীতে আগমন করেন এবং ভোজনও করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নভোজের পর বৃদ্ধগণ তাস-ক্রীড়া করিতে থাকেন এবং যুবক যুবতীরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। যে বৎসর জ্যেষ্ঠপুত্রটী, দুই একজন সহযোগীকে লইয়া বাটী আসিয়া, এই উৎসবে যোগ দান করিতে পারেন, সেবৎসর এই উৎসব অধিক সফল হয়। তিনি কয়েক বর্ষ হইল সেনাদলে অবস্থান করিতেছেন, এবং স্বীয় পিতার ন্যায় জেনেরল-পদ পাইবার পথে উপনীত হইয়াছেন। * তাঁহার এক সহসৈনিক, দ্বিতীয়া কন্যা সুকেশা মলিনবদনা যুবতী ওলগা নিকোলাভনার পাণিগ্রহণ করিবেন, এমত কথা হইতে-ছিল। কন্যাটী এতদূর অলস, যেন একেবারেই অকর্ম্মণ্যা হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা দেশের উপকার সাধন করিয়াছেন বলিয়া প্রশংসার পাত্র, তাঁহাদিগের কন্যা-গণের শিক্ষার জন্য সংস্থাপিত বিরাট বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটী বিদ্যালয়ে তিনি এবং তাঁহারই স্বভাবতুল্যা যুবতী জ্যেষ্ঠা ভগ্নিটী, অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিয়া-ছেন। এক্ষণে তাঁহারা শিক্ষা সমাধা করিয়া, বাটীতে অবস্থানসূত্রে "সভ্য" সমাজের অভাবজনিত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং গীতবাদ্য, সূচিকার্য্য, এবং সরল গ্রন্থ পাঠে সময়াতিবাহিত করিতেছেন।

উক্ত "নামকরণ"-উৎসবস্থলে প্রাচীনশ্রেণীর কতকগুলি আদর্শ লোককে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আমন্ত্রিতগণের মধ্যে একটী স্থূলাকার দীর্ঘকায় বৃদ্ধ পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্যমান; পরিধান একটী পুরাতন কুর্ত্তি, তাহাও আবার কোম-রের নিকট আসিয়া কোঁকড়াইয়া গিয়াছে। ঝাঁকড়া ভ্রূযুগল তাঁহার মিটমিটে ছোট ছোট চক্ষু দুটীকে প্রায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এবং তাঁহার প্রকাণ্ড গোঁপদাড়ী, বিস্তৃত বদনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কেশগুলি এত ছোটছোটরূপে কর্ত্তিত যে, যদি সেগুলি বড় হইত, তাহা হইলে, তাহার বর্ণ কিরূপ হইতে পারিত, তাহা বলা

* অন্যান্যদেশ অপেক্ষা রুষীয়ায় জেনেরল-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কয়েক বর্ষ অতীত হইল, মস্কাউর এক বৃদ্ধা রমণীর দশটী পুত্র ছিল, এবং তাঁহারা দশজনেই জেনেরল হইয়াছিলেন! এই উপাধিটী দেওয়ানী এবং সামরিক উভয় বিভাগেই পাওয়া যায়।

কঠিন। "জাকুসকা" অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজনের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেকের জন্য যে জলযোগ করা হয়, তিনি ঠিক সেই জলযোগের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে টারাণ্টাস আরোহনে আসিয়া থাকেন, আমন্ত্রণকারী গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনীকে বিকটস্বরে সম্বর্দ্ধনা এবং পরিচিতগণকে একাক্ষরী শব্দে অভিবাদ করেন, আকণ্ঠ ভোজন করেন, এবং তৎপরেই তাস খেলিতে বসেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন, ততক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় না। কিন্তু লোকেরা এই আওেুই ভাসিলিচের সহিত খেলিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ এব্যক্তি সকলের প্রিয় নহেন, এবং খেলার বাজীতে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে এব্যক্তি সততই চেষ্টা করেন।

আওেুই ভাসিলিচ, নিকটবর্ত্তী সর্ব্বত্র একজন পরিচিত লোক। তিনি স্থানীয় প্রবাদবাক্যাবলীচক্রের মূল ভিত্তি এবং প্রকাশ যে, দুরন্ত বালকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য ধাত্রীগণ তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া, সফল হইয়া থাকে। যদি কেহ একস—(X) জেলায় গমন করেন, তাহা হইলে আজিও তিনি একটী জীবিত রক্ত মাংসবিশিষ্ট প্রবাদমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে অগণিত গল্প প্রচলিত আছে, সেগুলি কতদূর সত্য, আমি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা ঠিক যে, সেই গল্পগুলা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। তিনি যৌবনকালে কিছুদিন সেনাদলে কাজ করিয়াছিলেন। নিয়ম ও রীতি পালন জন্য অধীনস্থদিগের উপর কঠোর ব্যবহারকারী সৈনিকগণের যে সময়ে পদোন্নতির বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, তিনি সেই সময়ে অধীনস্থ সৈনিকগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়েই হঠাৎ তাঁহার কর্ম্ম যায়। তিনি কোন এক বিষয়ে অপরাধ করায়, পদত্যাগ করিয়া, স্বীয় বাসগ্রামে আসিয়া, বাস করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। তিনি খ্রীষ্টানের পরিবর্ত্তে মুসলমানী ধরণে বাটীর কাজকর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা করেন, এবং তিনি সৈনিকদিগকে যেরূপে বেত্রাঘাত দণ্ডদান করিতেন, ভৃত্য এবং দাসগণের প্রতিও সেইমত দণ্ডদান করিয়া, তাহাদিগকে শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু সেই মুসলমানী ধরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। কোন দাসকৃষক কোন প্রকার অবাধ্যতার কাজ করিলেই, তাহাকে সেনাদলের মধ্যে চালান দেওয়া হইত, অথবা তাঁহার ইচ্ছানুসারে সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইত। * তাঁহার সেই অত্যাচার উৎপীড়নের জন্য অবশেষে তাঁহার দাসগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। একদা রাত্রিতে সকলে তাঁহার বাটী ঘিরিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়, কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমেই সেই

* যখন কোন অধিস্বামী তাঁহার দাসদিগের মধ্যে কাহাকেও অবাধ্য দেখিতেন, আইনমত তিনি বিনা বিচারে তাহাকে সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত করিতে পারিতেন, কিন্তু নির্ব্বাসনস্থলে পাঠাইবার ব্যয় তাঁহাকে দিতে হইত। সেরূপ নির্ব্বাসিত লোক, সাইবিরীয়ায় আসিলে, তাহাকে এক খণ্ড জমি দেওয়া হইত এবং সে স্বাধীন উপনিবেশীরূপে বাস করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা সেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, অন্য কোথাও যাইতে পারিত না।

জীবন্তে দহন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন, এবং যে সকল দাস উক্ত কাণ্ডে লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে অতীব গুরুতর দণ্ডদান করেন। যদিও উক্ত বিদ্রোহ একটা গুরুতর শিক্ষাস্বরূপ, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন চৈতন্য হয় না। যাহাতে দাসেরা আর সেরূপ না করিতে পারে, এমত সতর্কতাবলম্বন করিয়া, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে থাকেন। শেষ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাসগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার ক্ষমতা-প্রভুত্বও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পাভেল ট্রফিমিচ, সম্পূর্ণ ভিন্নধাতুর লোক. ইনিও জেনেরল এবং "জেনে-রলসার" * প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অভিনন্দন করিবার জন্য নিয়মিত আসিয়া থাকেন। প্রবাদরাক্ষসের কঠোর স্বভাবমূলক বিরস মূর্ত্তি দর্শনের পর এই ব্যক্তির কোমল, সুন্দর এবং সরল মূর্ত্তি দেখিলে অবশ্যই আনন্দ হয়। ইনি সকল জিনিসেরই উজ্জ্বল দিকটাই—যতক্ষণ না সেই উজ্জ্বলতার কতকটা তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে থাকেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আপনি সহজেই বলিবেন, "মূর্ত্তিখানি কেমন সুন্দর সরস এবং সাধুভাবজ্ঞাপক!" সেরূপ বলিতে ইচ্ছা হয় বটে; কিন্তু সেই মুখ দর্শন করিয়াই আপনি তাঁহার চরিত্র নির্ণয় বিষয়ে সতর্ক হইবেন। তিনি যে, একজন রসিক পুরুষ তাহার সন্দেহ নাই, কারণ অল্প লোকেই আমোদাহ্লাদ এবং রসাভাসের অবতারণা এবং সম্ভোগ করিতে পারে। সু বলিলে যদি সৎস্বভাব বুঝায়, তাহা হইলে, তিনি একজন সুলোক বটেন, কারণ তিনি কখনও ক্রোধ করেন না, এবং যদি কোন কষ্ট না হয়, তাহা হইলে তিনি সততই সদয় কার্য্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সাধু বলিতে গেলে, আরও কিছু গুণের প্রয়োজন। তাঁহার চরিত্রটী যে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তাহা নহে, কারণ তিনি জেলা আদালতের জজপদে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন, এবং তিনি যে শ্রেণীর আদালতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা সেই শ্রেণীর অন্যান্য আদালত অপেক্ষা বড় ভাল ছিল না। দশবর্ষ হইল সেই আদালতগুলি উঠিয়া গিয়াছে। সেই সকল আদালতের বিচারপতি-পদে থাকিয়া, সাধুতা রক্ষা করিতে হইলে, অতিরিক্ত নৈতিক বলের প্রয়োজন হইত। পাভেল ট্রফিমিচ, কেটোর ন্যায় ছিলেন না, কাজেই তিনি উৎকোচ প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। তিনি কোন কালেই আইন পড়েন নাই, এবং আইন সম্বন্ধে যে তাঁহার একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, এমত ভাণ করিতেন না। যে সকল লোক তাঁহার কথা মনোযোগের সহিত শুনিতেন, তিনি স্পষ্টই তাঁহাদিগের সমক্ষে বলিতেন যে, তিনি আইনের জটীল ধারাগুলি অপেক্ষা বাদী প্রতিবাদীদিগের কথাই অধিক বুঝেন। তাঁহার জমীদারীটী অতি ক্ষুদ্র ছিল, সেই জন্যই তিনি বিচারপতি-পদ ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। যদিও মূল বেতন নিতান্ত কম ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উপার্জ্জন যথেষ্ট হইত, কারণ তখনকার দিনে কোন বুদ্ধি-মান লোকেই রাজপুরুষদিগকে দক্ষিণা না দিয়া, মোকদ্দমা চালাইত না। বাদী

* জেনেরলের স্ত্রীমূর্ত্তি।

প্রতিবাদী উভয় পক্ষই সেক্রেটরিকে উৎকোচ দিতেন, কারণ সেক্রেটরি মোকদ্দমার ব্যবস্থা করিয়া, বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিতেন। সেক্রেটরি যে উৎকোচ পাইতেন, তাহার কতক অংশ উপরিতন প্রভুদিগের হস্তে দিতেন। পাভেল টুফিমিচ কিন্তু নিতান্ত জঘন্য বিচারপতি ছিলেন না। যে সকল লোক, বিধবা এবং অনাথদিগের নিকট হইতে অন্যায় অর্থ আদায় করিবার জন্য মামলা করিত, তিনি সেই সকল লোকদিগের হস্ত হইতে সেই বিধবা এবং অনাথদিগকে রক্ষা করিতেন। কোন বন্ধুর নামে যদি কেহ টাকার দাবীতে নালিস করিত, এবং সেই বন্ধু যদি গোপনে মোকদ্দমার কথা তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিতেন, তাহা হইলে, মোকদ্দমাকারী যত টাকা দিতেই চাউক না কেন, তিনি তাহা লইয়া, বন্ধুর বিরুদ্ধে অন্যায় রায় দিতেন না; কিন্তু যে স্থলে তিনি বাদী বা প্রতিবাদী কাহাকেই চিনিতেন না, বা মোকদ্দমার মূল তথ্য কিছুই জানিতেন না, সেস্থলে সেক্রেটরি যে রায় লিখিয়া দিতেন, তাহাতেই স্বাক্ষরপূর্ব্বক উৎকোচের অর্থ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি সেই উৎকোচ গ্রহণ কিছুমাত্র অন্যায় জ্ঞান করিত না। তিনি জানিতেন যে, সকল বিচারপতিই এইরূপ করেন, এবং তাঁহার সহযোগীদিগের অপেক্ষা ভাল হইবার ইচ্ছাও ছিল না।

যখন পাভেল টুফিমিচ, জেনেরলের বাটীতে বা অন্য কোন স্থানে তাসক্রীড়া করেন, তখন প্রায়ই একজন ক্ষুদ্রাকার কদর্য্য, কৃষ্ণচক্ষু, তাতারের ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট এবং পরিষ্কাররূপে ক্ষৌরীকৃত লোক, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে বসেন। তাঁহার নাম আলেক্সি পিট্রোভিচ টি—। বাস্তবিক তিনি তাতাররক্তধারী কি না, তাহা বলা অসম্ভব, কিন্তু তাঁহার দুই তিন পুরুষ অগ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহার পিতা এক সেনাদলের সামরিক অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন, এবং তিনি নিজে অল্পবয়সে একটী জেলার এক কার্য্যালয়ে কেরানীর কাজ করিতেন। সে সময়ে তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। তৎকালে যে যৎসামান্য বেতন পাইতেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টেই জীবন রক্ষা করিতেন, কিন্তু তিনি একজন চতুর এবং তিক্ষ্ণধী যুবক ছিলেন, সুতরাং তিনি শীঘ্রই জানিতে পারেন যে, একজন কেরাণীও নির্ব্বোধ সাধারণ লোকদিগের নিকট হইতে উৎকোচ সংগ্রহ করিবার উপায় পাইতে পারে। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সেই উপায়গুলি সার্থক করিয়া লইতেন, এবং অচিরেই তিনি সেই জেলার মধ্যে উৎকোচগ্রহণকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য লোক বলিয়া খ্যাত হয়েন। তিনি এত নিম্নপদের কর্ম্মচারী ছিলেন যে, তিনি যদি আর একটা কৌশলযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই ধনবান হইতে পারিতেন না। সেই উপায়াবলম্বন দ্বারা তিনি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েন। এক জন ক্ষুদ্র ভূস্বামী, স্বীয় এক মাত্র দুহিতাকে লইয়া, নগরে কিছুদিনের জন্য বাস করিতে আসিয়াছেন, তিনি একদা ইহা শুনিতে পাইয়া, যে সরাইয়ে উক্ত ভূস্বামী বাসা লইয়াছিলেন, তিনিও সেই সরাইয়ের একটী কক্ষে গিয়া বাসা করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ের পরেই তিনি সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যু সময়

নিকটবর্ত্তী জানিয়া, একজন পাদরীকে ডাকাইয়া, তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে একখানি চরম ইচ্ছাপত্র প্রস্তুত করিয়া যাইতে চাহেন। সেই চরম ইচ্ছাপত্রে তিনি তাঁহার সমস্ত আত্মীয় ব্যক্তিকে বহুল অর্থ দান এবং অবশিষ্ট প্রচুর অর্থ গ্রাম্য ভজনালয়ের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি যতদিন না মরিতেছেন, ততদিন এই ইচ্ছাপত্রের কথা সংগোপনে রাখিতে হইবে, তিনি এমত বিশেষ অনুরোধও করিলেন। পরে উক্ত বৃদ্ধ ভূস্বামী এবং তাঁহার কন্যাটীকে সেই চরম ইচ্ছাপত্রে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর জন্য আহ্বান করা হইল। এই সকল কার্য্য শেষ হইয়া যাইল বটে, কিন্তু তিনি মরিলেন না, বরং শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন, এবং শেষ যে বৃদ্ধ ভূস্বামীর নিকট তাঁহার এই গুপ্ত ধনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যাহাতে তাহার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন, এমত প্রস্তাব করিয়া, শেষ সফল হইলেন। সেরূপ ধনবান ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে কন্যা কোন আপত্তি করিল না, সুতরাং যথানিয়মে বিবাহ হইয়া যাইল। ইহার কিছুদিন পরেই পিতার মৃত্যু হইল, (আলেক্‌সি পিট্রোভিচ যে, বিষম চাতুরী করিয়াছিলেন, তাহা তিনি মরিবার পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, এমত আশা করা হয়) সুতরাং আলেক্‌সি পিট্রোভিচ, সেই ছোটখাট অথচ উত্তম জমিদারীর অধিকারী হইলেন। এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বীয় অভ্যাসটা পরিবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে তিনি সকল বিষয়েই সততার সহিত কাজ করেন। তিনি এখন শতকরা ১০_ টাকা হইতে ১৫_ টাকা সুদে টাকা ধার দেন বটে, কিন্তু এদেশের এ অঞ্চলে এরূপ সুদ অধিক বিবেচিত হয় না, এবং সকলেই স্বীকার করে যে, তিনি ঋণীদিগের উপর অন্যায় কাঠিন্য প্রদর্শন করেন না। নির্ব্বাচনমূলক স্থানীয় শাসনকার্য্যে তিনি বিশেষ অংশের অভিনয় করেন। যদিও তিনি জেমসভো সমিতিতে প্রায় বক্তৃতা করেন না, কিন্তু সমিতি তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকার পায়, এবং তিনি প্রায়ই সহজ জ্ঞান এবং প্রবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রকাশসূত্রে যশঃ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

জেনেরলের ন্যায় একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এরূপ নিতান্ত জঘন্য পাঁচ রকমের লোককে আপনার বাটীতে আহ্বান করেন, ইহা দেখিতে বিচিত্র বটে, কিন্তু এবিষয়ে তিনি একাকী অপরাধী নহেন। যে সকল লোক নিতান্ত দূষণীয় অসাধুতামূলক অপরাধে অপরাধী, সে সকল লোককে রুষীয়ার উচ্চ সমাজ মধ্যে বিরাজ করিতে দেখা যায় এবং যে সকল লোক সাধু এবং সম্মানিত, তাঁহারাও সেই সকল লোকের সহিত বন্ধুতা করিয়া থাকেন, আমরা এমতও দেখিতে পাই। অনেকগুলি কারণের ফলস্বরূপ এই নৈতিক ক্ষীণতা বা সামাজিক অশাসনতা বা যাহাই বলা হউক, হইয়াছে। কতকগুলি সমচলিত প্রাবল্যের দ্বারাই উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তদিগের নৈতিক গুণ হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে যখন উচ্চবংশীয়গণ আপনাদিগের জমীদারীতে বাস করিতেন, তখন যথেচ্ছাচারীর ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি-

তেন, এবং তিনি আইনসঙ্গত বা বেআইনী যে কোন কাজ করিলে, আইন বা নীতির দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন বাধা পাইতেন না। আমি কখনই এমন বলি না যে, সমস্ত ভূস্বামীই আপনাদিগের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিতেন, কিন্তু আমি ইহা বলিতে সাহস করি যে, এমন কোনশ্রেণীর লোকই নাই, যাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের উপর এরূপ অপর্য্যাপ্ত যথেচ্ছাচার-ক্ষমতা চালনা করিতে গিয়া, সেইসূত্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে নৈতিকবলভ্রষ্ট হইয়া যান না। উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ যখন রাজসরকারে কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন কিন্তু সেরূপে যথেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না, বরং তাঁহাদিগের অবস্থা তখন উক্ত দাস কৃষকদিগের মতই ছিল, কিন্তু তাঁহারা উৎকোচগ্রহণাদিতে লিপ্ত থাকায়, তাঁহাদিগের নৈতিক নির্ম্মলতা এবং ন্যায়পরতা সংগ্রহের কোন সুবিধা হইত না। যে সকল লোক উক্ত প্রচলিত দোষাক্রান্ত হইত, কোন রাজপুরুষ যদি তাহার সহিত আলাপ সদ্ভাব রাখিতে অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই একঘরে হইয়া পড়িতেন, এবং আধুনিক ডন কুইক্সোটরূপে উপহসিত হইতে থাকিতেন। ইহার উপর আবার সকলশ্রেণীর রুষীয় লোকদিগের হৃদয়ে সদয় ভাব এবং কাহারও অনিষ্ট না করিবার ইচ্ছা এরূপ আছে যে, তাহারা নিজের কোন অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করার সহিত সাধারণ অপরাধীকে ক্ষমা করার মধ্যে যে প্রভেদটুকু আছে, তাহা বুঝিতে পারে না। যদি আমরা এই কথাগুলি স্মরণ করি, তাহা হইলে, শাসন-বিশৃঙ্খলতা এবং দাসত্বপ্রথা যে সময়ে প্রচলিত ছিল, সে সময়ে যে কোন লোক নিতান্ত অন্যায় অপরাধে অপরাধী হইলেও সমাজ কর্ত্তৃক কেন পরিত্যক্ত হইত না, তাহা বুঝিতে পারি।

বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনের প্রারম্ভে যে সময়ে দাসত্বপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইতেছিল, এবং শাসনবিভাগের আমূল সংশোধন হইতেছিল, সেই সময়ে হটাৎ একটা প্রবল সাধারণ মতবাদ আসিয়া দেখা দেয়। তখন সমাজ কিছুদিনের জন্য তৎকালীন প্রচলিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ প্রভৃতি অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়-সঙ্গত গোলমাল উপস্থিত করিয়া দেয়, এবং নিতান্ত গুরুতর অপরাধীদিগকে কঠিন দণ্ড দিতে থাকে। সেই সাধারণ মতবাদের বিষম ক্রোধোত্থানের ফল এখনও চলিতেছে, কারণ ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল অপরাধের প্রতি কেহই দৃষ্টি দিত না, এক্ষণে সেরূপ অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ মতবাদ প্রবল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু নৈতিক বৃত্তির গভীরতাটা আর নাই, এবং এক্ষণে এরূপ অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা দিতেছে যে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পুনরায় সেই অমনোযোগিতা যেন প্রত্যাগমন করিতেছে, যিনি অতীত ইতিহাস এবং রুষীয় লোকদিগের চরিত্র সম্বন্ধে বিদিত আছেন, তিনি একথা সহজেই বলিতে পারেন। রুষীয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বটে, কিন্তু আমরা যেরূপ সরলভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত, রুষীয়া তৎপরিবর্ত্তে কতিপয় পরস্পরসম্বন্ধহীন উন্মত্তামূলক চেষ্টার সহিত অগ্রসর হইতেছে, সুতরাং স্বভাবতই প্রত্যেক চেষ্টার পর ক্ষণস্থায়ী অবসন্নতা আসিয়া দেখা দিতেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আধুনিকশ্রেণীর ভূস্বামীগণ।

একজন রুষীয় অল্পবিদ্যা—তাঁহার বাটী—কৃষিকার্য্যের এবং দাসদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনের বিফল চেষ্টা—একটী তুলনা—একজন "উদারনীত্যবলম্বী" রাজপুরুষ—উন্নতিসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা—একজন জষ্টিস অব দি পিস—রুষীয় সাহিত্য, রাজপুরুষগণ এবং অল্পবিদ্যগণ সম্বন্ধে তাঁহার মত—তাঁহার অনুমিত এবং প্রকৃত চরিত্র—একজন নিতান্ত উদার-মতাবলম্বী—বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগ—শাসননীতি প্রয়োগ—রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশসাধনসম্বন্ধে রুষীয়ার যোগ্যতা—গ্রাম্যবাটীতে একজন রাজ-পারিষদের অবস্থান।

যে জেলাতে নিকোলাই বাস করেন, তথাকার অধিবাসী ভূস্বামীগণের মধ্যে অধিকাংশই প্রচীনশ্রেণীর লোক এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও ধারণা সম্পূর্ণ গ্রাম্য, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এখানে দুই একটী আধুনিকশ্রেণীর ভূস্বামী আছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ভিক্টর অলেকজাণ্ড্রিচ এল—একজন সর্ব্বপ্রধান রূপে দীপ্যমান। আমরা তাঁহার বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেই জানিতে পারি যে, তাহার অধিকাংশ প্রতিবাসীর সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য হয় না। তোরণ-দ্বার রঞ্জিত, এবং সহজেই সেই দ্বার উদ্ঘাটন করা যায়। বেষ্টনীগুলি উত্তমরূপে সংস্কৃত, সম্মুখের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত যে সরু পথটী গিয়াছে, তাহা উত্তমরূপে রক্ষিত, এবং উদ্যানের প্রতি দৃষ্টিদান করিবা মাত্রই আমরা জানিতে পারি যে, ফলমূলের অপেক্ষা পুষ্পগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। বাটীখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত কিন্তু বৃহৎ নহে, কিন্তু কৃত্রিম ডোরীয় প্রণালীতে গঠিত কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ বারান্দা, বাটীর সম্মুখভাগের চারি অংশের তিন অংশে বিরাজ করায়, বাটীর কতকটা গঠন-সৌন্দর্য্য আছে। বাটীর ভিতরে আমরা সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাবল্য দেখিতে পাই। ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ কিন্তু ইভান ইভানিচ অপেক্ষা কোনমতেই ধনী নহেন, কিন্তু তাঁহার ঘরগুলি অধিক বিলাসিতার সহিত সজ্জিত। আসবাবগুলি যেমন হালকা, সেইমত সমধিক স্বাচ্ছন্দ্যজনক এবং আরও উত্তমরূপে রক্ষিত। উপবেশনকক্ষটী, যৎসামান্যরূপে সজ্জিত এবং তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র গৎবাদাকারী প্রাচীন ধরণের একটা অর্গানবাদ্যের পরিবর্ত্তে একটী সুন্দররূপে সজ্জিত বৈঠকখানা-রূপে দেখিতে পাই। অতীব বিখ্যাত নির্ম্মাণকারীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী পিয়ানো বাদ্য-যন্ত্র, এবং বিদেশজাত বহুলদ্রব্য, তন্মধ্যে একটী বৃহৎ টেবেল এবং দুইখণ্ড অকৃত্রিম প্রাচীন ওয়েজউড দেখিতে পাই। ভৃত্যগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং য়ুরোপীয় বেশধৃত। প্রভুর মূর্ত্তিও সম্পূর্ণ অন্যবিধ, তিনি বেশভূষার প্রতি বিশেষ মনো-

যোগ দেন। কেবল প্রত্যুষেই আলখাল্লার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এবং দিবসের অবশিষ্টাংশে সাময়িক পদন্দমত অঙ্গরাখা ব্যবহার করেন। তাঁহার পিতামহ তুরস্কদেশীয় তাম্রকূট-ধূমপান জন্য যে নলটীকে ভাল বাসিতেন, সেটীর প্রতি তিনি বড়ই ঘৃণা করেন, কেবল মধ্যে মধ্য চুরুটের ধূমপান করেন মাত্র। স্ত্রী এবং কন্যাদিগের সহিত তিনি সর্ব্বদাই ফরাষীভাষায় কথা কহেন, এবং ফরাষী বা ইংরাজি নামে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। বাটীর যে অংশে প্রাচীন প্রণালীর সহিত আধুনিক প্রণালীর বিশেষ বৈলক্ষণ্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেটী বাটীর কর্ত্তার উপবেশন-কক্ষ। ইভান ইভানিচের উপবেশন-কক্ষের আসবাবের মধ্যে কেবল এক খানি বড় সোফা (যাহা শয্যারূপেও ব্যবহৃত হয়), কয়েকখানি ডিলকাষ্ঠের কেদারা, তাম্রকূট-ধূমপানের অনেকগুলা নল, একটা অপরিপাটী টেবেল, তাহার উপর সাধারণো কেবল তৈলাক্ত কাগজপত্রের একটা তাড়া, একটা ভাঙ্গা কালীর বোতল, একটা কলম, এবং একখানা পাঁজি দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচের শিক্ষাকক্ষ বা উপবেশন ঘরের মূর্ত্তিটী কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ঘরটী ছোট বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যজনক এবং সুন্দর। ঘরের প্রধান প্রধান জিনিসের মধ্যে একটী পুস্তকালয়ের টেবেল, দোয়াত, কাগজচাপা, কাগজকর্ত্তক, এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিস এবং ঘরের অন্য কোণে একটী পুস্তকপূর্ণ আলমারী। গ্রন্থগুলির সঙ্কলনও প্রশংসনীয়—সংখ্যায় অধিক বা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নহে, নানা প্রকার বিষয়ক বলিয়াই প্রশংসনীয়। ইতিহাস, শিল্প, উপন্যাস, নাটক, বার্ত্তাশাস্ত্র, এবং কৃষিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি সমপরিমিতরূপেই রক্ষিত। কতকগুলি রুষীয় ভাষায় লিখিত, অপরগুলি জার্ম্মাণ ভাষায়, অনেকগুলি ফরাসী ভাষায়, এবং কয়েকখানি ইটালীয় ভাষায় লিখিত। এই সংগৃহীত গ্রন্থগুলি বাটীর কর্ত্তার অতীত জীবনের এবং বর্ত্তমান কার্য্যের পরিচয় দিতেছে।

ভিক্টর আলকজাণ্ড্রিচের পিতা একজন ভূস্বামী ছিলেন। তিনি দেওয়ানী শাসনবিভাগে বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া, পুত্রও যাহাতে সেই বিভাগে কাজ করেন, এমত অভিলাষী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্টরকে প্রথমে বাটীতে বিশেষ যত্নের সহিত লেখাপড়া শিখান, এবং শেষ মস্কাউর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইলে, তথায় তিনি চারিবর্ষকাল আইন শিক্ষা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগেরপর তিনি সেণ্ট পিটার্স বর্গে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রির কার্য্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন, কিন্তু রাজপুরুষজীবনের সেই একঘেয়ে কাজ তাঁহার মনোমত বোধ হয় না, সুতরাং অচিরেই তিনি পদত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী হইলে, তিনি তথায় গমন করেন; এবং রাজকীয় মন্তব্য ও বিজ্ঞাপনী প্রভৃতি লেখা অপেক্ষা তথায় অনেকপ্রকার মনোমত কাজ করিতে পাইবেন, এমত আশা করেন।

মস্কাউ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তিনি বিখ্যাত গ্রাণফস্কির উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং নানা বিষয়ে অনেকটা অধ্যয়নও করিয়াছিলেন। সেই

শিক্ষাচর্চ্চার প্রধান ফলস্বরূপ তিনি অনেক সাধারণমূলসূত্র পরিজ্ঞাত হয়েন, কিন্তু সেগুলি বিশ্লেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারেন নাই, সুতরাং কেবল কতক পরিমিত অস্ফুট, উদার, পরোপকারসাধনমূলক আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি শিক্ষাজ্ঞানের সেই মূলধন লইয়া, পল্লীগ্রামে অবস্থানপূর্ব্বক সাধারণের উপকার সাধন করিতে অভিলাষী হয়েন। তিনি বসতিবাটীখানি সংস্কার এবং সজ্জিত করিয়া, স্বীয় জমিদারীর উন্নতিকল্পে মনোযোগী হয়েন। তিনি নানাবিধবিষয়ক গ্রন্থ পাঠকালে ইংরাজি এবং টস্কানীর কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই তিনি জানিতে পারেন যে, শিক্ষাজ্ঞান সহযোগে যদি কৃষিকার্য্য করা যায়, তাহা হইলে কতই না আশ্চর্য্যজনক ফল প্রদর্শন করাইতে পারা যায়। কেনই বা রুষীয়া, ইংলণ্ড এবং টাস্কানীর আদর্শের অনুকরণ করিবে না? উপযুক্ত পয়োনালা, প্রচুর সার, উত্তম লাঙ্গল, এবং কৃত্রিম ঘাস সৃষ্টির দ্বারা দশগুণাধিক পরিমিত শস্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে; এবং কলের কর্ষণযন্ত্র ব্যবহার প্রচলন করিলে, শ্রমজীবীর সংখ্যাও অনেক হ্রাস করা যাইতে পারে। অঙ্কেতে কসা যেমত সহজ, এগুলি তাঁহার পক্ষে ঠিক সেইমত সহজ বোধ হইল, এবং ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সঞ্চিত নগদ টাকা ব্যয় করিয়া, ইংলণ্ড হইতে নূতন প্রণালীর হল, মই প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনাইলেন।

উক্ত যন্ত্রগুলির উপস্থিতির দিনটী অনেক কাল পর্য্যন্ত লোকের মনে জাগরূক ছিল। কৃষকেরা আশ্চর্য্যভাবে মনোযোগের সহিত সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখে, কিন্তু কিছুই বলে না। যখন প্রভু এই নূতন যন্ত্রগুলির দ্বারা কিরূপ উপকার লাভ হইবে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন পর্য্যন্তও তাহারা কোন কথা কহে না। কেবলমাত্র একজন বৃদ্ধ, শস্য ঝাড়িবার কলটী দেখিয়া, লোকে শুনিতে পায়, এমত স্বরে অথচ যেন মনে মনে বলিল, "জার্ম্মাণগণ কি চালাক লোক!" * তাহাদিগের মত কি, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অস্ফুটরূপে উত্তর দেয় যে, "আমরা কেমন করিয়া জানিব? এগুলা এমনই হওয়া উচিৎ।" কিন্তু যখন তাহাদিগের প্রভু সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়া, তাঁহার স্ত্রী এবং ফরাষী তত্ত্বাবধায়িকার নিকট বলিতে লাগিলেন যে, কৃষকদিগের নিতান্ত আলস্য এবং রক্ষণশীলমতানুবর্ত্তিতাই রুসীয়ার উন্নতির প্রধান বাধা স্বরূপ, তখন সেই কৃষকেরা তাহাদিগের মত ব্যক্ত করে যে, "জার্ম্মাণদিগের পক্ষে এগুলি খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু এগুলির দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। আমাদের ছোট ছোট ঘোড়াগুলি কিরূপে এত বড় বড় লাঙ্গল এবং মই টানিবে? আর এটা"—শস্যঝাড়া যন্ত্র—"কোন কাজের নয়।" শেষ পরীক্ষা এবং চিন্তা দ্বারা এই প্রথম মন্তব্যটী প্রমাণিত হইয়া যায়, এবং

* রুষীয় কৃষকগণ, পাশ্চাত্য য়ুরোপের সকল অধিবাসীকেই "নিয়েমসি" বলিয়া মনে করে। শিক্ষিতদিগের ভাষায় ইহাকে কেবল জার্ম্মাণ কহে। বাকি সমস্ত লোককেই প্রাভোসলাভনিই (গোঁড়া গ্রীক), এবং বুস্যরমানী (মুসলমান) ও পোলিয়াকী (পোল) জ্ঞান করে।

শেষ সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে ধার্য্য হয় যে, এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির দ্বারা কোন উপকার লাভ হইবে না।

চাষারা যেরূপ মনে করিয়াছিল, শেষ ঠিক তাহাই দাঁড়াইল। লাঙ্গল এবং মইগুলি কৃষকদিগের ছোট ছোট ঘোড়াগুলির পক্ষে নিতান্ত ভারি বোধ হইতে লাগিল, এবং শস্যঝাড়া যন্ত্রটী প্রথমবার ব্যবহার করিবা মাত্রই ভাঙ্গিয়া যাইল! হালকা রকম যন্ত্র বা বড় ঘোটক ক্রয় করিবার জন্য নগদ টাকার অভাব ঘটে, এবং সেই শস্যঝাড়া কলটীর সংস্কার করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কারণ সেই স্থানের ৭৫ ক্রোশের মধ্যে একজনও ইঞ্জিনিয়ার ছিল না। উৎকৃষ্ট কর্ষণযন্ত্র দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিবার এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়, সুতরাং সেই নবক্রীত যন্ত্রগুলিকে শেষ একস্থলে ফেলিয়া রাখা হয়।

উক্ত ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন, এবং কৃষকদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অনুনরাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিন্দা করিতে থাকেন। অব্যর্থ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল, তাহা কতকটা সংঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার হিতকরী আকাঙ্খাগুলি কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সেই বিশ্বাস-ভঙ্গটা অনেক দিন স্থায়ী ছিল না। তাঁহার মনোভাব ধীরে ধীরে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল, এবং তিনি পুনরায় নবীন কল্পনার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্থব্যবহার সম্বন্ধীয় কতিপয় গ্রন্থ পাঠ দ্বারা তিনি জানিতে পারেন যে, গ্রাম্যমণ্ডলীর অধীনে যেভাবে ভূসম্পত্তি রক্ষিত হইতেছে, তাহার দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনেক বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং দাসত্বপ্রথা অপেক্ষা স্বাধীন শ্রমজীবির দ্বারা অধিক শস্য উৎপন্ন ও আয় হইতে পারে। রুষীয়ার কৃষকেরা কেনই বা এত দরিদ্র, এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তিনি সেই মূলসূত্রের আলোকেই তাহা জানিতে পারেন। গ্রাম্যমণ্ডলীর জমি পারিবারিক সংখ্যামত বিভক্ত করা কর্ত্তব্য, এবং দাসগণকে ভূস্বামীর জন্য বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, তাহারা নিজে চাষ করিবে এবং তজ্জন্য জমীদারকে বর্ষে বর্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট খাজানা দিবে, এমত ধার্য্য করা বিহিত। ইতিপূর্ব্বে তিনি যেমন ইংলণ্ডীয় কৃষিযন্ত্র দ্বারা নিশ্চিত উপকার লাভের সম্ভাবনা স্থির করিয়াছিলেন, এবিষয়েও তিনি সেইমত নিশ্চিত উপকার প্রাপ্তি স্থির করিয়া, নিজের জমিদারী মধ্যে সর্ব্বাদৌ এই প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে মনন করেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার দাসদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী এবং বুদ্ধিমানদিগকে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় প্রস্তাবটী বিবৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে যে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া যায়। চাষারা যে সরল সহজ চলিত ভাষায় কথা বুঝিতে পারে, তিনি চলিত সামান্য সামান্য বিষয়গুলিও সেই ভাষায় সেরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন না;

সুতরাং এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ের তিনি যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা তাঁহার অশিক্ষিত শ্রোতারা কিছুই বুঝিতে পারে না। তিনি অন্য এক সমাজে প্রায়ই যেরূপ ইটালীয় ও জার্ম্মাণসংগীতশাস্ত্রের মধ্যে কোনটীর উৎকর্ষতা অধিক, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, ইহাদিগের সমক্ষে সেই বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, যেমন ইহারা কিছুই বুঝিত না, এই বিষয়টীও সেইমত বুঝিতে পারিল না। তিনি পুনরায় বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, কতকটা সফল হয়েন। চাষারা শেষ বুঝিল যে, তিনি "মীর" বা গ্রাম্যমণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহেন, এবং তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে নির্দ্দিষ্টরূপে শ্রম না করাইয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট কর লইতে চাহেন। তাঁহার এই প্রস্তাবে কেহই সহানুভূতি প্রদর্শন করিল না দেখিয়া, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহারা যেমন আছে, সেই রকম থাকিতে ইচ্ছা করিলেও তাহারা শ্রম-বিনিময়ে কর দিতে অধিক আপত্তি জানাইল না; কিন্তু তিনি যে "মীর"কে বিধ্বস্ত করিতে চাহেন, এই কথাতেই সকলে বিস্মিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কোন বৈজ্ঞানিক উন্মাদ যদি কোন নাবিকের নিকট প্রস্তাব করে যে, দ্রুত গমন জন্য তরীর তলদেশে একটা ছিদ্র করিয়া দাও, তাহা হইলে সে সেই প্রস্তাবে যেমন বিস্মিত হয়, তাহারাও সেইমত হইল। যদিও তাহারা মুখে অধিক কিছু বলিল না, কিন্তু তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা এবিষয়ে প্রবলরূপে প্রতিবাদ করিতে থাকিবে, সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক কোন কাজ করিতে অভিলাষী না থাকায়, সে প্রস্তাবটী পরিত্যাগ করেন। এইরূপে তাঁহার সেই দ্বিতীয় হিতকরী কল্পনারূপ তরীখানিও জলমগ্ন হইয়া যায়। এইমত আরও অনেক প্রস্তাবও এই দশা প্রাপ্ত হয়, এবং ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ তখন বুঝিতে পারেন যে, এ জগতে শুভকাজ করা—বিশেষতঃ যাহাদিগের শুভসাধন করা হইবে, তাহারা যদি রুষীয় কৃষক হয়, তাহা হইলে তাহা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে প্রভুদিগের অপেক্ষা দাসদিগের দোষ কম। ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ এক জন নির্ব্বোধ লোক নহেন, বরং তিনি সাধারণ বুদ্ধিমান লোকদিগের অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান। কোন একটা নূতন কল্পনা গ্রহণ করিতে বা কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, সেই কল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা স্থির করিতে খুব কম লোকেই সমর্থ এবং খুব কম লোকেই প্রাজ্ঞতার সহিত নূতন মূল সূত্র লইয়া কাজ করিতে পারে। সংমিলিত তথ্যগুলি লইয়া কাজ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশাবলী এবং বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ দ্বারা তিনি যে, মূলসূত্রগুলি জানিতে পারেন, কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পক্ষে তাহা নিতান্ত অস্ফুট এবং অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়। তিনি মূল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক সবিস্তার বিবরণ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং যখন তিনি প্রকৃত জীবনের মুখমুখী হইয়া দণ্ডায়মান হয়েন, তখন, যে ছাত্র কেবলমাত্র অধীত পুস্তকে কলযন্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছে, তাহাকে

হঠাৎ একটা কারখানায় নিযুক্ত করিয়া, একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে বলিলে, সেই ছাত্র যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়, তিনিও সেইমত সেই অবস্থায় পতিত হয়েন। উভয়ের মধ্যে কেবল একটী বিষয়ে বিভিন্নতা আছে—আলেকজাণ্ড্রিচকে কেহ সেরূপ কোন কাজ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল না. তিনি আপন ইচ্ছা অনুসারে বাহ্যিক কোন আবশ্যক না থাকিলেও তিনি যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে জানিতেন না, সেই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়েন। প্রধানতঃ এই জন্যই চাষারা মনে মনে বিরক্ত হয়, এবং কেন তিনি এরূপ করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। তিনি যখন বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন, তখন কেন তিনি এই সকল নূতন কল্পনা লইয়া কষ্টভোগ করিতেছেন? তাঁহার কোন কোন প্রস্তাবে তাহারা জানিতে পারে যে, তিনি আয়বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী, কিন্তু অন্যান্য প্রস্তাবে সেরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখিতে পায় না। সে সকল বিষয় তিনি আপন খেয়ালমত করিতেছেন, তাহারা এমত বোধ করে এবং যে সকল ভূস্বামী আপনা-দিগের আমোদ-রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান করিতেন, তাহারা তাঁহার এই কার্য্যকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়।

দাসত্বপ্রথা দূর হইবার কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচের ন্যায় এমত অনেকগুলি ভূস্বামী ছিলেন, যাঁহারা দাসদিগের মঙ্গলসাধন করিতে অভিলাষী হয়েন বটে, কিন্তু কিরূপে তাহা করা যাইতে পারে, তাহা জানিতেন না। যখন দাসত্ব-প্রথা একেবারে তিরোহিত করিবার উদ্যোগ হয়, তখন সেই সকল লোকদিগের মধ্যে অনেকেই সেই কার্য্যে বিশেষ শ্রম করিয়া, স্বদেশের মহোপকার সাধন করেন। কিন্তু ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ অন্যপ্রকার কাজ করেন। প্রথমতঃ তিনি দাসদিগের মুক্তিদান প্রস্তাবে দৃঢ়রূপে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, এবং স্বাধীন শ্রমজীবীর উপ-কারিতা সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধও লিখেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজে যখন সেই প্রস্তাবটী স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, এবং সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণের অসম্মান করিয়াছেন, তিনি ইহা বলিয়া, প্রতিবাদীদিগের সহিত মিলিত হয়েন। দাসদিগের মুক্তিদানপত্রে সম্রাট স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বেই তিনি বিদেশে গমন পূর্ব্বক জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, এবং ইটালিতে তিনবর্ষকাল পর্য্যটন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের অনতিপরেই সেণ্ট পিটার্সবর্গস্থ একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের একটী শিক্ষিতা এবং সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন; এবং তদবধি তিনি স্বীয় গ্রাম্যবাটীতে বাস করিয়া আসিতেছেন।

ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ, একজন শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ লোক হইলেও প্রাচীন-শ্রেণীর লোকের ন্যায় প্রায়ই আলস্যে সময়াতিবাহিত করেন। তিনি কিছু বেলায় নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করেন, এবং গবাক্ষের নিকট বসিয়া, উঠানের প্রতি দৃষ্টি-দান না করিয়া, তিনি কোন গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র পাঠ করেন। দিবসের মধ্যভাগে এবং রাত্রি নয়টার সময় আহার না করিয়া, বেলা ১২টা এবং অপরাহ্ণ ৫টার সময়

আহার করেন। তিনি বারান্দায় উপবেশন এবং পশ্চাদ্ভাগে হস্ত রক্ষা করিয়া, পাদচারে ভ্রমণকার্য্যে অতি কম সময় ব্যয় করেন, কারণ তিনি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া অথবা তাঁহার স্ত্রী যখন পিয়ানো নামক বাদ্যযন্ত্রে মোজার্ট বা বিথোভেনের গৎ বাজাইতে থাকেন, তখন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সময় কাটাইবার অনেক সুবিধা পান। কিন্তু এই বৈলক্ষণ্য মূলতঃ নহে। ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ এবং ইভান ইভানিচের জীবনীর মধ্যে এই মাত্র প্রকৃত পার্থক্য দেখা যায় যে, কিরূপে চাষ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য প্রথমোক্ত ব্যক্তি কখনও ক্ষেত্রে গমন করেন না, এবং জলবায়ুর অবস্থা, শস্যের অবস্থা এবং এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের কোন সন্ধানই রাখেন না। তিনি আপনার বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধানভার সম্পূর্ণরূপে নায়েবের উপরই অর্পণ করিয়াছেন, এবং যে কোন কৃষক তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের জন্য অনুযোগ বা প্রার্থনা করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে উক্ত কর্ম্মচারীর নিকটই যাইতে বলেন। যদিও তিনি কৃষকদিগের মঙ্গলকল্পে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, এবং কতকগুলি প্রশংসিত গ্রন্থকারের পুস্তকমধ্যে বিবৃত বিভিন্ন জাতির আদর্শমত তাহাদিগকে সংগঠন করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু কৃষকদিগের আকৃতিহীন মূর্ত্তির অস্তিত্বই তাহার মনে জাগরূক থাকে, তিনি জীবন্ত কৃষকের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন সংশ্রব রক্ষা করিতে ভাল বাসেন না। যদি কখন তাহাদিগের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে, তিনি বড়ই বিড়ম্বনা বোধ করেন এবং তাহাদিগের গাত্রস্থ মেষচর্ম্মের গন্ধে কষ্ট অনুভব করেন। অন্যপক্ষে ইভান ইভানিচ কৃষকদিগের সহিত কথা কহিতে, তাহাদিগকে সার এবং কার্য্যমূলক উপদেশ দিতে, অথবা কঠোর ভৎসনা করিতে সততই প্রস্তুত; এবং পূর্ব্বে তিনি ক্রোধের সময় সেই ভৎসনার সহিত অবাধে ঘুষি প্রয়োগও করিতেন। কিন্তু ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ সামান্য অস্ফুট উপদেশ ব্যতীত কোন ভালরকম উপদেশ দিতে পারেন না, এবং তাঁহার ঘুষি প্রয়োগসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিনি যে কেবল দয়ার বশম্বদ হইয়া, ঘুষি প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হয়েন, এমত নহে, স্বীয় মনোবৃত্তির অনুযায়ী নহে বলিয়াও ঘুষি প্রয়োগ করেন না।

এই দুইটী লোকের মধ্যে যে পার্থক্য বিরাজমান, সেই পার্থক্যের দ্বারাই দুই জনের আর্থিক অবস্থাও বিভিন্ন প্রকার। দুই জনের প্রধান কর্ম্মচারীদ্বয়ই স্ব স্ব প্রভুর অর্থ অপহরণ করে, কিন্তু ইভান ইভানিচের কর্ম্মচারী অতিকষ্টে চুরি করে, এবং ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচের কর্ম্মচারী অনায়াসে নিয়মিত এবং ধারাবাহিকরূপে চুরি করে, সে কেবল সামান্য কোপেক মুদ্রা নহে, রুবল মুদ্রাহারে চুরি করিয়া থাকে। যদিও দুইটী জমিদারীর পরিমাণ এবং মূল্য সমান, কিন্তু দুইটীর আয় বিভিন্ন পরিমিত। সেই শিক্ষিত সভ্য প্রতিবাসী অপেক্ষা অশিক্ষিত কাজের লোক ইভানের আয় অধিক, এবং তিনি ব্যয়ও কম করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি, তাহা যদিও এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শীঘ্রই ইহা শোচনীয়রূপেই প্রকাশ পাইবে। ইভান

ইভানিচ নিশ্চয়ই স্বীয় পুত্রগণের জন্য দায়িত্বহীন জমিদারী এবং কতক পরিমিত নগদ টাকাও রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচের ভবিষ্য ভাগ্য অন্যবিধ। তিনি ইতিমধ্যেই স্বীয় সম্পত্তি বন্ধক দিতে এবং বনের মূল্যবান কাষ্ঠ সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বর্ষশেষে প্রায়ই অকুলান দেখিতে পাইতেছেন। যখন ঋণ পরিশোধের জন্য এই সম্পত্তি বিক্রীত হইবে, তখন তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তানদিগের দশা কি হইবে, তাহা এখন বলা দুর্ঘট। পরিণামে কি ঘটিবে, তিনি সে বিষয়ে কোন চিন্তা করেন না, এবং যখন তাঁহার চিন্তা, ঘটনাক্রমে সে বিষয়ে লিপ্ত হয়, তখন তিনি আবার এই চিন্তার দ্বারা মনকে প্রবোধ দেন যে, সেইরূপ মহাবিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অপুত্রক ধনী খুড়ার বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। তিনি ভালরকমই জানেন, অথবা যদি তিনি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে অন্ততঃ জানিতে পারেন যে, তিনি এই যে, আশা করিতেছেন, তাহা নিশ্চিত নহে, সম্ভাবনার উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। তাঁহার খুড়া এখনও বিবাহ করিতে পারেন, এবং সেই সূত্রে তাঁহার পুত্র সন্তানও হইতে পারে, অথবা তিনি অন্য কোন ভ্রাতষ্পুত্রকে স্বীয় উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিতে পারেন, কিম্বা তিনি হয়ত আরও ত্রিশবর্ষকাল জীবিত থাকিয়া, সম্পত্তি সম্ভোগ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার সেই সৌভাগ্য নিতান্তই সন্দেহাত্মক। অপর অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের ন্যায় ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচও ভাবেন যে, নিশ্চয়ই যবনিকার অন্তরালে হিতসাধক সৌভাগ্য দেবতা আছেন, এবং তিনি যথাসময়ে নিশ্চয়ই আগমন করিয়া, তাঁহার অপরিণামদর্শিতার স্বাভাবিক দণ্ড হইতে তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে উদ্ধার করিবেন।

প্রাচীনশ্রেণীর ভূস্বামীগণ সেই একভাবে একঘেয়ে প্রণালীতে সমগ্র বর্ষটী অতিবাহিত করেন, এবং অতি সামান্য মাত্রই পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু তদ্বিপরীতে ভিক্টর আলেকজাণ্ড্রিচ বর্ষের মধ্যে একবার "সভ্যসমাজে" অবস্থান করা আবশ্যক বোধ করেন, সুতরাং তিনি প্রতি বৎসর শীতঋতুতে কয়েক সপ্তাহকাল সেণ্ট পিটার্স বর্গে অবস্থান করেন। গ্রীষ্মকালের কএক মাস তিনি সম্পূর্ণরূপে সভ্য এক ভ্রাতার নিকট অবস্থান করেন। কয়েক ক্রোশ দূরে সেই ভ্রাতার একটী জমিদারী আছে।

উক্ত ভ্রাতা ভালডিমার আলেকজাণ্ড্রিচ, সেণ্ট পিটার্স বর্গের একটী আইনের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং তদবধি দ্রুতগতি তাঁহার পদোন্নতি হইহইতেছে। তিনি এক্ষণে এক মন্ত্রির কার্য্যালয়ের একটী উচ্চ পদে নিযুক্ত, এবং তিনি "চ্যাম্বেলান ডে সা ম্যাজিষ্টি" নামক সম্মানসূচক রাজপারিষদ উপাধি পাইয়াছেন। শাসনবিভাগের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তিনি একজন চিহ্নিত লোক, এবং সকলে অনুমান করেন যে, তিনি সময়ে মন্ত্রী হইবেন। যদিও তিনি উন্নতমতবাদীদলের একজন অনুগামী, এবং "উদারমতাবলম্বী" বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে "রক্ষণশীলমতাবলম্বী" বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি তাঁহাদিগের সহিতও সদ্ভাব রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তিনি স্বীয় নম্র এবং

তোষামোদজনক ব্যবহারের সহায়তা পাইয়া থাকেন। যদি আপনি তাঁহার নিকট কোন একটা মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রথমেই আপনার নিকট বলিয়া থাকেন যে, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক; এবং যদি তিনি শেষকালে আপনার কথাটা ভুল এমত প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলেও তিনি অন্ততঃ আপনাকে জানাইবেন যে, আপনার ভ্রমটী যে কেবল ক্ষমার্হ এমত নহে, আপনার বুদ্ধি-বৃত্তি এবং সরলান্তঃকরণ বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি উদারমতাবলম্বী হইলেও রাজতন্ত্রপ্রণালীর দৃঢ়পক্ষপাতী, এবং তিনি ভাবেন যে, এখনও এমন সময় আইসে নাই যে, সম্রাট, প্রজাদিগের হস্তে বিধিতন্ত্রশাসনভার দান করিতে পারেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর অনেক ত্রুটী আছে, কিন্তু ইহাও ভাবেন যে, ইহার দ্বারা সাধারণ্যে উত্তমরূপে কাজ চলিতেছে এবং যদি কতিপয় উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষকে অবসৃত করিয়া, তাঁহাদিগের অপেক্ষা বিশেষ উদ্যমশীল লোকদিগকে তাঁহাদিগের পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে আরও উৎকৃষ্টরূপে কাজ চলিবে। সেণ্ট পিটার্সবর্গীয় খাঁটী রাজপুরুষগণের ন্যায় তিনিও সম্রাটের আদেশ এবং ঘোষণাপত্র, ও মন্ত্রীবর্গের মন্তব্যপত্রের যে একটা আশ্চর্য্যরকম শক্তি আছে, তাহা অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, এবং ভাবেন যে, উক্ত শ্রেণীর পত্রসংখ্যা যতই প্রচার বা বৃদ্ধি হইবে, ততই জাতির উন্নতি হইবে এবং শাসনশক্তি যতই একস্থানীয় হইবে, ততই শুভফল প্রসূত হইতে থাকিবে। উন্নতির অন্য আনুষঙ্গিক উপায়-স্বরূপ তিনি কলাবিদ্যাচর্চ্চার আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং কলাবিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ বাগ্মিতার সহিত অনেক কথাও বলিতে পারেন। তিনি নিজে উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন ফরাষী এবং ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠ করিয়াছেন, এবং ম্যাকলের তিনি বিশেষরূপে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ম্যাকলে যে কেবল একজন মহান লেখক, তাহা নহে, তিনি একজন মহান নীতিজ্ঞ বটেন। নবন্যাসলেখকদিগের মধ্যে তিনি জর্জ ইলিয়টের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা করেন, এবং স্বদেশীয় নবন্যাসলেখকগণ সম্বন্ধে এবং মোটামুটি রুষীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আলেকজাণ্ডার ইভানিচ এন---কিন্তু রুষীয় সাহিত্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বে কৃষকদিগের একজন মধ্যস্থ ছিলেন, এবং এক্ষণে একজন জষ্টিস অব দি পিস নামক বিচারপতির কাজ করেন। এই দুই জনের মধ্যে প্রায়ই এসম্বন্ধে তর্কবাদ চলে। ম্যাকলের প্রশংসাকারক বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে রুষীয়ার কোন প্রকার সাহিত্য নাই, এবং যে সকল গ্রন্থে রুষীয় গ্রন্থকারদিগের নাম দৃষ্ট হয়, সেগুলি কেবল পাশ্চাত্য-য়ুরোপের সাহিত্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি বলিয়া থাকেন, "আমাদিগের মধ্যে চতুর অনুকরণকারী যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়াছেন। কিন্তু এখানে আদিম প্রতিভাশালী একজন লোকই বা কোথায়? আমাদিগের বিখ্যাত কবি দুকোপস্কী কি?—একজন অনুবাদক।

পুষকিন কি?—কাল্পনিকশ্রেণীর একজন চতুর ছাত্র। লারমণ্টফ কি?—বাইরণের একজন সামান্য অনুকরণকারী। গোগোল কি?"

ঠিক এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ইভানিচ নিশ্চয়ই বাধা দেন। তিনি মেকি-প্রাচীন উৎকৃষ্ট সাহিত্য, এবং কাল্পনিক কাব্য এবং মূলতঃ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত রুষীয় সাহিত্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু উক্ত বর্ষে রুষীয় প্রত্যক্ষবাদীশ্রেণীর স্রষ্টা গোগোলের প্রতি অবমাননাজ্ঞাপক কোন একটী কথা প্রয়োগ করিতে দিতে পারেন না। তিনি বলেন, "গোগোল একজন মহান এবং আদিম প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। গোগোল কেবল যে নূতন প্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন এমত নহে; তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সাধারণের মনোভাবকেও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং জাতির শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছেন। তৎকালে দেশমধ্যে যে বিবেকশাস্ত্রসম্বন্ধীয় স্বপ্ন এবং নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কাল্পনিক আসক্তি প্রবল ছিল, তিনি স্বীয় ব্যঙ্গবিক্রূপাত্মক লেখনী দ্বারা তাহা একেবারে বিদূরিত করিয়াছেন, এবং দেশটী বাস্তবিক কিরূপ, ঠিক সেইমত দেখিতে অর্থাৎ দেশের সমস্ত কদর্য্য আকার অঙ্গ দেখিতে শিক্ষা দেন। তাঁহার সাহায্যবলেই যুবকসমাজ, শাসনবিভাগের অসারতা, এবং যাহাদিগকে তিনি স্বীয় ব্যঙ্গবিক্রূপের প্রধান লক্ষ্য রূপে স্থির করিয়াছিলেন, সেই ভূস্বামীগণের নীচতা, মূর্খতা, অসততা, এবং অসারতা দেখিতে সমর্থ হয়েন। সেই ত্রুটী এবং অভাবগুলি স্বীকারসূত্রেই সংস্কার কামনার উদ্ভব হয়। ভূস্বামীদিগকে উপহাস করিতে করিতে একপদ অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে ঘৃণা করি, এবং যখন আমরা ভূস্বামীগণকে ঘৃণা করিতে শিখি, তখন স্বভাবতই আমরা দাসদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করি। এমতে সাহিত্যের দ্বারাই দাসদিগের মুক্তির সূত্রপাত হয়; এবং যখন সেই মহান প্রশ্নটী মীমাংসা করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখনও সেই সাহিত্যই সন্তোষপ্রদ শেষ সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করিয়া দেয়।"

আলেকজাণ্ডার ইভানিচ এই বিষয়টী বিশেষরূপে অনুধাবন করেন, এবং এসম্বন্ধে প্রায়ই তিনি আগ্রহের সহিত অনেক কথা বলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাজ্ঞানোন্নতির যে সূত্রপাৎ হয়, এবং বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনে বিস্তৃত সংস্কারকার্য্যে তাহা যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়, তাহা তিনি অনেকটা পরিজ্ঞাত, কারণ তিনি সেই সময়ে সে বিষয়ে কতকটা অংশ অভিনয়ও করিয়াছিলেন। রুষীয় প্রাদেশীক জীবন সম্বন্ধে গোগোলের বিখ্যাত বর্ণনা প্রকাশিত হইলে, যে হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহার কতকটাও তিনি অস্ফুটভাবে স্মরণ করিতে পারেন। কয়েকবর্ষ পরে কিরূপে তিনি মস্কাউর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন এবং তিনি যে গ্রানোফস্কির সমুজ্জ্বল ঐতিহাসিক বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও স্মরণ করিতে পারেন। সেই সময়ে মস্কাউর সাহিত্যসমাজ দুইটী বিবাদমানদলে বিভক্ত হইয়াছিল—একদলের নাম শ্লাভোফিল এবং অন্যদলের নাম অকসিডেণ্টা-

লিষ্ট অর্থাৎ পাশ্চাত্য মতাবলম্বী। প্রথমোক্ত দলের ইচ্ছা হয় যে, গোঁড়া খ্রিসীয় এবং সাধারণের প্রিয়জনক ধারণারূপ ভিত্তির উপযোগী জাতীয় স্বাধীন শিক্ষা বিস্তৃত হউক, অন্যপক্ষে শেষোক্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য-য়ুরোপের শিক্ষাজ্ঞানভাণ্ডারের অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি এবং শিক্ষা বিস্তার করিতে চাহেন। শেষোক্তদলের প্রতিই তাঁহার সহানুভূতি ছিল, এবং তিনি সেই দলের নেতা বেলিনস্কিকে সেই সময়ের একজন মহান ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি বিদ্যালয়ে প্রচলিত উৎকট গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে তত কষ্ট স্বীকার করিতেন না, কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রই গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই ধারণা হয় যে, সাহিত্যচর্চ্চা করিতে হয় বলিয়াই যে করিতে হইবে, তাহা নহে, সামাজিক উন্নতির জন্য তাহা অবশ্য পাঠ্য বিবেচনা করিতে হইবে। জর্জ স্যাণ্ডের কতকগুলি প্রাথমিক গ্রন্থপাঠে তাঁহার সেই ধারণা দৃঢ় হয়, তিনি সেই গ্রন্থগুলিকে যেন দৈববাণীস্বরূপ জ্ঞান করেন। সামাজিক প্রশ্নগুলির প্রতি তাঁহার চিন্তা আকৃষ্ট হইতে থাকে, এবং তাহার সহিত তুলনায় অন্যান্য সকল বিষয়ই তিনি অতি সামান্য জ্ঞান করিতে থাকেন। ইহার পরেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য য়ুরোপে রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত আশা এবং অসীম আকাঙ্খার উদ্রেক হয় এবং তৎপরেই ভয়াল প্রতিক্রিয়ার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সকল প্রকার প্রশ্ন যাহাতে সমালোচিত না হয়, তজ্জন্য মুদ্রাযন্ত্রসমূহের উপর রাজকীয় তত্ত্বাবধায়ক অতি কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। আলেকজাণ্ডার ইভানিচ এই সময়টী পল্লীগ্রামে গিয়া, স্বীয় জমিদারীর সুব্যবস্থা কার্য্যে অতিবাহিত করিতে থাকেন এবং উজ্জ্বল শুভদিনের প্রতীক্ষায় ধীরভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। ক্রিমিয়ার সমরের পর যখন সেই উজ্জ্বল শুভ প্রত্যুষ আসিয়া দেখা দেয়, তখন তিনি নূতন আন্দোলনে আগ্রহের সহিত যোগ দানে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাসদিগের মুক্তিদানপত্রে স্বাক্ষর হয়, এবং তাহার কিছুদিন পরেই তিনি যে জেলায় বাস করেন, সেই জেলার "মধ্যস্থ"রূপে নিযুক্ত হয়েন। যে আইন দ্বারা দাসদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সেই আইনটী কার্য্যে পরিণত করা এবং ভূস্বামী ও তাঁহাদিগের দাসগণের মধ্যে মধ্যস্থতা করাই উক্ত পদের কাজ ছিল। এই পদটী তাঁহার সম্পূর্ণ মনোমত হইয়াছিল, এবং তিনি এরূপ পক্ষপাতবিহীনরূপে এবং সুবিচারপূর্ব্বক কার্য্য করেন যে, তিনি যে যে জমীদারীতে "মধ্যস্থ"রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথায় কোন প্রকার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত বা মনান্তর ঘটে নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেমস্‌ভো সভা কর্ত্তৃক জষ্টিস অব দি পিস নামক বিচারপতিপদে নির্ব্বাচিত হয়েন এবং এক্ষণে তিনি সেইরূপ যোগ্যতার সহিতই স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। তিনি সভার একজন প্রতিনিধি সভ্য এবং সমস্ত স্থানীয় বিষয়েই তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন।

সেণ্ট পিটর্স বর্গস্থ প্রধান রাজপুরুষ, যখন তাঁহার জেলায় আসিয়া উপনীত হয়েন, সে সময়ে যদিও মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তিনি তখন তাঁহার প্রতি সম্মানসূচক বা মিত্রতাজ্ঞাপক ভাব প্রকাশ করেন না। বরং তদ্বিপরীতে তিনি তাঁহাকে "জীবন্ত একস্থানীয় শাসনপ্রণালী" বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং বলেন যে, এই একস্থানীয় শাসনপ্রণালীই রুষীয়ার সর্ব্বনাশের কারণ। উত্তেজিত অবস্থায় তিনি বলেন যে, "এই যে রাজপুরুষটী সেণ্ট পিটার্সবর্গে অবস্থান করিয়া, দেশ শাসন করিতেছেন, ইনি চীন রাজ্যের বিষয় যেমন কিছুই জ্ঞাত নহেন, রুষীয়া সম্বন্ধেও সেইমত কিছুই জানেন না। ইহাঁরা কেবল রাজকীয় কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজাৎ-জগতের মধ্যে বাস করেন, এবং প্রজাদিগের প্রকৃত অভাব এবং প্রয়োজন কি, তাহার কিছুই জানেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চলিত নিয়মমত সকল কার্য্য সাধিত হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাঁরা তুষ্ট থাকেন। যদি রাজকীয় বিজ্ঞাপনী বা মন্তব্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে প্রজাদিগকে অনাহারে মরিতেও দেওয়া হয়। তাঁহারা নিজে ভাল করিবার কোন ক্ষমতা রাখেন না বটে, কিন্তু অপরে যাহাতে ভাল করিতে না পারে, তাহা করিতে তাঁহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, এবং গুপ্তভাবে কেহ কোন শুভ প্রস্তাব করিলে, তাঁহারা নিতান্ত ঈর্ষা প্রকাশও করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁহারা জেমস্‌ভো সভাগুলির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? জেমস্‌ভো সভাগুলি বাস্তবিক হিতকরী অনুষ্ঠান, এবং যদি এগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে অনেক শুভ সাধন করিতে পারিত, কিন্তু এই সভাগুলি কিঞ্চিৎমাত্র স্বাধীনতামূলক উদ্যম প্রকাশ করিবামাত্রই রাজপুরুষগণ অবিলম্বেই ইহার পক্ষচ্ছেদ পূর্ব্বক ইহার শ্বাসরোধ করিয়া দেন। সংবাদপত্রের প্রতিও ইহারা সেইমত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাঁরা সংবাদপত্র সমূহকে বড়ই ভয় করেন, কারণ একমাত্র সংবাদপত্র যে সবল সাধারণ মতবাদ সৃষ্টি করিতে পারে, সেই সবল সাধারণ মতবাদকে ইহাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিয়া থাকেন। যাহা কিছু, নিয়মিত ধরাবাঁধাকার্য্যপ্রণালীকে বাধা দান করে, তাহাকেই ইহাঁরা ভয় করেন। এই অভিশপ্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা যতদিন শাসনকার্য্য চলিবে, ততদিন রুষীয়া কোনমতেই প্রকৃত উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না!"

প্রধান রাজপুরুষের উক্ত প্রিয়দর্শন ভ্রাতা, উক্ত উদারমতাবলম্বী জষ্টিস অব দি পিশ বা বিচারপতির নিকট হইতে আপনার সম্বন্ধে সুমন্তব্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন না। তিনি একজন রাজপুরুষ নহেন বটে, কিন্তু তিনি "বারিচের" ন্যায় মন্দ লোক, অর্থাৎ অতিরিক্তভোজী খেয়ালবিশিষ্ট এবং বিগড়ান বালকের তুল্য। তিনি কেবল অলসতা এবং মিষ্ট কথাতেই সমস্ত জীবনটা কাটাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে উদার আকাঙ্খা থাকিলেও তিনি নিজের বা অপরের হিতকর কোন কাজ করিতে পারেন নাই। যে সময়ে কৃষকদিগের মুক্তিদানসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উঠে, এবং সে সম্বন্ধে কাজ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই তিনি বিদেশে গমন

করেন এবং পারি ও ব্যাডেন ব্যাডেনে বসিয়া উদারমত প্রকাশ করিতে থাকেন। যদিও তিনি কৃষিসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন—অন্ততঃ পাঠ করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং জমির উৎপাদিকাশক্তি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, এরূপ উপায় সম্বন্ধে সর্ব্বদাই মতবাদ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু বারবছরের একটা চাষার পুত্র, কৃষি সম্বন্ধে যাহা জানে, তিনি তাহাও জানেন না, এবং যখন তিনি কৃষিক্ষেত্রে গমন করেন, তখন কোন্‌টী রাইশস্য এবং কোন্‌টী কড়াই তাহা বলিতে পারেন না। তিনি জার্ম্মাণ এবং ইটালীয় সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে বৃথা বড়্ বড়্ না করিয়া, কার্য্যমূলক কৃষি-শিক্ষা করিয়া, আপনার সম্পত্তির উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিলে ভালই হয়।

জষ্টিস অব দি পিস যেমন তাঁহার প্রতিবাসীকে উক্তপ্রকারে ভৎসনা করেন, সেইমত তাঁহার নিজের বিরুদ্ধেও অনেক নিন্দাকারী দৃষ্ট হয়। কতকগুলি গম্ভীর বৃদ্ধ ভূস্বামী, তাঁহাকে একজন ভয়ানক লোক বলিয়া থাকেন, এবং তিনি এক সময়ে যে একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, ভূস্বত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতটা অস্ফুট বা ভাল নহে। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার উদারমতটা নিতান্ত ভয়ানক, এবং সাধারণতন্ত্রশাসনপ্রণালীর প্রতি তাঁহার প্রবল সহানুভূতি আছে। মোকদ্দমার বিচারকালে তিনি প্রায়ই ভূস্বামীদিগের বিরুদ্ধে কৃষকদিগের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন। আবার ইহার উপর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের কৃষকেরা যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপন করে, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং বালকদিগকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁহার একটা আশ্চর্য্যজনক প্রণালীও আছে। এই সকল এবং এতদ্বিধ অন্যান্য তথ্য দ্বারা অনেকে ভাবে যে, তাঁহার কল্পনাগুলি নিতান্ত উচ্চ। একজন ভদ্রলোক—অর্দ্ধেকটা তামাসা করিয়া এবং অর্দ্ধেকটা প্রকৃতভাবে তাঁহাকে "আমাদিগের বন্ধু এবং লোকতন্ত্রী" বলিয়া ডাকেন। আগামী বারে যখন জষ্টিস অব দি পিস নির্ব্বাচন করা হইবে, সে সময়ে খুব সম্ভবতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রদত্ত হইবে। তিনি যাহাতে পুনরায় নির্ব্বাচিত না হন, নিশ্চয়ই তাহার চেষ্টা করা হইবে।

বাস্তবিক আলেকজাণ্ডার ইভানিচ লোকতন্ত্রমতাবলম্বী নহেন। যদিও তিনি রাজপুরুষদিগের অবলম্বিত কার্য্যের অর্থাৎ কেবল ধারাবাহিক নিয়মতমত কার্য্য-সাধন-প্রণালীর প্রকাশ্যরূপে নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, এবং তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের একজন আগ্রহান্বিত পক্ষপাতী, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিতে এজগতের মধ্যে তিনিই সকলের শেষ লোক। যাহাতে মধ্যস্থানীয় শাসনের উৎকর্ষ সাধিত এবং সাধারণ মতবাদ কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং জাতীয় প্রতিনিধি গৃহীত হয়, তিনি এমত অভিলাষ করেন, এবং তাঁহার বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, আপন ইচ্ছায় প্রজাদিগকে এই স্বত্ব দান করিলেই উক্ত প্রার্থনীয় আশা পূর্ণ হইতে পারে। কৃষকদিগের প্রতি তাঁহার কতকটা মনোমত ভালবাসা আছে, এবং তিনি সতত সেই কৃষকদিগের স্বার্থসাধনের জন্য চেষ্টাও করিতে প্রস্তুত থাকেন; কিন্তু কৃষকদিগের

সহিত তাঁহার এতাধিক সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলাপ পরিচয় হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা, কোন কোন বিখ্যাত লেখক যে সকল কল্পিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না এবং ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে যে, ভূস্বামীদিগের অনিষ্ট করিয়া, কৃষকদিগের উৎকর্ষ সাধন করিতে তাঁহার অভিলাষ আছে বলিয়া যাহা প্রকাশ, তাহা সত্য নহে। বাস্তবিক আলেকজাণ্ডার ইভানিচ একজন ধীর বুদ্ধিমান লোক, উদার আগ্রহযুক্ত, এবং চলিত অবস্থায় তিনি তুষ্ট নহেন, কিন্তু তাহা বলিয়া, তাঁহার কোন কোন প্রতিবাসী যেমন বলিয়া থাকেন, তিনি সেরূপ কেবল বৃথা স্বপ্ন-দর্শক বা রাষ্ট্রবিপ্লবকারী নহেন।

তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা নিকোলাই, যিনি তাঁহার সহিত বাস করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কিন্তু তেমন ভাল বলিতে পারি না। নিকোলাই ইভানিচ একজন দীর্ঘাকার কৃশ লোক, বয়স ত্রিশ বর্ষের অধিক, মুখখানি মাংসহীন, আকৃতি যেন পিত্তরোগীর মত, কেশগুলি কাল কিন্তু বড় বড়, দেখিলেই বোধ হয় যেন উগ্র এবং সহজেই কোন একটা বিষয়ে বিচলিত হয়েন। কথা কহিবার সময় দ্রুতগতি বলিয়া যান, এবং তঁাহার স্বজাতীয়গণের অপেক্ষা অধিক ভঙ্গি করিয়া বলেন। তাঁহার কথোপকথন করিবার, অথবা মতবাদ প্রকাশ করিবার (তিনি কথা কহা অপেক্ষা সমধিক উপদেশই দিয়া থাকেন) বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়—স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা এবং শাসনবিভাগের অসারতা। সম্রাটের শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহার অনুযোগ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে দুই একটী তাঁহার ব্যক্তিগত কারণ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট পিটার্সবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সে সময়ে সমগ্র রুষীয়ায়—বিশেষতঃ রাজধানীতে মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। দাসদিগকে সবেমাত্র সেই সময়ে মুক্তিদান করা হইয়াছিল, এবং অন্যান্য সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইতেছিল। সেই সময়ে সাধারণ্যে যুবকদিগের এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, অনেক বৃদ্ধ লোকের এরূপ ধারণা হয় যে, যথেচ্ছাচার পরিজনতন্ত্র-শাসনের অন্তিম সময় উপস্থিত, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নত মূলসূত্রানুসারে রুষীয়াকে পুনঃসংস্কার করা হইবে। ছাত্রমণ্ডলী উক্ত ধারণার পক্ষপাতী হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সকল প্রকার শাসনশৃঙ্খল ছেদন করিয়া, একটা বিদ্যা-লয়সম্বন্ধীয় স্বায়ত্বশাসন সৃষ্টি করিতে চাহে। বিশেষতঃ তাহারা তাহাদিগের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশ্য সভানুষ্ঠান করিবার স্বত্ব সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া, যাহাতে কেহ আর সভা করিতে না পারে, তজ্জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং বিদ্যালয়ের বেতনও বৃদ্ধি করিয়া দেন। সেই সূত্রে অনেক দরিদ্র ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। নবযুগের উন্নত মনোবৃত্তির পক্ষে ইহা অন্যায় অবমাননারূপে অনুভূত হয়। নিষেধাজ্ঞা থাকিলেও প্রথমে সভাগৃহে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঠানে বিরাগ-প্রকাশক সভাধিবেশন হইতে থাকে, এবং সেই সভায় স্ত্রীপুরুষ উভয়শ্রেণীর বক্তাই

বক্তৃতা করিতে থাকেন। একদা বহুল ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া কিউরেটার বা বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তৃপক্ষের বাটীতে গমন করেন। সেন্ট পিটার্সবর্গে সেরূপ দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই; ভীতুলোকেরা ভাবিতে থাকে যে, ইহা বিদ্রোহকালীন হত্যাকাণ্ডের সূচনা, সুতরাং অনেকে পথঘাট বেড়া দ্বারা বন্ধ করিবার বিষয়ও ভাবিতে লাগিল। অবশেষে কর্তৃপক্ষগণ প্রবল ব্যবস্থা করিলেন; প্রায় ৩০০ ছাত্র বন্দী হইল, এবং তন্মধ্যে ৩২ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করা হইল।

উক্ত প্রকারে যাঁহারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন, নিকোলাই ইভানিচ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তিনি যে অধ্যাপক হইবার আশা করিয়াছিলেন, এই সূত্রে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইল, সুতরাং তিনি অন্য কোন বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এসময়ে সাহিত্যবিভাগে নিযুক্ত হওয়া আয়জনক বিবেচিত হইতে থাকে, এবং এ বিভাগটী তাঁহার মনোমতও ছিল। তিনি আপনাকে একজন দেশহিতৈষী বলিয়া যে মনে মনে গর্ব্ব করিতেন, এতদ্বারা সেই গর্ব্ব পূর্ণ হইতে পারিবে, এবং এতদ্বারা তিনি তাঁহার অভিযোক্তাদিগকে আক্রমণ এবং ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিবেন, এমত ভাবেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি একখানি প্রধান সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন, এক্ষণে তিনি সেই পত্রের নিয়মিত লেখকপদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বড় অধিক ছিল না, কিন্তু তাঁহার অনর্গল লিখিবার শক্তি ছিল এবং পাঠকগণকে এরূপ বিশ্বাস করাইবার ক্ষমতাও ছিল যে, তাঁহার যেন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অসীম এবং সংবাদপত্রের রাজকীয় তত্ত্বাধায়ক তৎসমস্ত প্রকাশ করিতে দেন না। এতদ্ব্যতীত রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে এরূপ ভাবে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল যে, উক্ত তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না। উক্ত ধরণে লিখিত প্রবন্ধগুলি সে সময়ে নিশ্চয়ই সফল হইত, সুতরাং তিনিও বিশেষ সফলতা লাভ করেন। তিনি সাহিত্যসমাজে একজন পরিচিত লোক হইয়া পড়েন এবং কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে অতীত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যেমন কম সতর্ক হইয়া পড়েন, সেইমত রাজপুরুষগণও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তীব্র দৃষ্টি দিতে থাকেন। কতকগুলি ভয়াল বিদ্রহোত্তেজক ঘোষণাপত্র পুলিশের হস্তে পতিত হয়, এবং সাধারণের বিশ্বাস হয় যে, তিনি যে কার্য্যালয়ের লোক, সেই কার্য্যালয় হইতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রক্ষিত হয়। অবশেষে একদিন রজনীযোগে পুলিশকর্ম্মচারী আসিয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে লইয়া যায়।

যখন কোন লোক এইরূপে বাস্তবিক বা কল্পিত রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হয়, তখন দুই প্রকার উপায়ের মধ্যে এক প্রকার উপায়ে তাহার বিচার করা হয়। হয় নিয়মিত বিচারালয়ে বিচার করা হয়, নয় "শাসন-নিয়ম-প্রণালী" মত বিচার করা হয়। প্রথমোক্ত বিচারে যদি তিনি অপরাধীরূপে সাব্যস্ত হয়েন, তাহা হইলে, নির্দ্দিষ্ট

সময়ের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হয়; অথবা অপরাধটা যদি গুরুতর হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। "শাসন-নিয়মপ্রণালী" মত হইলে, তাঁহাকে কেবল মাত্র বিনাবিচারে একটা দূরবর্ত্তী নগরে প্রেরণ করা হয়, এবং সম্রাটের যতদিন না অনুগ্রহ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পুলিশের নজরবন্দীতে সেখানে বাস করিতে হয়। নিকোলাই ইভানিচের প্রতি "শাসন-নিয়ম-প্রণালী" প্রয়োগ করা হয়, কারণ কর্ত্তৃপক্ষগণ যদিও নিশ্চিত জানিতেন যে, তিনি একজন ভয়ানক লোক, কিন্তু প্রকাশ্য বিচারালয়ে বিচার হইলে তাঁহার নিশ্চিত দণ্ড হইবে, তাঁহারা এরূপ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন না। শ্বেতসমুদ্রের তীরে একটী ক্ষুদ্র নগরে পুলিশের নজরবন্দীতে তিনি পাঁচ বর্ষ কাল বাস করিলে, শেষ একদা তাঁহাকে কোন কারণ না জানাইয়া বলা হয় যে, সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউ ব্যতীত অন্য যেথানে ইচ্ছা তিনি বাস করিতে পারেন।

তদবধি তিনি স্বীয় ভ্রাতার নিকট অবস্থান করিতেছেন, এবং স্বীয় মনোদুঃখ মনে মনে পোষণ এবং স্বীয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন কল্পনাগুলির জন্য শোক করিতে করিতে সময়াতিবাহিত করিতেছেন। যে বাগ্মিতার দ্বারা তিনি সাহিত্যসংসারে ক্ষণ-স্থায়ী যশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে শক্তি যায় নাই, এবং যদি কেহ শুনে, তাহা হইলে তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিয়া যাইতে পারেন। যাহাহউক তাঁহার বক্তৃতার অনুগামী হওয়া বড়ই কঠিন এবং তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেগুলিকে রাজনৈতিক কল্পনাবাদ বলা যাইতে পারে—কারণ যদিও তিনি কল্পনাবাদকে নিতান্ত ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তাপ্রণালীটী সম্পূর্ণ কল্পনাবাদমূলক। তিনি একটা সংমিলিত কল্পিত ধারণাসমষ্টির মধ্যে বাস করেন, তাহার ভিতরে যে সকল সংমিলিত তথ্য আছে, সেগুলি তিনি দেখিতে পান না, এবং তাঁহার যুক্তিগুলিও সেইমত চতুরতা-জ্ঞাপক এবং তাহা ধনীপ্রভুত্বমূলক, নাগরিকপ্রভুত্বমূলক, রাজতন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি সংশয়বিশিষ্ট কথার সহিত বিজড়িত। তিনি সংমিলিত মূল তথ্যগুলির নিকট আসিয়া উপনীত হয়েন বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া উপ-নীত হয়েন না, সাধারণ মূলসূত্রের মধ্য দিয়া উপনীত হয়েন, সেই জন্যই তাঁহার তথ্যগুলি কোনরকমে তাঁহার অবলম্বিত মূলসূত্রের প্রতিবাদ করিতে পারে না। তাঁহার আবার নিজের কতকগুলি মত আছে, সেগুলি তিনি অব্যক্তভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং সেই গুলিই তাঁহার সমস্ত যুক্তির ভিত্তিস্বরূপ; দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার মত যে, যে কিছুকে "উদার" বলা যাইতে পারে, তাহা সকল সময়েই—সকল অবস্থাতেই অবশ্যই উদার থাকে অর্থাৎ তদ্দারা উদারভাবে কার্য্য চলে।

তাঁহারা সেই অস্ফুট ধারণারাশির মধ্যে—যে ধারণারাশির একটা পরিষ্কার অর্থবোধক নাম দেওয়া অসম্ভব—এমত কতকগুলি কল্পনা আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ ঠিক নহে, কিন্তু সেগুলি বুঝিয়া উঠা যাইতে পারে। তাঁহার সেই ধারণা গুলির

মধ্যে একটী ধারণা এই যে, রুষীয়া সম্প্রতি সমগ্র য়ুরোপকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উন্নতি-পথে অনেকদূর অগ্রসর হইবার অতি উত্তম সুযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু রুষীয়া আপন ইচ্ছায় সেই সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি বিবেচনা করেন যে, দাসদিগের মুক্তিদানের সময় রুষীয়া, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের সমুন্নত মূলসূত্রগুলি সাহসের সহিত অবলম্বন করিতে পারিত, এবং সেই মূলসূত্রানুসারে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণরূপে পুনঃসংস্কার করিতে পারিত। অন্যান্য জাতিসকল এরূপ পন্থাবলম্বন করিতে পারে না, কারণ সে সকল জাতি প্রাচীন, জীর্ণ, বংশানুক্রমিক দুর্দ্দমনীয় কুসংস্কারপূর্ণ, এবং ধনবান ও নাগরিক-শ্রেণীর প্রাবল্যে অভিশপ্ত; কিন্তু রুষীয়া এক্ষণে যুবক, সামাজিক বর্ণ সকল কাহাকে বলে, তাহা জানে না, এবং তুষ্ট হইয়া থাকিবার উপযুক্ত কোন বদ্ধমূল কুসংস্কারও ইহার নাই। অধিবাসী সকলে কুম্ভকারের মৃত্তিকার মত, বিজ্ঞান যেরূপ বলিবে, তাহাদিগকে সেই মূর্ত্তিতেই গঠন করিতে পারা যায়। সম্রাট নিজে সমুজ্জ্বল সামাজিক অনুষ্ঠানের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধপথে আসিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। সম্ভবতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী, সাহসের সহিত পুনরায় এবিষয়টী পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

তাঁহার উক্ত ধারণার মধ্যে কতকটা সত্য আছে। রুষীয়া এরূপ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রমবিকশ করিতে পারে, যাহা অন্য নিয়মে সৃষ্ট রাজ্যগুলির পক্ষে নিতান্ত ধ্বংসমূলক হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত না করিয়াই রুষীয়া ইতিমধ্যে সফলতার সহিত সেরূপ ক্রমবিকাশ সাধন করিয়াছে, এবং যদি সম্রাটের স্বেচ্ছাচার-শাসনশক্তি অব্যাহত থাকে, এবং প্রজাসাধারণে যদি রাজনৈতিক বিষয়ে উদাস থাকে, তাহা হইলে রুষীয়া ভবিষ্যতেও সেইমত করিতে পারিবে। নিকোলাই ইভানিচ কিন্তু এই বিশেষ গুরুতর বিষয়টী অনুধাবন করিতে পারেন না। তিনি একজন "উদারমতাবলম্বী", সুতরাং তিনি জাতিসাধারণের প্রতিনিধিপূর্ণ শাসন-সভার দৃঢ়পক্ষপাতী। তাঁহার মতে সেরূপ সভা একটা সর্ব্বশক্তিমান দেবতাস্বরূপ। আপনি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারেন যে, সেরূপ জাতিসাধারণের প্রতিনিধিপূর্ণ শাসন-সভার দ্বারা যতই কেন উপকার লাভের সম্ভাবনা থাকুক না, সেই সভাসৃষ্টিসূত্রে আবশ্যকীয় বলিয়াই রাজনৈতিক বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়, এবং রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া বিবাদ ঘটে, এবং পরিজনতন্ত্র স্বেচ্ছাচার-শাসনের দ্বারা মহান সামাজিক অনুষ্ঠানের পরীক্ষাকার্য্য যেরূপে হইতে পারে, উক্ত সভা কখনই সে কার্য্যের সেরূপ সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। আপনি তাঁহাকে ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারেন যে, যদিও একজন যথেচ্ছাচার-শাসন-শক্তিসম্পন্ন সম্রাটকে বুঝাইয়া বশ করা কঠিন, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট নামক উক্ত সভাকে সেরূপে বশ করা তদপেক্ষা অসীমরূপে কঠিন। কিন্তু আপনার সে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। তিনি আপনাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিবেন যে, সাধারণ্যে

জাতীয় প্রতিনিধিপূর্ণ যে সকল সভাকে পার্লিয়ামেণ্ট বলে, রুশীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভা, সেই সকল সভা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার হইবে। তাহার মধ্যে কোন দলাদলি থাকিবে না, কারণ রুষীয়ায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সামাজিকশ্রেণী নাই, এবং একজন দার্শনিক, অনন্তের প্রকৃতির গবেষণাকালে যেমন কুসংস্কার এবং ব্যক্তিগত প্রাবল্যের অধীন হয়েন না, সভাও সেইমত কুসংস্কার এবং ব্যক্তিগত প্রাবল্যের অধীন হইবে না! এক কথায় ইহাই জানা যায় যে, তাঁহার ধারণা যে, কেবল তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধুগণকে লইয়াই জাতীয় মহাসভা সৃষ্ট হইবে, এবং জাতি, এতদিন যেমন সম্রাটের ঘোষণা বা আদেশপত্রগুলি নীরবে নতমস্তকে গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগের আদেশপত্রগুলিও সেই ভাবে গ্রহণ করিবে।

প্রশান্ত বিজ্ঞান, সহস্রবর্ষব্যাপী কাল যে উক্ত প্রকারে একাধিপত্য করিতে থাকিবে, নিকোলাই ইভানিচ সেই কালের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই কতকগুলি রাজনৈতিকবিদ্বেষ পোষণ করিতেছেন এবং একজন গোঁড়া যেমন ঘৃণা করিয়া থাকে, কতকগুলি বিষয়ে তিনিও সেইমত ঘৃণা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তিনি যাহাদিগকে বর্জ্জইসি বলেন (ইহা ফরাষী শব্দ, কিন্তু তাঁহার মাতৃভাষায় এইরূপ অর্থবোধক অন্য শব্দ না থাকায়, তিনি ইহা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়েন), তাঁহাদিগের প্রতি এবং নাগরিক মহাজন, কলকারখানার অধ্যক্ষ এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণের প্রতি এবং বিশেষতঃ সকলশ্রেণীর সকল প্রকার মূলধনীদিগের প্রতি তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার পর ক্ষমতাশালী ধনীগণ—বিশেষতঃ যে শ্রেণী সামান্তরূপে গণ্য, সেই শ্রেণী, তাঁহার ঘৃণার্হ। ইহাঁদিগের শ্রেণীপরিচায়ক নামগুলির ঠিক অর্থের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি নাই, কিন্তু ইহাঁরা সেই শ্রেণীভুক্ত লোক বলিয়াই, ইহাঁরা যেন তাঁহার নিজের পরম শত্রু, ইনি এমত জ্ঞান করেন। তিনি স্বদেশের যে যে জিনিস বা বিষয়ের প্রতি বিশেষ ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেগুলির মধ্যে সম্রাটের যথেচ্ছাচার-শাসনটী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ। সেই যথেচ্ছাচার-শাসনের নিম্নেই রাজপুরুষগণ এবং বিশেষতঃ জেণ্ডারমস্ নামক কর্ম্মচারীগণ তাঁহার ঘৃণার পাত্র। তৎপরেই ভূস্বামীগণ তাঁহার চক্ষে ঘৃণ্য। যদিও তিনি নিজে একজন ভূস্বামী—অথবা তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন, তথাপি তিনি এই শ্রেণীকে পৃথিবীর ভার স্বরূপ জ্ঞান করেন, এবং ভাবেন যে, তাঁহাদিগের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া, কৃষকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

সমস্ত ভূস্বামীই দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিন্দিত ও ভৎর্সিত হইয়া থাকেন, কারণ তিনি নিজে কল্পনার দ্বারা যে কৃষক-সাম্রাজ্য স্থির করিয়াছেন, ভূস্বামীগণ তাহার উপযোগী নহেন। তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে ভ্রষ্টত্বও বেশ দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন কেবলমাত্র বাধাদায়ক, এবং কতকগুলি, সাধারণহিতকর কার্য্যের দৃঢ়রূপে অনিষ্টসাধক। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে

প্রিন্স এস——তাঁহার বিশেষ ঘৃণার পাত্র, কারণ তাঁহার যে কেবল বিস্তৃত জমিদারী আছে বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করেন, এমত নহে, সম্ভ্রান্ত ধনবান বলিয়া তাঁহার গর্ব্ব আছে, এবং তিনি আপনাকে রক্ষণশীলমতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিয়াও থাকেন।

প্রিন্স এস——এই জেলার মধ্যে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক। দেশের একটী অতীব প্রাচীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে রুরিক সহস্র বর্ষ অতীত হইল, রুষসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, তিনি তাঁহারই বংশধর, কিন্তু তিনি এই মহোচ্চ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যে, প্রতিপত্তিশালী হইয়াছেন, এমত নহে, কারণ রুষীয়ায় কেবলমাত্র উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই সম্মান প্রতিপত্তি পাওয়া যায় না। তিনি যেমন প্রতিপত্তিশালী, সেইমত সম্মানিত, কারণ একপক্ষে তিনি যেমন অতি উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষ, অন্যপক্ষে বরাবরই যে কয়টী পরিবারের লোক লইয়াই চিরপরিবর্ত্তনশীল রাজসমাজ চলিয়া আসিতেছে, তিনি সেই পরিবারগুলির মধ্যে একটী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা এবং পিতামহ, শাসনবিভাগের এবং রাজসভার প্রধান পদস্থ লোক ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণও সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুসরণ করিবেন। যদিও আইনের চক্ষে সম্ভ্রান্তবংশীয় সকলেই সমান, এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গুণানুসারে সকলে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তথাপি প্রকৃত কথা এই যে, রাজদরবারে যাঁহাদিগের বন্ধু আছেন, তাঁহারই দ্রুতগতি এবং সমধিক সহজে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন।

উক্ত প্রিন্স বিশেষ সুখোন্নতির সহিত রাজপুরুষ-জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সে জীবনটী কোন বিশেষ ঘটনাযুক্ত নহে। প্রথমতঃ বাল্যে তিনি বাটীতে একজন ইংরাজ শিক্ষকের নিকট এবং পরে "করপ্স্ ডে পেজেস্" নামক শিক্ষামন্দিরে লেখাপড়া শিখেন। উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি গার্ড নামক এক সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ মহোচ্চ সামরিক পদ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রধানতঃ দেওয়ানী শাসনবিভাগেই তিনি অধিক কাজ করেন, এবং এক্ষণে তিনি কাউন্সিল অব ষ্টেট নামক সাম্রাজ্য-সভার একজন সভ্য। যদিও তিনি সাধারণ কার্য্যে কতকটা স্বার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের শাসনে যে সকল প্রধান প্রধান সংস্কার সাধিত হয়, সে সকল বিষয়ে তিনি একটা বিশেষ কোন অংশ অভিনয় করেন নাই। যখন কৃষকদিগের মুক্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উঠে, তখন তিনি মুক্তিদানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদিগকে ভূমিদান এবং গ্রাম্যমণ্ডলীরূপ অনুষ্ঠানটীকে রক্ষা করিবার প্রস্তাবে তিনি আদৌ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন না। তিনি সে সময়ে ইচ্ছা করেন যে, ভূস্বামীগণ কোনপ্রকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ না দিয়া, কেবলমাত্র কৃষকদিগকে স্বাধীনতা দিবেন এবং তদ্বিনিময়ে কতকটা রাজনৈতিক স্বত্ব পাইবেন। তাঁহার সেই প্রস্তাবটী গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু ইংলণ্ডের বড় বড় ভূস্বামীগণ যেরূপ সমুচ্চ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা

পাইয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয় ভূস্বামীগণও কোন না কোন উপায়ে সেইমত স্বত্ব পাইবেন বলিয়া তিনি যে, আশা করেন, সে আশা এখনও ত্যাগ করেন নাই; এবং তাঁহার ধারণা যে, গ্রামগুলির স্থানীয় শাসনভার সেই ভূস্বামীদিগের হস্তে অর্পণ করিলে, উক্ত আশা কতকটা পূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু বড় বড় জমীদারগণ উক্ত স্বত্বের বিনিময়ে অধিক পরিমাণে করভার বহন করেন, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে, কিন্তু তাঁহার উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ভূস্বামীদিগকে যে স্বভাব-চরিত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং উচ্চ উচ্চ রাজপদ ও সম্রাটের অনুগ্রহলাভ চেষ্টা ছাড়িয়া, কিরূপে স্থানীয় প্রতিপত্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি নাই।

রাজকীয় কার্য্য এবং সামাজিক সম্বন্ধবন্ধনসূত্রে উক্ত প্রিন্স, বর্ষের অধিকাংশ সময়ই রাজধানীতে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি বর্ষের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ—কখন কখন কয়েক দিনমাত্র স্বীয় জমিদারীতে অবস্থান করেন। তাঁহার বাটীখানি বৃহৎ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগীরূপে ইংরাজি ধরণে সুসজ্জিত। বাটীর মধ্যে কতকগুলি বড় বড় ঘর, একটী পুস্তকালয়, এবং বিলিয়ার্ড খেলিবার একটী ঘর আছে। উদ্যানটী বৃহদাকার, তন্মধ্যে অনেকগুলি লোহিতবর্ণের হরিণ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। বহুল ঘোটক, শকট, এবং বহুল দাস ও উদ্যানমধ্যে উষ্ণাবাস আছে। পরিবার যখন এখানে আগমন করেন, তখন শিশুসন্তানদিগের জন্য একটী ইংরাজ ও একটী ফরাসী তত্ত্বাবধায়িকা এবং একজন ইংরাজ শিক্ষককে সঙ্গে লইয়া আইসেন। ইংরাজি এবং ফরাসী পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং জর্ণাল ডি সেন্ট পিটার্সবর্গ নামক যে পত্রে সাময়িক সংবাদ পাওয়া যায়, সেই পত্রখানি নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে রুষীয় পুস্তক ও সংবাদপত্র সহজেই পাইতে পারেন। অর্থ এবং সভ্যতা, যে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা দিতে পারে, এই পরিবার তৎসমস্তই সম্ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যখন এই পল্লীগ্রামে আসেন, তখন যে তাঁহারা সে সময়টী পরমসুখে অতিবাহিত করেন, এমত বলা যায় না। প্রিন্সের স্ত্রীর পল্লীগ্রামে আগমনসম্বন্ধে কোন একটা নিশ্চিত আপত্তি নাই। তিনি ছেলেগুলির প্রতি বড়ই অনুরক্ত এবং পাঠ করিতে ও পত্রাদি লিখিতে নিতান্ত ভাল বাসেন এবং কৃষকদিগের জন্য তিনি যে বিদ্যালয় এবং রোগী-নিবাস স্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি পরিদর্শন করিয়া তুষ্টিলাভ করেন এবং সাড়েসাত ক্রোশ দূরে তাঁহার যে বন্ধু কাউন্টেস এন—বাস করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু প্রিন্সের পক্ষে পল্লীগ্রামে বাস করা বড়ই বিরক্তিজনক বোধ হয়। তিনি অশ্বারোহণে ভ্রমণ বা শিকার করিতে ভাল বাসেন না, এবং অন্য কোন কিছু করিবারও উপযুক্ত দেখেন না। তাঁহার জমীদারীর বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও তিনি কোন কিছু জানেন না, এবং কেবল নিয়মরক্ষার জন্যই কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁহার এই জমীদারী এবং অন্যান্য প্রদেশে তাঁহার অপর যে সমস্ত

জমিদারী আছে, তৎসমস্তের ভার সেন্ট পিটার্সবর্গস্থ একজন প্রধান কর্ম্মচারীর উপর তিনি অর্পণ করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মচারীর উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এখানে নিকটেও এমন কেহ নাই, যাহার সহিত তিনি আলাপ করিয়া সময় কাটাইতে পারেন। স্বভাবতঃ তিনি যে, একজন সামাজিক লোক, তাহা নহে. ইংলণ্ডে সচরাচর যেমন গম্ভীর, অনম্র, আদবকায়দার প্রতি তীব্রদৃষ্টিযুক্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সেইমত, কিন্তু রুষীয়ায় প্রায় সেরূপ ধাতুর লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার এই স্বভাবের জন্যই প্রতিবাসী ভূস্বামীগণ তাঁহার নিকট গমন করেন না, কিন্তু তিনি এজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েন না, কারণ তাঁহারা তাঁহার সমশ্রেণীভুক্ত নহেন, এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ গ্রাম্য, সুতরাং তাহা তাঁহার বিশেষ অপ্রিয়। এই জন্যই তিনি তাঁহাদিগের সহিত কেবলমাত্র নিয়মিত সাক্ষাৎপ্রতিসাক্ষাৎদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। দিবসের অধিকাংশকাল তিনি সচঞ্চলভাবে ঘূরিয়া বেড়ান, অবিশ্রান্ত হাই তুলেন, সেন্ট পিটার্সবর্গের ধারাবাহিক প্রীতিপ্রদ কার্য্য, সহযোগীদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ, নাট্যশালা, নৃত্য, ফরাষী নাটকাভিনয়, এবং "ক্লাব আংগ্লাইস" নামক মিত্রসমিতিতে ধীরভাবে ক্রীড়া স্মরণ করিয়া দুঃখিত হয়েন। গ্রাম পরিত্যাগ করিবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তিনি সজীব হইয়া উঠেন, এবং যখন তিনি গ্রাম ছাড়িয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে গমন করেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটী সমুজ্জ্বল এবং আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্ট হয়। যদি তিনি নিজের মতানুগামী হয়েন, তাহা হইলে কোন কালেই এই জমীদারী দেখিতে আসিবেন না, বরং তিনি গ্রীষ্মাবকাশটী জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, কিম্বা সুইজার্ল্যাণ্ডে অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অনেক পুত্রকন্যা হইয়াছে, সুতরাং পিতার কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য ব্যক্তিগত কামনা পরিহার করা বিহিত ভাবেন।

উক্ত প্রিন্স, রুষীয় মহোচ্চ সম্ভ্রান্তশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। যদি আমরা উক্তশ্রেণীর নিম্নপদের লোক কিরূপ, তাহা জানিতে চাই, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইলেই জানিতে পারি। সেখানে আমরা কতকগুলি দরিদ্র এবং অশিক্ষিত লোককে দেখিতে পাইব। তাহারা অতি ক্ষুদ্র এবং কদর্য্য বাটীতে বাস করে, এবং তাহাদিগকে সহজেই কৃষকদিগের মধ্য হইতে চিনিয়া লওয়া যায় না। উক্ত প্রিন্সের ন্যায় তাহারাও উচ্চবংশীয়; কিন্তু তাঁহার মত তাহাদিগের কোন রাজকীয় পদও নাই এবং ধনসম্পত্তিও নাই, এবং তাহাদিগের যে ভূমি আছে, তাহাও অতি সামান্য পরিমিত এবং অনুর্ব্বর, এবং তাহার আয়ে অতি কষ্টে কেবল প্রাণধারণ করা যায় মাত্র। যদি আমরা রুষীয়ার অন্য অঞ্চলে গমন করি, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে প্রিন্স উপাধিধারী দেখিতে পাইব! ইহা রুষীয়ার উত্তরাধিকারিত্ববিধির স্বাভাবিক ফল। এখানে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই উপাধি এবং সম্পত্তির অধিকারীরূপে গণ্য করা হয় না। প্রিন্সের সকল পুত্রই প্রিন্স উপাধি পান, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সকল পুত্রই সমানরূপে ভাগ করিয়া লয়েন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী।

আদিমকালের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী—তাতারদিগের আধিপত্য—মস্কাউর জারগণ—বংশগত পদমর্য্যাদা—পিটার দি গ্রেট কর্ত্তৃক সংস্কার—সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য-য়ুরোপীয়-প্রথাবলম্বন—রাজ-সরকারে অবশ্যবাধ্য কার্য্যকরণপ্রথা রহিত—দ্বিতীয়া ক্যাথারাইনের আধিপত্য—ফ্রান্সের নোবলেসি অর্থাৎ সম্ভ্রান্তশ্রেণী এবং ইংলণ্ডের উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর সহিত রুষীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর তুলনা—রুষীয় উপাধিসমূহ—রুষীয় উচ্চবংশীয়শ্রেণীর সম্ভবপর ভবিষ্য অবস্থা।

পাঠক, কতিপয় উচ্চবংশীয় ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি নোবলেসি * অর্থাৎ এই উচ্চবংশীয়শ্রেণীর অতীত ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকিবেন।

পুরাকালে যে সময়ে রুষীয়ায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, তখন প্রত্যেক স্বাধীন রাজার নিকট এক এক দল অস্ত্রধারী থাকিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বয়ার বা বড় বড় জমীদার, এবং অপর কতকগুলি কুলীন বা অস্ত্রোপজীবী ছিলেন। এই লোকগুলিই সে সময়ে মহোচ্চবংশীয়রূপে গণ্য হইতেন, এবং ইঁহারা কতক পরিমাণে রাজার ক্ষমতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহের ন্যায় নীরবে রাজার প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করিতেন না। বয়ারগণ, রাজার সহিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিতে অসম্মতি জানাইতে পারিতেন, এবং অস্ত্রোপজীবী কুলীনগণও তাঁহার অধীনতা ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র নিযুক্ত হইতে পারিতেন। রাজা যদি তাঁহাদিগের মত না লইয়া যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা একবার যেমন বলিয়াছিলেন, সেইমত বলিতে পারিতেন যে, "আপনি নিজে এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা যখন ইহার কিছুই জানি না, তখন আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না।" রাজার আজ্ঞার বিরুদ্ধে যে কেবল এইমত মৌখিক বাধা দেওয়া হইত, এমত নহে। একদা গালিচ নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্ত্রধারী লোকেরা রাজাকে ধৃত করিয়া, তাঁহার প্রিয়পাত্রগণকে হত্যা, এবং তাঁহার উপপত্নিকে জীবন্তে দগ্ধ করিয়া, রাজাকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত বাস করিবেন। সেই রাজার উত্তরাধিকারী, যিনি এক পুরোহিতের স্ত্রীকে

* ইংরাজি শব্দটী প্রয়োগ না করিয়া, আমি এই বিদেশীয় শব্দটী প্রয়োগ করিলাম, কারণ ইংরাজি "নোবিলিটী" শব্দটী এখানে সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাব প্রকাশ করিবে। রুষীয় "ডরিয়ানিন" শব্দের মূল অর্থ রাজসভাসদ; কিন্তু এ শব্দটী প্রয়োগ সম্বন্ধেও উক্তরূপ আপত্তি আছে, কারণ সমধিকসংখ্যক ডরিয়ানস্তোর সহিত রাজসভার কোন সম্বন্ধ নাই।

বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহারা বলেন, "রাজা! আমরা আপনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হই নাই, কিন্তু আমরা একজন পুরোহিতের স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিব না, আমরা তাহাকে মারিয়া ফেলিব, এবং পরে আপনার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিবেন।" এমন কি আদিম রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা উদ্যমশীল বগবৃস্কী পর্য্যন্ত আপনার ইচ্ছামত সকল কাজ করিতে পারিতেন না। যখন তিনি বয়ারদিগের প্রতি বলপ্রয়োগে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহারা প্রবল বাধা দান এবং শেষ তাঁহাকে হত্যা করেন। প্রাচীন ইতিহাস হইতে এই প্রকারের অনেক ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, রুষীয় ইতিহাসের আদিম সময়ে বয়ার এবং নাইট অর্থাৎ কুলীনগণ স্বাধীন লোক ছিলেন, এবং সমধিক রাজনৈতিক ক্ষমতা চালনা করিতেন।

তাতারদিগের শাসনকালে এই রাজনৈতিক সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। তাতারগণ যখন রুষীয়ারাজ্য অধিকার করে, তখন উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ, তাতারপতি খাঁর নিতান্ত আজ্ঞাবহ অধীন হইয়া পড়েন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার শক্তি পান। সেই সূত্রে সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু একবারে কোনমতেই বিলুপ্ত হয় না। যদিও তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ, উক্ত উচ্চবংশীয়দিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে হস্তগত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন, কারণ হটাৎ কোন প্রতিবাসী রাজা, রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে, তাঁহাদিগের সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন, এবং সুবিধা সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগের সাহায্যে প্রতিবাসী রাজার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। নিয়মমত বলিতে গেলে সেরূপে অন্য রাজ্য আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল, কারণ প্রাচীন রাজ্যসীমা পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র খাঁর ইচ্ছাধীন ছিল; কিন্তু অধীন রাজগণ যতদিন নিয়মিতরূপে কর দান করিতেন, খাঁ ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কোন বিষয়ের কোন সন্ধান রাখিতেন না, সুতরাং তাঁহার অনমুমতিতে রুষীয়ায় এরূপ অনেক কাণ্ড হইত। সেই জন্যই আমরা তাতার-শাসনে কতকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যে প্রাচীন প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডনের বিখ্যাত ডিমিট্রি, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, স্বীয় বয়ারদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আপনারা আমার স্বভাব এবং ব্যবহার বিদিত আছেন; আমি আপনাদিগের মধ্যে জন্মিয়াছি, আপনাদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, আপনাদিগের সহিত মিলিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছি, আপনাদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছি, আপনাদিগের প্রতি সম্মান এবং ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছি, এবং আপনাদিগকে নগর এবং জেলার কর্ত্তৃত্বও দিয়াছি। আমি আপনাদিগের সন্তানদিগকে ভাল বাসিয়াছি, এবং কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। আমি আপনাদিগের আনন্দে আনন্দিত হইয়াছি, আপনাদিগের শোকে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি, এবং আপনাদিগকে আমার রাজ্যের

প্রিন্স (রাজবংশীয় বা রাজকুমার) বলিয়া ডাকিয়াছি।" পরে তিনি স্বীয় পুত্রের প্রতি দৃষ্টিদানে অন্তিম উপদেশস্বরূপ বলিলেন, "বৎস! তোমার বয়ারদিগকে ভালবাসিও, ইহাদিগের গুণানুসারে ইহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও, এবং ইহাদিগের অমতে কোন কাজ করিও না।"

যখন মস্কাউর প্রধান বলশালী রাজগণ, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে আপনাদিগের করতাধীন করেন, এবং সমগ্র রাজ্যটীকে মস্কোভির জার অর্থাৎ সম্রাটের অধিকারভুক্ত করেন, সেই সময়ে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ রাজনৈতিক তুলাদণ্ডের আরও কতকটা নিম্নে আসিয়া পড়েন। যতদিন পর্য্যন্ত রুষীয়ায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, ততদিন কোন একজন রাজা, তাঁহাদিগের কোন প্রকার অসন্তোষোৎপাদন করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা কর্ত্তৃক তাঁহারা সসম্মানে গৃহীত হইবেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহাদিগের আর সেরূপ করিবার উপায় ছিল না। মস্কাউর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী লিথুয়ানিয়া ছিল, এবং অসন্তুষ্টগণ যাহাতে লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত পার হইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা হইয়াছিল। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তগণ পূর্ব্বে যেমন আপন ইচ্ছানুসারে রাজার পক্ষাবলম্বীরূপে থাকিতেন, এসময়ে আর সেরূপ রহিলেন না, তাঁহারা সকলেই জারের প্রজা হইয়া যাইলেন, কিন্তু প্রাচীন রাজগণ যেমন ছিলেন, জার সেরূপ ছিলেন না। জারগণ এই সময়ে একটা প্রবল কল্পিত আইন অবলম্বনে আপনাদিগকে বৈজন্তীয় সম্রাটগণের উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষিত করিতে চেষ্টা করেন এবং কতকটা কনষ্টান্টিনোপলের রাজসভা এবং কতকটা তাতার-রাজসভার অনুকরণে রাজদরবারের আদবকায়দা-প্রণালী সৃষ্টি করেন। এই সময় হইতে তাঁহারা বয়ারদিগের সহিত সামাজিক সাক্ষাৎসম্বন্ধবন্ধন ছেদন করেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে ক্ষান্ত হয়েন ও তাঁহাদিগের প্রতি অধীন ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ, মাননীয় প্রভু জারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, প্রাচ্যপ্রথামত ভূমিষ্ঠ হইয়া—কখন কখন ত্রিশবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেন এবং কেহ জারের কোন প্রকার অসন্তোষজনক কাজ করিলে, জারের ইচ্ছামত তাঁহার বেত্রাঘাতদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হইত। জারগণ, খাঁর শাসনশক্তি লাভ করিয়া, সর্ব্বাধিক পরিমাণে যে, তাতারীয় শাসন-প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা দেখিতে পাইতেছি।

যে মানবশ্রেণী পূর্ব্বে স্বাধীনতামূলক গর্ব্বিতভাব প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা নূতন অধিপতির শাসনশক্তি হ্রাস জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়া (যখন সেই চেষ্টা নিবারণ জন্য তাতারদলের ভয়ও ছিল না), এরূপে নিতান্ত অবনত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেন, ইহা অবশ্যই বিচিত্র বোধ হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ এবং উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তগণ, তাতারদিগের শাসনাধীনে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন। দুই

শতাব্দীর মধ্যে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য ধারণামত যথেচ্ছাচার-শাসনে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। যদি সে সময়ে তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থাটী নিতান্ত অবমাননাজনক এবং ক্লেশজনক বোধ করিতেন, এমত জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে, সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন করা কত কঠিন, তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতেন। অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে সকলে একত্র মিলিয়া অভ্যুত্থান করাই তাঁহাদিগের এক মাত্র উপায় ছিল; কিন্তু জারের চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান একতাশূন্য বিভিন্নমূর্ত্তিবিশিষ্ট সেই উচ্চবংশীয়গণের প্রতি দৃকপাৎ করিলেই আমরা জানিতে পারি যে, সেরূপ অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা সেই দলের মধ্যে আপনাদিগের পূর্ব্বস্বাধীনতা সংগ্রহের জন্য মনে মনে চক্রান্তকারী রাজগণ, আপনাদিগের বংশগৌরব এবং মস্কাউবাসীগণের আধিপত্যের জন্য ঈর্ষান্বিত মস্কাউর বয়ারগণ, অধীনতা স্বীকারে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, অন্যান্য উচ্চবংশীয়গণের ন্যায় ভূমি-প্রাপ্ত তাতার মুরজাগণ, আপনাদিগের জন্ম-নগরের প্রাচীন গৌরব বিস্মৃত হইতে অসমর্থ নভগরডীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ, স্বদেশীয় নরপতি অপেক্ষা জারের অধীনে কার্য্য করা অধিক লাভজনকজ্ঞানকারী লিথুয়ানিয়ান উচ্চবংশীয়গণ, টিউটনীয় রাজগণের অত্যাচারে পলায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণ, এবং রুষীয়ার প্রত্যেক প্রান্ত হইতে সমাগত বহুল অস্ত্রোপজীবীকে দেখিতে পাই। এরূপ বিভিন্নপ্রকার মানবদিগের দ্বারা কখনই প্রবল স্থায়ী রাজনৈতিক বাধা উপস্থিত হইতে পারে না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে প্রাচীন জারবংশ লোপ প্রাপ্ত হয়, এবং ক্ষণস্থায়ী রাজ-নৈতিক বিপ্লবের পর প্রজাদিগের অভিলাষমত—অন্ততঃ যাঁহারা প্রজাদিগের প্রতি-নিধি বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহাদিগের দ্বারা রোমানফ বংশের একজনকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। এই পরিবর্ত্তনসূত্রে উচ্চবংশীয়দিগের অবস্থা কতকটা ভাল হয়। যে জার ইভান, "ভয়ঙ্কর" নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহার দ্বারা তাঁহারা সেরূপ নিগৃহীত, উৎপীড়িত এবং বর্ব্বরতামূলক নিষ্ঠুরভাবে দণ্ডিত হইতেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের সেরূপ নিগ্রহ এবং দণ্ডভয় দূর হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণী বলিয়া, কোনপ্রকার রাজনৈতিক স্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। এই সময়েও এখানে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবার এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল, কিন্তু রাজ-নৈতিকদল বলিলে যাহা বুঝায়, সেরূপ কোন দল ছিল না। প্রত্যেক পরিবার এবং দল, কিসে জারের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায়, কেবল ইহাই প্রধান চিন্তনীয় জ্ঞান করিতেন।

এই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলির মধ্যে কোন্ পরিবার অগ্রে সম্মান পাইবে, ইহা লইয়া সর্ব্বদাই যে বিবাদ উপস্থিত হইত, রুষীয়ার ইতিহাসের তাহা একটী কৌতূহলজনক অধ্যায়। প্রাচীন পরিজনতন্ত্র ধারণা অর্থাৎ পরিবারের সকল ব্যক্তিই সমান, তাহার মধ্যে ভেদাভেদ কিছুমাত্র হইতে পারে না, এই ধারণাটী এই সময়েও অত্যন্ত প্রবল ছিল, সুতরাং কোন পরিবারের যে কোন একজনের

সম্মানসূচক পদোন্নতি বা অবমাননামূলক পদাবনতি হইলে, পরিবারের অন্যান্য সকলেই আপনাদিগের মান ও অপমান বোধ করিতেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব জারগণের অধীনে যে সম্ভ্রান্ত পরিবার, যেরূপ পদসম্ভ্রম পাইয়াছিলেন, তদনুসারে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের পদসম্ভ্রমের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইত; এবং যদি কোন পরিবারের কোন লোক যেরূপ পদ পাইবার অধিকারী ছিলেন, তদপেক্ষা কোন নিম্নপদ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সেই পরিবারের অপর সকলে সেই সূত্রে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিতেন। যখন কোন রাজকার্য্যালয়ের কোন একটী পদে একজন নূতন লোককে নিযুক্ত করা হইত, তখন সেই নূতন লোকের অধীনে যে সকল লোক কাজ করিত, তাহারা রাজকীয় কাগজপত্র এবং আপনাদিগের বংশকারিকা এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিত যে, তাহাদিগের নূতন উপরিতন প্রভুর কোন পূর্ব্বপুরুষ তাহাদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষের অধীনে কোনরূপে কাজ করিয়াছিলেন কি না। অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কোন একজন যদি দেখিত যে, উক্ত নূতন উপরিতন প্রভুর কোন পূর্ব্বপুরুষ তাহার কোন পূর্ব্বপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছিল, তাহা হইলে, সে, সে অবস্থায় জারের নিকট এই বলিয়া অনুযোগ করিত যে, যাঁহার বংশগত সম্মান তাহার অপেক্ষা কম, তাঁহার অধীনে কাজ করা অপমানজনক। যদি এরূপ কোন অনুযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ হইত, তাহা হইলে, অনুযোগকারির কারাদণ্ড বা শারীরিক দণ্ড হইত, কিন্তু এরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও পদসম্ভ্রম লইয়া নিয়তই বিবাদ হইত। কোন একটা যুদ্ধারম্ভের সময় নিশ্চয়ই উক্তবিধ বিপদ উপস্থিত হইত, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিত, সেব্যক্তি প্রায়ই জারের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়া লইত না। আমি একটী ঘটনা জানি যে, একজন উচ্চপদস্থ লোক, আপনার বংশগত সম্ভ্রমাপেক্ষা কম বংশগত সম্ভ্রমযুক্ত লোকের অধীনে যাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে না হয়, তজ্জন্য আপন ইচ্ছায় স্বীয় হস্ত ভগ্ন করিয়া ফেলেন। এমন কি জারের সহিত একত্রে ভোজে উপবেশন কালেও নিতান্ত অপ্রিয়জনক কাণ্ড সকল ঘটিত, কারণ প্রত্যেক আমন্ত্রিত ব্যক্তির সন্তোষ সাধিত হয়, এমত ভাবে সকলের আসন নির্দ্দেশ করা কঠিন হইত। একটী লিখিত ঘটনায় জানা যায় যে, একদা একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়কে ভোজসভায় আর একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় ব্যক্তির নিম্নে আসন দেওয়া হইলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে জারের নিকট ব্যক্ত করেন যে, আমার উপরে যাঁহাকে আসন দেওয়া হইয়াছে, তিনি বংশমর্য্যাদায় আমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সুতরাং আপনি আমার প্রাণদণ্ড করুন, তাহাও সহ্য করিব, তথাপি তাঁহার নিম্নের আসনে বসিয়া অপমানিত হইতে পারিব না। আর একবার উক্তপ্রকারে অসন্তুষ্ট আর একজন আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি আসন হইতে টেবিলের নিম্নে গমন করিয়া, আপনার বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পিটার দি গ্রেটের শাসনকালে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণের অবস্থা আবার পরি-

বর্ত্তিত হয়। পিটার, স্বীয় ক্ষমতা এবং স্বভাবানুসারে একজন যথেচ্ছাচারী ছিলেন, এবং কোনপ্রকার বাধাপ্রতিষেধ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি নিজে একটা মহান কল্পনা স্থির করিয়া লইয়া, সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বত্র আজ্ঞাবহ, বুদ্ধিমান, এবং উদ্যমশীল লোক দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি নিজে এক সময়ে বিশেষ আবশ্যকবোধে একজন অতি সামান্য শিল্পীর ন্যায় প্রবল আগ্রহের সহিত রাজ্যের কাজ করিয়াছিলেন, স্বতরাং তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকে নিষ্ঠুর দণ্ডের ভয় প্রদর্শনে সেইমত কাজ করিবার জন্য জিদ করেন। উচ্চবংশে জন্ম বা উচ্চ উপাধিধারীদিগের প্রতি তিনি স্বভাবতই নিতান্ত অগ্রাহ্যভাব প্রদর্শন করিতেন। জীবিত লোকদিগের নিকট হইতে কাজ লওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, স্বতরাং তিনি মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের দাবীর দিকে আদৌ দৃকপাৎ করিতেন না। যে যেরূপ বংশে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, যাহার সামাজিক অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিদান না করিয়া, তিনি স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতা এবং গুণ দেখিয়া, তাহাদিগকে পুরস্কার এবং সম্মান দান করিতেন। এই কারণেই যে সকল লোক তাঁহার সহিত রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন রুষীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের কোন সম্বন্ধবন্ধন ছিল না। কাউন্ট য়াগুঝিনস্কি নামক যে রাজপুরুষ, সে সময়ে সাম্রাজ্যের একটী অতি প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার পিতা এক ভজনাগারের একজন সামান্য পরিচারক ছিলেন মাত্র; কাউন্ট ডিভিয়ার একজন পোর্ত্তুগীজ ছিলেন, এবং এক জাহাজের সামান্য পরিচারকের কাজ করিতেন; ব্যারণ সাফরফ একজন ইহুদী ছিলেন; হ্যানিবাল, যিনি প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি একজন নিগ্রো ছিলেন, এবং কনষ্টান্টিনোপলে তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন; এবং প্রকাশ যে, মহামান্যবর প্রিন্স মেনসিকফ পূর্ব্বে একজন রুটীনির্ম্মাতার পরিচারক ছিলেন! এই সময় হইতেই ভবিষ্যতের পক্ষে উচ্চবংশীয়দিগের দাবী দাওয়া রহিত হয়। সকলশ্রেণীর সকল অবস্থার লোককেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইতে থাকে, এবং প্রত্যেকে আপন আপন যোগ্যতা ও গুণানুসারে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। রক্ষণশীলমতাবলম্বীগণ, উক্তপ্রকার ব্যবস্থাকে নিতান্ত বিপ্লবজনক এবং নিন্দনীয় জ্ঞান করিতে থাকেন, কিন্তু সেই মহান স্বেচ্ছাচারী পুরুষের সংস্কারেচ্ছা কেবল এতদ্বারা পূর্ণ হয় না। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া, সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়দিগের আইনসঙ্গত অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। পিটারের শাসন সময় পর্য্যন্ত এমত ব্যবস্থা ছিল যে, সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহাদিগের ইচ্ছা হইত, কেবল তাঁহারাই রাজসরকারে কাজ করিতেন, এবং যাঁহাদিগের ইচ্ছা হইত না, তাঁহারা কোন কাজ করিতেন না, কিন্তু যাঁহারা কাজ করিতেন, তাঁহারা ভূমি সম্ভোগ করিতে পাইতেন এবং তাহা সামন্ত্যভূমিরূপে প্রদত্ত হইত। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়, সামরিক বা দেওয়ানী কার্য্যবিভাগে স্থায়ীরূপে কাজ করিতেন, কিন্তু অধিকাংশই স্বস্ব জমীদারীতে বাস

করিতেন এবং যখন কোন যুদ্ধাদি উপস্থিত হইত, কেবল সেই সময়ে তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিতেন। কিন্তু পিটার যে সময়ে সমধিক পরিমিত স্থায়ী সৈন্যদল সৃষ্টি করেন, এবং শাসনকার্য্যটী একস্থানীয় করিয়া লয়েন, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রুসীয়ার ইতিহাসে যেমন মধ্যে মধ্যে এক একটা প্রবল পরিবর্ত্তন ঘটে, সেইমত উক্ত পরিবর্ত্তনসূত্রে তিনি সামন্ত্যভূমিপ্রণালী একেবারে উঠাইয়া দিয়া, স্বাধীনভাবে ভূমিভোগ-প্রণালী ধার্য্য করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থাও করেন যে, প্রত্যেক উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে—তাঁহার অধিকৃত ভূমি যে প্রণালীগতই হউক না কেন—সম্রাটের অধীনে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সৈন্যদলে, রণতরীবিভাগে এবং দেওয়ানী শাসনবিভাগে কাজ করিতে হইবেই। যে কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় উক্ত ব্যবস্থামত কাজ করিতে অসম্মত হইতেন, প্রাচীন প্রথামত তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তিই যে কেবল রাজসরকারভুক্ত করা হইত এমত নহে; তাঁহাকে বিশ্বাসহন্তারূপে ঘোষণা করিয়া, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করা হইত।

এইপ্রকারে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ রাজ্যের ভৃত্যরূপে পরিণত হয়েন, এবং পিটার তাঁহাদিগকে কঠোররূপে কাজ করাইয়া লইতে থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া কষ্টের সহিত অনুযোগ করিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকে "প্রাচীন সমস্ত স্বত্ব-ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে, এবং তাঁহাদিগের প্রভু সম্রাট, আপন ইচ্ছামত তাঁহাদিগের উপর যে কোন কার্য্যভার অর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা নীরবে বিনা অনুযোগে তাহাই বহন করিতে বাধ্য হইতেছেন। বাস্তবিক এ অনুযোগ কতকটা যুক্তিযুক্ত বটে। তাঁহারা বলিতে থাকেন, "আমাদের দেশ, অন্য কোন জাতিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, যদিও এমত কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু শান্তিসূচক সন্ধিবন্ধন সমাধা হইবামাত্রই আবার একটা নূতন যুদ্ধের কল্পনা করা হইতে থাকে, এবং কেবলমাত্র সম্রাটের নিজের উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করিবার জন্যই—অথবা কেবলমাত্র তাঁহার কোন মন্ত্রির উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করিবার জন্যই সেই যুদ্ধ-কল্পনা করা হয়। সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমাদিগের নিম্নশ্রেণীর লোকগণ এবং কৃষকগণ একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং পূর্ব্বে যেমন কোন কোন সময়ে একটীমাত্র যুদ্ধে আমাদিগকে যাইতে হইত, এখন আর সেরূপ নাই, এখন বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জন্য আমাদিগকে বলপূর্ব্বক পরিবার এবং বাটী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করা যাইতেছে। আমরা ঋণ করিতে এবং অর্থলোভী চোর কর্ম্মচারীদিগের হস্তে আমাদিগের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার দিতে বাধ্য হইতেছি। সেই কর্ম্মচারীগণ সম্পত্তিগুলির এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত করিয়া দেয় যে, যখন আমরা বার্দ্ধক্য বশতঃ কার্য্য ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন আমরা মরণ পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তির পুনরায় উন্নতিসাধন করিয়া উঠিতে পারি না। স্থায়ী সৈন্যদল রক্ষা করায়, আমরা নিতান্ত ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছি, এবং ইহা হইতে এরূপ কুফলোৎপাদিত হইতেছে যে, নিতান্ত নিষ্ঠুর শত্রু সমগ্র সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম

হইলেও ইহার অর্দ্ধেক কুফল উৎপন্ন করিতে বা আমরা যে ক্ষতি সম্ভোগ করিতেছি, তাহার অর্দ্ধেক ক্ষতিও সাধন করিতে পারে না।"

উক্ত স্পার্টান-শাসনপ্রণালী, যাহা, সাম্রাজ্যের শাসননীতির স্বার্থপূরণ জন্য প্রজাদিগের গুপ্ত স্বার্থকে নির্দ্দয়রূপে বিধ্বস্ত করিতে থাকে, তাহার আদিম কঠোরতা কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। নিতান্ত অতিরিক্ততার জন্যই সেই কঠোরতা স্বীয় ভিত্তিমূল অলক্ষ্যে শ্লথ করিয়া ফেলে। সম্পত্তি বাজেআপ্তকরণ এবং প্রাণদণ্ডাজ্ঞারূপ ড্রাকোনীয় বিধিগুলির দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। দায়িত্বপালন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ মঠবাসী সন্ন্যাসী হইতে থাকেন, বণিকরূপে আপনাদিগের নাম লিখিয়া লইতে থাকেন, অথবা পারিবারিক ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইতে থাকেন। একজন সমসাময়িক ব্যক্তি বলেন যে, "কতকগুলি লোক অবাধ্যতা প্রকাশ করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং তাহারা কোনকালে একবারও কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে নাই। ... ... তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ—থিয়োডোর মকিয়েফ। ... ... তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর দৃঢ় আজ্ঞা প্রদত্ত হইলেও কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিত না। যাহারা তাঁহাকে ধরিতে যাইত, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে তিনি ঘুষাঘুষির দ্বারা উত্তম মধ্যম প্রহার করিতেন, এবং যেস্থলে সেই সকল লোককে তিনি প্রহার করিতে পারিতেন না, সেস্থলে তিনি আপনাকে ভয়ানকরূপে পীড়িত বলিয়া প্রকাশ করিতেন, অথবা জড় বা বোবারূপে প্রকাশ করিবার ভাণ করিতেন, এবং পুষ্করিণীর মধ্যে গিয়া, গলাপর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; এবং সম্রাটের যে সকল লোক ধরিতে আসিত, তাহারা চক্ষের অন্তরাল হইলেই তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেন।" †

পিটারের মৃত্যুর পর উক্ত প্রণালীর কঠোরতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে, কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ সেই অর্দ্ধানুগ্রহে তুষ্ট হইতে থাকেন না। ইত্যবসরে রুষীয়া, আসিয়া হইতে য়ুরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে একটী প্রধান রাজ্যরূপে পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্ব হইতেই উচ্চবংশীয়গণ, পাশ্চাত্য-য়ুরোপের ভাবধরণ, সাহিত্য, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, এবং নৈতিক ধারণার কতক কতক জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়গণ, আপনারা যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর অবস্থার সহিত ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির সম্ভ্রান্ত ধনবানশ্রেণীর তুলনা করিতে থাকেন। যাঁহারা নূতন বিদেশীয় ভাবধরণ এবং কল্পনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চক্ষে সেই তুলনা নিতান্তই আপনাদিগের অবনয়নমূলক বোধ হইতে থাকে। পাশ্চাত্য য়ুরোপের ধনবানগণ, স্বাধীন এবং অনুগৃহীত, আপনাদিগের

---

* এই সময়ের প্রুসীয় রাজদূত উক্ত অনুযোগগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

† পসোসকফ, ও স্ক্রুট্টই বোগাসতে।

স্বাধীনতা, ক্ষমতা, এবং শিক্ষার জন্য গর্ব্বিত; অন্যপক্ষে রুষীয়ার সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ রাজ্যের ভৃত্যস্বরূপ, অনুগৃহীত নহে, কোন পদসম্ভ্রম নাই, শারীরিক দণ্ডের অধীন, গুরুতর কার্য্যভারে অবনত এবং সেই কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় নাই। এমতে উচ্চবংশীয়শ্রেণীর যে সকল লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগের শোচনীয় অবস্থার কারণ মহা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন, এবং ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির উচ্চবংশীয়দিগের ন্যায় সামাজিক পদসম্ভ্রম স্বত্ব-স্বাধীনতা পাইবার জন্য অভিলাষী হইয়া উঠেন। ৩য় পিটার, তাঁহাদিগের সেই উচ্চাকাঙ্খা কতক পরিমাণে পূর্ণ করেন। উচ্চবংশীয়গণকে যে রাজসরকারে অবশ্যই কাজ করিতে হইবে বলিয়া বিধি ছিল, তিনি ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে সেই বিধি রহিত করিয়া দেন। তাঁহার মহিষী ২য়া ক্যাথারাইন, এবিষয়ে আরও অনুগ্রহ করেন, এবং ভরিয়ানসভো অর্থাৎ উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের ইতিহাসের এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়া দেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং দায়িত্বপালনের বাধ্যতা দূরে রাখিয়া, তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব স্বত্ব-স্বাধীনতা প্রদান করেন।

উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ সম্বন্ধে ক্যাথারাইন উপযুক্ত কারণ পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বিদেশীয়া ছিলেন, এবং রাজদরবারের চক্রান্তেই তিনি সিংহাসনে অভিষিক্তা হয়েন, সুতরাং খাঁটী জারগণ যেরূপ প্রজাসাধারণের নিকট দেব-তুল্যরূপে সম্মানিত হইতেন, তিনি সেই প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে সেরূপ সম্মাননীয় ভাবের উদ্রেক করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি উচ্চশ্রেণীর লোকদিগেরই সহায়তা-প্রত্যাশিনী হয়েন, কারণ উচ্চশ্রেণীর লোকগণ, নিম্নশ্রেণীর মত আইনের ঠিক মূলসূত্র পালনে ততটা নিতান্ত মনোযোগী ছিলেন না। সেই জন্যই যে ঘোষণাপত্রে সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অনিবার্য্য বাধ্যতা ছিল, তাহা রহিত করিবার ঘোষণাপত্রে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং পুরস্কার ও সম্মান দান দ্বারা সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়দিগকে রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্তা হয়েন। তিনি যে সকল ঘোষণা এবং মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তৎসমস্তেই সেই উচ্চবংশীয়গণের নিতান্ত তোষামোদজনক প্রশংসা করিতেন, এবং সেই সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়দিগের ইহাই হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহাদিগের রাজভক্তি এবং আনুরক্তির উপরই রাজ্যের উন্নতি ও মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যদিও তাঁহার নিজের রাজ-নৈতিকশক্তির কোন অংশ পরিত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি প্রত্যেক প্রদেশের উচ্চবংশীয়দিগকে লইয়া, একটী সমবায়িত সমাজ সৃষ্টি করেন, এবং ফ্রান্সের প্রদেশীয় পার্লিয়ামেণ্ট নামক সভার ন্যায় সেই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে, এমত ধার্য্য করেন এবং উক্তবিধ সমাজের উপর অনেকটা স্থানীয় শাসনভার দান করেন। এইরূপ এবং অন্যান্যবিধ উপায় এবং পুরুষের ন্যায় উদ্যমশীলতা ও স্ত্রীস্বভাবসুলভ প্রাজ্ঞতার দ্বারা তিনি সকলের পরমপ্রিয়-পাত্রী হয়েন, এবং সাধারণ রাজকীয় কার্য্যসম্বন্ধে সকলের যে প্রাচীন ধারণা ছিল,

তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে রাজসরকারে কাজ করা কেবল বৃথা ভারবহন বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু সকলে এসময়ে সেরূপ কোন কাজ পাইলে, আপনাকে অনুগৃহীত ও সম্মানিত জ্ঞান করিতেন। যে সহস্র সহস্র উচ্চবংশীয়, রাজসরকারে কার্য্য করিবার বাধ্যতামূলক আইনের তিরোধানের পর স্বস্ব জমীদারীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার এই সময়ে দলেদলে প্রত্যাগমন করিয়া, পুনরায় রাজসরকারে কাজ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন, বিশেষতঃ তুর্ক-দিগের বিরুদ্ধে রুষীয়া এই সময়ে প্রশংসনীয়রূপে জয়লাভ করায়, সকলেরই হৃদয়ে দেশহিতৈষিণাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠায় এবং পদোন্নতিলাভের বহুল সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, উচ্চবংশীয় সাধারণের উক্ত প্রকার পদপ্রাপ্তি-কামনা স্বতই প্রবলরূপে বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ের একখানি প্রহসনে * লিখিত হয় যে, "কেবল ভূস্বামীগণ নহেন, সকল লোকেই এমন কি দোকানদার এবং জুতাসেলাইওয়ালারা পর্য্যন্ত সৈনিকপুরুষ হইতে চাহে, এবং যে লোকটী ইহজীবনে কোন সামরিক পদ পায় নাই, তাহাকে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করা হয় না।"

ক্যাথারাইন আরও অনেক করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ লুইর সমুজ্জ্বল শাসন-কাল হইতে সমগ্র য়ুরোপে যে একটী মন্তব্য সাধারণ্যে স্বীকৃত হইতে থাকে, তিনিও সেই মন্তব্যটীর পক্ষপাতিনী হয়েন। সে সময়ে সাধারণ্যে এই মতবাদ প্রকাশ হয় যে, সুসভ্য, আড়ম্বরপ্রিয়, আমোদান্বেষী, উচ্চবংশীয় রাজপারিষদগণ কেবলমাত্র রাজতন্ত্রশাসনের দৃঢ় দুর্গস্বরূপ নহেন, প্রত্যেক মহোচ্চরূপে সভ্যসাম্রাজ্যের প্রয়ো-জনীয় অলঙ্কারস্বরূপ। স্বীয় সাম্রাজ্যটী যাহাতে সেই মহোচ্চ সভ্য সাম্রাজ্যরূপে বিদিত হয়, মহিষীর এমত বিশেষ কামনা থাকায়, তিনি সেই জাতীয় অলঙ্কার সৃষ্টি করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর হৃদয়ে ফরাষী-সভ্যতার প্রতি অনুরাগ পূর্ব্ব হইতেই বিরাজ করিতেছিল, এই সময়ে সেই অনুরাগ তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিতে থাকে, এবং এবিষয়ে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই সফল হয়। এইরূপে সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাজসভা, ভার্সেলিসের রাজসভার ন্যায় সমুজ্জ্বল, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিশেষ অনুরাগী এবং অগম্ভীর হইয়া উঠে। যাঁহারা মহোচ্চ সম্মানের আকাঙ্খা করিতে থাকেন, তাঁহারা ফরাষী হাব-ভাব-ধরণ অবলম্বন করেন, ফরাষী ভাষায় কথোপকথন করিতে থাকেন, ফরাষী ভাষার প্রাচীন উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির নিতান্ত পক্ষপাতী ও প্রশংসাকারী হইয়া উঠেন। রাজপারিষদগণ, কিসে সম্মান থাকে, এই প্রশ্ন লইয়া কথোপকথন করিতে থাকেন। একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চ-বংশীয়ের পদসম্ভ্রমোপযোগী কার্য্য কি, তাহার আলোচনা করিতে থাকেন, "যে বীরত্ব-বিজ্ঞাপক ভাব লইয়া ফ্রান্সের গৌরব এবং অলঙ্কার সৃষ্ট হইয়াছে," তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহগণ যেরূপ নিতান্ত অবনত

---

* নিয়াঝিন্না, "খভাসতুন।"

অবস্থায় ছিলেন, সভয়ে তাহা স্মরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন, "পিটার দি গ্রেট, বংশ এবং পদমর্য্যাদার প্রতি দৃকপাৎ না করিয়া, স্বীয় পারিষদগণকে প্রহার করিতেন; কিন্তু এখন যদি আমাদিগকে প্রহার বা বেত্রাঘাত করা হয়, এমন কি স্বয়ং খ্রীষ্ট যদি স্বীয় পবিত্র হস্তে আমাদিগকে বেত্রাঘাত করেন, তাহা হইলে, সেই দণ্ডগ্রহণের পর জীবিত থাকা অপেক্ষা আমরা প্রাণদণ্ড শ্রেয়ঃ মনে করি।"

সেন্ট পিটার্সবর্গের রাজদরবারে উক্ত প্রকার যে ভাব-ধারণার আবির্ভাব হয়, তাহা ক্রমশঃ উচ্চবংশীয়দিগের নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তৎকালীন সাধারণ দর্শক সহজেই দেখিতে পান যে, ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণীর অবিকল অনুরূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল আদর্শের সহিত অনুকরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল না। রুষীয় উচ্চবংশীয়গণ সহজেই ফরাষী ভদ্রলোকদিগের ভাষা শিক্ষা এবং বাহ্যিক বুদ্ধিগত এবং আকৃতিগত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেও সমর্থ হয়েন; কিন্তু মনুষ্য-স্বভাবের গভীরতম এবং সূক্ষ্মাংশগুলি, যেগুলি অতীত পূর্ব্বপুরুষগণের মার্জ্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট, সেগুলি কিন্তু সহজে দ্রুতগতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ফরাষী ভদ্রলোকগণ, কুলীন সামন্তগণের বংশধর ছিলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মূলভাব-ধারণা তাঁহাদিগের স্বভাবের মধ্যে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল ছিল। বাস্তবিক তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় রাজার প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিতেন না, এবং তাঁহাদিগের ভাষা, সমাদৃত সাময়িক প্রজাপ্রভুত্বমূলক-দর্শনোক্তিতে বিজড়িত থাকিত না, কিন্তু তাঁহারা সামন্ত্যশাসনপ্রণালীর উন্নত সময় হইতে সমাগত শিক্ষাজ্ঞান এবং নৈতিক বলের অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং সে সময়ে মহান বিপ্লবের যে পূর্ব্ব সূচনা হইতেছিল, সেই বিপ্লবও তাঁহাদিগের সেই অধিকার গ্রাস করিতে পারে নাই। অন্য পক্ষে রুষীয় উচ্চবংশীয়গণ তদ্বিপরীতে পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে অন্যপ্রকার শিক্ষাজ্ঞান এবং ধারণা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা এবং পিতামহ উচ্চবংশীয়শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই শ্রেণীর স্বত্ব-স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কেবল গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শারীরিক দণ্ডগ্রহণ কলঙ্ক-জনক জ্ঞান করিতেন না, এবং তাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্রলোক বা বয়ারদিগের বংশধর জ্ঞান করিয়া, সম্মানের জন্য চেষ্টিত ছিলেন না, বরং ব্রিগেডিয়ার (সৈনিক), কলেজ এসেসার, বা প্রিভি কাউন্সিলারপদের সম্মানের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদিগের পদসম্ভ্রম কেবল জগদীশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত না, রুষীয়ার সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। এমত অবস্থায় ক্যাথারাইনের সভায় সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বিত উচ্চবংশীয় পারিষদও, স্বীয় মাতৃভাষা অপেক্ষা ফরাষী ভাষায় উৎকৃষ্টরূপে কথোপকথন করিতে সক্ষম হইলেও মহোচ্চবংশের গুরুত্ব, তাহার পবিত্রতা, এবং তাহার সহিত যে, বহুল সামন্ত্য-কল্পনাবলী বিজড়িত, তৎসমস্তসম্বন্ধীয় ধারণার অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। সুতরাং উচ্চবংশীয়গণ স্বদেশীয়

শিক্ষাসভ্যতার বাহ্যিক অংশ গ্রহণে সক্ষম হইলেও প্রকৃত গুরুত্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। প্রিন্স শ্চাহারবাটফ, যিনি স্বীয় সহযোগীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক খাঁটী উচ্চবংশ-গৌরবে গর্ব্বিত ছিলেন, তিনি বলেন যে, "উচ্চবংশীয়গণের প্রাচীন গর্ব্ব একেবারে পতিত হইয়াছে! এখানে এখন আর সম্মাননীয় পরিবার নাই, কেবল রাজকীয় পদ এবং ব্যক্তিগত গুণই আছে। সকলেই রাজসরকারে পদপ্রার্থী, এবং সকলেই প্রত্যক্ষ কার্য্য করিয়া সম্মান পাইবার সুবিধা পান না বলিয়া, অন্যান্য সকল প্রকার উপায়ে—রাজার তোষামোদ করিয়া, এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের তোষামোদ করিয়া, সম্মান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে।" এই অনুযোগের মধ্যে বহুল সত্য বিরাজিত, কিন্তু গহনবনমধ্যে রোদন যেমন নিস্ফল হয়, সেইমত এই এক জন মাত্র উচ্চবংশীয়ের উক্তিও বিফল হইয়া যায়। সমগ্র শিক্ষিতশ্রেণী—প্রাচীন এবং আধুনিক বংশের লোকগণ (কয়েকজন ব্যতীত) রাজসরকারে পদসম্ভ্রমের চেষ্টায় এতদূর লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁহারা উক্ত বিলাপের প্রতি আদৌ মনোযোগ দান করিতে অবসর পাইতেন না।

রুষীয় উচ্চবংশীয়গণ, তাঁহাদিগের এই নূতন মূর্ত্তিতে ফরাষী আদর্শের যতদূর অসম্পূর্ণ অনুকরণস্বরূপ ছিলেন, ইংরাজ উচ্চবংশীয়গণের সহিত তাঁহাদিগের সাদৃশ্য তদপেক্ষা আরও অধিক কম ছিল। ক্যাথারাইন স্বভাবতই উদারনীতিমূলক ভাব প্রকাশ করিলেও তিনি স্বীয় যথেচ্ছাচার-শাসনশক্তির এক তৃণও পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিনী ছিলেন না, সুতরাং উচ্চবংশীয়শ্রেণী কোনকালেই তাঁহার নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ছায়া পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই নূতন পদসম্ভ্রম এবং গর্ব্বিতভাবের ভিতর প্রকৃত স্বাধীনতা কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহারা যে কিছু কাজ করিতেন, বা প্রকাশ্যে যে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সাম্রাজ্ঞীর অপ্রাকৃত বা প্রাকৃত ইচ্ছা কি, তাহা জানিয়াই সেইমত করিতেন, এবং সাম্রাজ্ঞী কিসে তুষ্ট হইবেন, তাঁহারা সেই কার্য্যে আপনাদিগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞানশক্তি সমধিক প্রয়োগ করিতেন। একজন সমসাময়িক দর্শক * বলেন, "লোকেরা কোন মতে বৈঠকখানায় বসিয়া রাজনৈতিক কোন কথা কহেন না, এমন কি সাম্রাজ্ঞীর প্রশংসাও করেন না। ভয়ে লোকে সতর্কভাব অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে, রাজধানীর সমালোচকগণ কেবল মাত্র নিতান্ত বিশ্বস্ত মিত্রের নিকট বা আরও বিশ্বস্ত আত্মীয়গণের নিকট আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করেন। যাঁহারা এরূপে নিষেধ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা মস্কাউতে চলিয়া যান। মস্কাউকে প্রতিবাদের মধ্যস্থল বলা যাইতে পারে না, কারণ যে রাজ্যে যথেচ্ছাচার-শাসন নীতি প্রচলিত, সে রাজ্যে প্রতিবাদ থাকিতেই পারে না, সুতরাং মস্কাউ কেবল অসন্তুষ্টদিগের রাজধানী।" কিন্তু সেই মস্কাউতেও সেই অসন্তোষ রাজসমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহস

* সেগার, যিনি ফ্রান্সের রাজদূতরূপে বহুকাল ক্যাথারাইনের সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

করিত না। আরএকজন প্রত্যক্ষদর্শক (সাবাণিয়ার ডে কাবরেস), যিনি ভাসে´-লিসের রাজসভাসদগণের সম্পূর্ণ রাজাজ্ঞাপালন দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন, "আপনি মস্কাউতে যাইলে, ভাবিবেন যে, যে সকল সাধারণতন্ত্রবাদী অল্পদিন হইল, অত্যাচারী রাজার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, আপনি যেন তাহাদিগেরেই মধ্যে উপস্থিত, কিন্তু সেখানে রাজাগমন হইলেই সেই সকলকেই আবার অনুগত ক্রীতদাসের মত দেখিতে পাইবেন।"

যদিও উক্ত প্রকারে উচ্চবংশীয়শ্রেণী রাজনৈতিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা চালনা করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু প্রদেশীয় সভার দ্বারা এবং স্থানীয় শাসনকার্য্যে তাঁহারা যে অংশ গ্রহণ করিতেন, তদ্দ্বারা, তাঁহারা রাজ্যের মধ্যে কতকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু আসল কথা এই যে, তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না, উপযুক্ত ধৈর্য্য ছিল না, এবং সেরূপ নীতির অনুকরণ করিবার কামনাও ছিল না। অধিকাংশ ভূস্বামী, রাজসরকারে কাজ করিয়া, পদোন্নতির সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া, গ্রাম্য ভদ্রলোকের ন্যায় শান্তভাবে জীবনাতিবাহিত করা ভাল বোধ করিতেন; এবং যাঁহারা আপনাদিগের জমীদারিতে স্থায়ীরূপে বাস করিতেন, তাঁহারা স্থানীয় শাসনের সকল বিষয়েই নিশ্চিত বিরাগ এবং অগ্রাহ্যভাব প্রদর্শন করিতে থাকেন। রাজকীয় পত্রে যে, অনুগ্রহ "উচ্চবংশীয়দিগের বিশ্বস্ততার কারণ, এবং তাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য উদারভাবে জীবনোৎসর্গ করায় প্রদত্ত হইয়াছে" বলিয়া বিবৃত হয়, যে শ্রেণী উক্ত অনুগ্রহ ভোগ করেন, তাঁহারা সেই অনুগ্রহকে একটা নূতন প্রকার বাধ্যতামূলক কার্য্য বলিয়া—গ্রাম্য পুলিশের বিচারপতি এবং কর্ম্মচারী সরবরাহ করিবার বাধ্যতা-মূলক বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকেন।

উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়াও উচ্চবংশীয়গণ যে, সে সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী রাজার স্বেচ্ছাচারের অধীন ছিলেন, এসম্বন্ধে যদি অতিরিক্ত কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্যাথারাইনের উত্তরাধিকারী, অত্যাচারী, খামখেয়ালী, নৃশংস পুত্র ১ম পলের শাসনে ইহাঁদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখিলেই জানিতে পারি। রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষগণের অবস্থা সে সময়ে কতদূর অবনয়নজ্ঞাপক ছিল, কোন একটী কাজে, কোন একটী কথায় বা কোন প্রকার মুখভাবে পাছে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, এই ভয়ে সকলে কিরূপ ভীত থাকিতেন, তাহা তৎসাময়িক স্বহস্তলিখিত জীবনীগুলি পরিষ্কার বর্ণে চিত্রিত করিয়া দিতেছে। যখন আমরা সেই জীবনীগুলি পাঠ করি, তখন আমাদিগের সমক্ষে যেন সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের অধীনস্থ প্রাচীন রোমের চিত্র উপস্থিত দেখিতে পাই। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই সম্রাট পল, স্বীয় মাতার প্রিয়পাত্রগণের উদ্ধত ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পদগর্ব্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে এবং যাহারা সেইরূপে

গর্ব্বিত; তাঁহাদিগের অবনয়নসাধন করিতে কোন সুযোগই ত্যাগ করেন না। একদা, ডুমুরিয়েজ, হটাৎ রাজসভার একজন ক্ষমতাশীল বড়লোকের নামোল্লেখ করায়, সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলেন, "মহাশয়, শুনুন, এখানে বড়লোক কেহই নাই। আমি যাঁহার সহিত যতক্ষণ কথা কহিব, ততক্ষণই তিনি বড়লোক।"*

ক্যাথারাইনের শাসনের পর হইতে বর্ত্তমান সম্রাটের শাসন সময় পর্য্যন্ত উচ্চ-বংশীয়শ্রেণীর আইনসঙ্গত পদস্বত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার স্রোত ক্রমাগত আগমন করিতে থাকায়, তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ক্যাথারাইনের রাজসভায় কেবল মাত্র ফরাষী শিক্ষাসভ্যতার যে চর্চ্চা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তাহা রাজসভা হইতে ক্রমশঃ এত নিম্নগামী হয় যে, যে কেহ আপনাকে "সভ্য" রূপে পরি-চিত করিতে অভিলাষী হইতেন, তিনিই মধ্যবিৎরূপে ফরাষীভাষায় কথাবর্ত্তা কহিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য-য়ুরোপের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অন্ততঃ কতকটা বাহ্যিক জ্ঞানও ছিল। আইনের চক্ষে অন্যান্যশ্রেণীর সহিত তাঁহাদিগের এই একমাত্র প্রধান পার্থক্য দৃষ্ট হইত যে, তাঁহারা দাসপূর্ণ-জমীদারীর অধিকারী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাসত্বপ্রথা তিরোহিত হইলে, তাঁহাদিগের সেই বিশেষ স্বত্বটুকুও দূর হইয়া যায়, এবং তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সেই কৃষকেরা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর হইতে শাসনবিভাগের যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তদ্দারা প্রদেশীয় সমাজগুলি পূর্ব্বে যে কোন বিশেষ ক্ষমতা সম্ভোগ করিতেন, তাহাও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এমতে বর্ত্তমানকালে তাঁহাদিগের স্থানীয় শাসন-স্বত্ব এবং ভূসম্পত্তির অধিকার-স্বত্ব দেশের অন্যান্যশ্রেণীর সমতুল্য হইয়া পড়িয়াছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া, পাঠক সহজেই জানিতে পারিলেন যে, রুষীয় উচ্চবংশীয়শ্রেণী পূর্ব্বে ঐতিহাসিক বিচিত্র বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া আসিয়াছেন। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের উচ্চবংশীয়গণ, যেরূপ রাজনৈতিক অবস্থায় পতিত হয়েন, তাহাতেই তাঁহারা আদিম সময় হইতে একজাতীয় এক সম্প্রদায়রূপে সৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা একপক্ষে রাজার সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্খার বিরুদ্ধে, অন্যপক্ষে নাগরিক ধনী, ব্যবসায়ী, বণিকশ্রেণীর আক্রমণ নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন; এবং সেই প্রবল শক্তিমান প্রতিদ্বন্দীদ্বয়ের সহিত বিবাদসূত্রে তাঁহারা সকলেই বিশেষরূপে একতাবদ্ধ, এবং ক্ষমতাশালী একমতাবলম্বী হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের দলে নূতন সভ্য সকল প্রবেশ করিতে থাকেন, কিন্তু সেই নূতন সভ্যসংখ্যা এত সামান্য ছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত দ্রুতগতি মিশিয়া যান, এবং তাঁহাদিগের প্রবেশসূত্রে সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ রীতিনীতি ভাব-ধারণা

* সম্রাট নিকোলাস এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, ভ্রমক্রমে প্রায়ই এমত প্রকাশ করা হয়। সেগার এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, এবং সেই সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ রক্তের কিছুমাত্র বিষম সংমিশ্রণও ঘটে না। এই শ্রেণী ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র শিক্ষাজ্ঞান এবং নৈতিক ধারণার সহিত যেন একটী স্বতন্ত্রবর্ণে পরিণত হয়, এবং যতদিন না মধ্যশ্রেণীর চিরপরিবর্দ্ধনশীল শক্তি, তাঁহাদিগের প্রাবল্য হ্রাস করিতে পারিয়াছিল, ততদিন তাঁহারা সবলে আপনাদিগের স্বত্বক্ষমতা রক্ষা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশে ইহার ভাগ্য বিভিন্নপ্রকার হয়। জার্ম্মাণী ইহার সেই স্বাতন্ত্র্যভাব ধরিয়া থাকেন, এবং আজিও সেই প্রাচীন সামাজিক স্বাতন্ত্র্যভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ফ্রান্সে রাজা কর্ত্তৃক ইহার রাজনৈতিক প্রাবল্য রহিত এবং রাষ্ট্রবিপ্লবসূত্রে ইহা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইংলণ্ডে ইহা আপনার আকাঙ্খা আতিশয় হ্রাস করিয়া দেয়, মধ্যশ্রেণীর সহিত সদ্ভাব স্থাপন করে, বিধিসঙ্গত রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালীরূপ আবরণের মধ্যে ধনীপ্রভুত্বমূলক সাধারণ-তন্ত্রপ্রণালী সৃষ্টি করে, এবং মিত্রস্বরূপ যে মধ্যশ্রেণী, রাজশক্তি-হ্রাসকার্য্যে ইহার সহায়তা করিয়াছিল, আবশ্যকমত একটু একটু পরিমাণে তাহার হস্তে আপনাদিগের রাজনৈতিক স্বত্বশক্তি প্রদান করে। এমতে জার্ম্মাণ ব্যারণ, ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক, এবং ইংরাজ উচ্চবংশীয় এই তিনটী তিনপ্রকার বিশেষরূপে চিহ্নিতভাবে দৃষ্ট হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সকলপ্রকার পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদিগের সকলের একবিধ স্বার্থ যথেষ্ট আছে। নিম্নশ্রেণীর উপর অবিনাশী প্রাধান্যমূলক আন্তরিক গর্ব্বিতভাবটী ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁহারা সকলেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তৎসহ অন্য যে শ্রেণী তাঁহাদিগের আততায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ ছিলেন, এবং এখনও আছেন, সেই শ্রেণীর উপর সতর্কতার সহিত লুক্কাইত ন্যূনাধিক ঘৃণাও পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

রুষীয় উচ্চবংশীয়দিগের চরিত্রে এরূপ কিছুই নাই। সমধিক পরিমিত এবং সমধিক বিভিন্নগুণবিশিষ্ট উপকরণ লইয়াই রুষীয়ার উচ্চবংশীয়শ্রেণী সৃষ্ট, এবং অন্যপক্ষে সেই উপকরণগুলি আপন ইচ্ছায় একত্র সংবদ্ধ হইয়া, একটী সাম্প্রদায়িক পূর্ণমূর্ত্তিও ধারণ করিতে পারে নাই, বরং যথেচ্ছাচার-শাসনশক্তির গুরুভারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই সম্প্রদায় কোনকালেই রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার যে কিছু স্বত্বক্ষমতা আছে, তাহাও রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত, সুতরাং সম্রাটের ক্ষমতাশক্তির বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়ের একটা দৃঢ় আমূলবদ্ধ কোনপ্রকার ঈর্ষা বা ঘৃণা নাই। অন্যপক্ষে এই শ্রেণীকে কোনকালেই সাম্রাজ্যের অন্য কোন শ্রেণীর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় নাই, এবং সেই জন্য সেই সকল শ্রেণীর প্রতি ইহার কোন শত্রুতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীভাব আদৌ নাই। যদি আমরা কথন কোন উচ্চবংশীয় রুষীয়কে সক্রোধে সম্রাটের যথেচ্ছাচার এবং নাগরিক ধনী, বণিক, ব্যবসায়ীশ্রেণীর গর্ব্বিতভাবসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে দেখি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তিনি যে কেবল প্রচলিত মধ্যসাময়িক ধারণা অনুসারে সেরূপ বলিতেছেন, তাহা নহে, তিনি কেবলমাত্র আধুনিক

সামাজিক এবং রাজনৈতিক দার্শনিকগণের মূলনীতিসূত্র জ্ঞাত হইয়াই এরূপ বলিতেছেন। ইহাঁরা যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর ক্রমান্বয়ে এতাধিক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে যে, এই শ্রেণীর একটা কোন অতি প্রাচীন প্রবাদ নাই বা কোন একটা বদ্ধমূল কুসংস্কারও নাই, এবং যখন যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, এই শ্রেণী তখনই স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে তদনুগত করিয়া লয়েন। বাস্তবিক সাধারণ্যে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অতীত অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতিই এই শ্রেণীর দৃষ্টি অধিক, এবং যে কোন কল্পনার বক্ষে উন্নতির চিহ্ন সমন্বিত, এই শ্রেণী তাহাই অবলম্বন করিতে সতত প্রস্তুত। এই সম্প্রদায় প্রাচীন প্রবাদ এবং কুসংস্কারশূন্য হওয়ায়, উদার আগ্রহ প্রকাশে সমর্থ এবং অবস্থা-পরিবনর্ত্তমূলক কার্য্যানুষ্ঠান করিতেও সক্ষম, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে নৈতিক সাহস এবং যে কোন কার্য্যে অটলতা নাই। এক কথায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার দ্বারা যে, একটা বিশেষ গুণ বা বিশেষ দোষ উৎপন্ন হয়, এসম্প্রদায়ের তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, আমরা এই তথ্যটী প্রকাশ করিতে পারি যে, আমরা যাহাকে সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়শ্রেণীর গর্ব্বিত ভাব বলি, রুষীয় উচ্চবংশীয়শ্রেণীর তাহা নাই—সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়শ্রেণী বলিলেই, তাহার সহিত ঔদ্ধত্য, গর্ব্ব এবং স্বাতন্ত্র্যভাব বিজড়িত বলিয়া যে মনে হয়, তাহা ইহাঁদিগের নাই। আপনাদিগের ধন, বা বিদ্যা, অথবা উচ্চরাজকীয়পদের জন্য গর্ব্বিত, এরূপ অনেক রুষীয়কে আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এমত কোন রুষীয়কে প্রায় দেখা যায় না, যিনি উচ্চবংশজাত বলিয়া গর্ব্বিত অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মহোচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ছিলেন, স্মৃতরাং তিনি আপনাকে সামাজিক পদসম্ভ্রম এবং রাজনৈতি স্বত্ব-শক্তির কোন প্রকার অধিকারী জ্ঞান করেন। রুষীয় উচ্চবংশীয়শ্রেণী সেরূপ কল্পনা নিতান্ত বিসদৃশ এবং উপহাস্য বোধ করেন। এই জন্যই বাস্তবিক রুষীয়ায় আদৌ উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী নাই বলিয়া যে, সর্ব্বদাই বলা হয়, তাহার মধ্যে কতকটা সত্য বিরাজমান।

বাস্তবিক সমস্ত উচ্চবংশীয়শ্রেণীকে ধরিলে, রুষীয়ায় কুলীনপ্রভৃত আছে, এমত বলা যায় না। যদিই উক্ত শব্দটী প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে, যে কয়টী উচ্চ-বংশীয় পরিবার রাজদরবারের সহিত বিজড়িত এবং যাঁহারা উচ্চবংশীয়শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসনে আসীন বলিয়া গণ্য, তাঁহাদিগকেই কুলীন বলা যাইতে পারে। উক্ত কুলীন-সমাজের মধ্যে অনেক প্রাচীন পরিবার আছে, কিন্তু তাহার মূলভিত্তি—রাজ-কীয়পদ এবং সাধারণ শিক্ষাজ্ঞান, উচ্চবংশে জন্ম বা বিশুদ্ধরক্ত নহে। উক্ত সমাজের কতকগুলি সভ্য, সামন্তদিগের ধারণামত উচ্চবংশে জন্ম, এবং সম্ভ্রান্ত বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির গর্ব্ব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগের একটী বিশেষ গুণ বলিয়া প্রকাশ পায় না। যদিও তাঁহারা স্বভাবতঃ কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র-ভাবে থাকেন, কিন্তু জার্ম্মাণ আডেলের মধ্যে আমরা যে, স্বতন্ত্র বর্ণভাব দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না, এবং টাফেলফাহিগ্‌কেইট নামক সমাজ-বিধির

অর্থ বুঝিতে ইহাঁরা একেবারে অসমর্থ অর্থাৎ যে ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অন্ততঃ কতক লোক সম্ভ্রান্ত ছিলেন না, তিনি রাজার সহিত ভোজস্থলে উপবেশন করিবার যোগ্যপাত্র নহেন, এরূপ ধারণাও তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাঁরা ইংরাজ কুলীনদিগকে আপনাদিগের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কোন না কোন দিন ইংরাজকুলীন এবং সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ন্যায় সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, মনে মনে এই গুপ্ত আশাটীকে পোষণ করিতে-ছেন। যদিও ইহাঁদিগের বিধিসঙ্গত কোন নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব নাই, কিন্তু রাজদরবারে এবং শাসনবিভাগে ইহাঁদিগের প্রকৃত পদ-ক্ষমতা যেরূপ, তাহাতে ইহাঁরা সাধারণ রাজকার্য্যে আপনাদিগের পদোন্নতির বিশেষ সুবিধা পাইতেছেন। অন্যপক্ষে পিতার মৃত্যুর পর সকল পুত্রই ভূসম্পত্তি সমভাবে বিভাগ করিয়া লইতে পারে, এই যে বিধিমত ব্যবস্থা এবং প্রথা আছে, ইহার দ্বারা এই শ্রেণীর অস্তিত্ব লোপ হইতেছে। নূতন লোকেরা রাজকার্য্যালয়ে পদ প্রাপ্ত হইয়া, বলপূর্ব্বক এই শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যপক্ষে অনেক প্রাচীন পরিবার দীনতার কারণ এই শ্রেণী হইতে অন্তর্হিত হইতে বাধ্য হইতেছেন। একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামীর পুত্র—এমন কি একজন গ্রাম্য পাদরীর পুত্র পর্য্যন্ত রাজ্যের যে কোন মহোচ্চপদে উন্নীত হইতে পারে, অন্যপক্ষে অর্দ্ধ-প্রবাদগত রুরিকের বংশধর, সামান্য কৃষকের সম-তুল্য পদে অবনত হইয়া যায়। প্রকাশ যে, অতি অল্পদিন হইল, প্রিন্স ক্রাপটকিন নামক একজন মহোচ্চবংশীয় ব্যক্তি, সেন্ট পিটার্সবর্গে শকটচালকের কাজ করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই জন্যই স্পষ্ট বলা যাইতেছে যে, উপাধিপ্রাপ্ত পরিবারগুলির সহিত এই সামাজিক কুলীনশ্রেণীর যেন একত্ব জ্ঞান করা না হয়। পাশ্চাত্য য়ুরোপে উপাধির মূল্য যেরূপ, রুষীয়ায় সেরূপ নহে। এখানে উপাধিধারী বহুল—কারণ উপাধিপ্রাপ্ত পরিবার-সংখ্যা বহুল এবং পিতার উপাধি পুত্রগণও (পিতা জীবিত থাকিলেও) ধারণ করিয়া থাকেন, এবং উপাধিধারীর রাজকার্য্যালয়ের পদ, ধন, সামাজিক পদ, অথবা অন্য কোনগুণের সহিত উপাধির কোন সংশ্রব থাকে না। এক্ষণে এমত শত শত প্রিন্স (রাজকুমার) আছেন, যাঁহাদিগের রাজদরবারে গমনের স্বত্ব নাই, এবং সেন্ট পিটার্সবর্গের উন্নত সভ্যসমাজে অথবা যে কোন দেশের সেরূপ সমাজে তাঁহারা গমন করিবার যোগ্যও নহেন।

রুষীয়ার একমাত্র খাঁটী উপাধি—নিয়াজ, সাধারণ্যে ইহা "রাজকুমার" রূপে অনুবাদিত হয়। রুরিক, লিথুয়ানীয়ার প্রিন্স ঘেডিমিন, এবং তাতার খাঁদিগের এবং মুরজির বংশধরগণ এই উপাধি ধারণ করেন, এবং সম্রাট ইহাঁদিগের এই উপাধি স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গত দুই শতাব্দীর মধ্যে সম্রাটদিগের আদেশমত আর চতুর্দ্দশটী পরিবার এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাউন্ট এবং ব্যারণ উপাধি আধুনিক অর্থাৎ পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে এই উপাধি

প্রদান আরম্ভ হয়। পিটার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ৬৭টী পরিবারকে কাউন্ট এবং ১০টী পরিবারকে ব্যারণ উপাধি দিয়াছেন। শেষোক্তদিগের মধ্যে দুইটী ব্যতীত অপর সকলগুলিই বিদেশীয় এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সম্রাটের মহাজনদিগের বংশধর। *

সাধারণের এমন একটা ধারণা যে, রুষীয় উচ্চবংশীয়গণ সকলেই অত্যন্ত ধনী, কিন্তু এটা বড় ভুল। তাঁহাদিগের অধিকাংশই দরিদ্র। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন দাসদিগকে স্বাধীনতা দান করা হয়, তখন ১০০২৪৭ ভূস্বামী ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ৪১০০০ জনেরও অধিকসংখ্যকের একুশটীরও কম দাস ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা দৈন্যাবস্থাপন্ন ছিলেন। যে জমীদারের ৫০০ দাস ছিল, তিনিও একজন খুব বড় ধনী বলিয়া গণ্য হইতেন না, অথচ তৎকালে সেই শ্রেণীর ৩৮০৩ জন ভূস্বামী ছিলেন। তবে কয়েক জনের ভূসম্পত্তি সমধিক ছিল, ইহা সত্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাউন্ট সেরেমেটিয়েফের ১৫০০০০ পুরুষ দাস ছিল, অথবা অন্য কথায় তাঁহার অধীনে ৩০০০০০ মানুষ ছিল; এবং বর্ত্তমানে কাউন্ট অরলফ-ডেভিডফের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ পাচলক্ষ একারের অধিক। † ডেভিডফপরিবার, তাঁহাদিগের খনিসমূহ হইতে বহুল পরিমিত আয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং ষ্ট্রোগোনফদিগের সমস্ত জমিদারী যদি এক করা যায়, তাহা হইলে, তাহা পাশ্চাত্য-য়ুরোপের একটা বড় রকম স্বাধীনরাজ্য হইতে পারে। খুব বড় ধনী পরিবারের সংখ্যা কিন্তু অধিক নহে। রুষীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণী প্রায়ই যে, মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের ধনশালিতার পরিচায়ক নহে, তাহা কেবল অপরিমিত অন্যায় ব্যয়ের পরিচায়ক। যে সময়ে আমি দাসদিগের মুক্তিদানের কথা বলিব, সেই সময়ে ভূস্বামীদিগের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার উল্লেখও করিব।

উচ্চবংশীয় কুলীনশ্রেণীর অতীত ইতিহাসের কথা যখন এতদূর বলিলাম, তখন এই শ্রেণীর কোষ্টি নির্দ্দেশ করা—অন্ততঃ ইহার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতের কথা অনুমানে ব্যক্ত করা যদিও সকল সময়ে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যদি অতীতকালের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক অবস্থার সরলরেখা টানিয়া, কতকটা ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে, অনুমান করিয়া বলা, কতকটা সম্ভবপর হয়। উপস্থিত বিষয়ে যদি উক্তবিধ প্রণালী অবলম্বনে ভবিষ্যতের কথা বলা যায়, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে, রুষীয় উচ্চবংশীয় কুলীনশ্রেণী একটী স্বতন্ত্র সমাজরূপে অবস্থান না করিয়া, অন্যান্য শ্রেণীর সহিত মিশিয়া যাইবে। বংশানুক্রমিক কৌলীন্যপ্রথা রক্ষিত হইলেও হইতে পারিবে, অথবা সেই কুলীনশ্রেণী যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, এমত উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারিবে, কিন্তু ইহা বোধ হয় যে, নূতন কুলীনশ্রেণী সৃষ্ট হইতে পারিবে না। পাশ্চাত্য-

---

* এতদ্ব্যতীত এখানে বালটিক প্রদেশে জার্ম্মাণ কাউন্ট এবং ব্যারণগণ আছেন। তাঁহারা রুষীয় প্রজা।

† ৪০০ হস্ত প্রস্থ এবং ৪৪ হস্ত দীর্ঘ পরিমিত ভূমিতে এক একার হয়।—অনুবাদক।

য়ুরোপে উচ্চবংশীয় কুলীনশ্রেণী এবং লোকসাধারণের মধ্যে একটা কৌলীন্যভাব আছে, কিন্তু তাহা সামাজিক প্রকৃত অবস্থার কারণ নহে, বরং তদ্বিরুদ্ধে তাহা তথায় বিরাজমান। সেটী আধুনিক সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নহে, সামন্ত্য শাসনপ্রণালীর সময় হইতে—যে সময়ে ধন, ক্ষমতা এবং শিক্ষাজ্ঞান অতি অল্পসংখ্যক অনুগৃহীত লোকেরই ছিল, সেই সময় হইতে তাহা পুরুষানুক্রমে রক্ষণীয় চিহ্নস্বরূপ আমাদিগের হস্তগত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য-য়ুরোপের সামন্ত্য শাসনপ্রণালীর অনুরূপ রুষীয়ার একটা সময় ছিল, যদি এমত ধরা যায়, তাহা হইলে, তাহা বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। রুষীয়ার উচ্চবংশীয় এবং লোকসাধারণের হৃদয়ে কৌলীন্য জনকভাব অতি সামান্য আছে, এবং কোন্ সূত্র হইতে সেই ভাবের আবার আবির্ভাব হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। ইহার উপর আবার কুলীনগণ সেপ্রকার স্বত্বার্জ্জন করিতে অভিলাষী নহেন। তাঁহাদিগের যে কিছু রাজনৈতিক স্বত্ব-স্বাধীনতা অর্জ্জনের আকাঙ্খা আছে, তাহা কেবল অধিবাসী সাধারণের রাজনৈতিক স্বত্ব সংগ্রহ-মূলক, তাঁহারা স্বশ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র স্বত্ব-সাধীনতা সংগ্রহের আকাঙ্খা করেন না।

আমি যাঁহাদিগকে সামাজিক কুলীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন স্বশ্রেণীর একচেটিয়া রাজনৈতিক স্বত্ব-প্রাবল্যসংগ্রহ কামনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সফলতা লাভের আশা অতি কম। যদি কোন কালে তাঁহাদিগের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা হইত, তাহা হইলে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহারই পুনরভিনয় হইত। সেই বর্ষে যখন প্রতিপত্তিশালী প্রধান প্রধান কুলীনগণ, ডচেস অব কোর্টল্যাণ্ডকে এই সর্ত্তে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন যে, তিনি তাঁহার রাজ-শক্তির কতকটা সুপ্রীম কাউন্সিল অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী সভার হস্তে দিবেন, তখন তিনি সেই স্বত্বদান সনন্দে স্বাক্ষর করিলে, নিম্নপদের কুলীনগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সনন্দপত্র ছিন্ন করিতে বাধ্য করিয়া দেন! যাঁহারা যথেচ্ছাচার-শাসন ভাল বাসেন না, তাঁহারা কৌলীন্যপ্রভুত্বকে তদপেক্ষা বহুলাংশে ঘৃণা করেন। একজন ফরাষী বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, একটী স্ববংশীয় সিংহের দ্বারা শাসিত হওয়া ভাল, কিন্তু বিজাতীয় শত ইন্দুরের দ্বারা শাসিত হওয়া ভাল নহে, এই মতটী রুষীয় কুলীন এবং লোক সাধারণে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সামাজিকশ্রেণীসমূহ।

রুষীয়ায় সামাজিকশ্রেণী আছে কি?—বিশেষরূপে চিহ্নিত সামাজিক সম্প্রদায়—আইন এবং রাজকীয় তালিকার দ্বারা স্বীকৃত শ্রেণীসকল—সেই শ্রেণীসমূহের মূলোৎপত্তি এবং ক্রমিক সৃষ্টি—রুষীয়ার ইতিহাসের বিস্মৃতির বিচিত্রতা—রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমি বারম্বার "সামাজিকশ্রেণীসমূহের" উল্লেখ করিয়াছি, এবং সম্ভবতঃ পাঠক একাধিকবার হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন—রুষীয় ভাষায় সামাজিকশ্রেণীসমূহ কাহাকে বলে? এসম্বন্ধে অন্য কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ভাল।

যদি কোন রুষীয়কে উক্ত প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত কথায় যে তাহার উত্তর দিবেন, তাহা অসম্ভব নহে—"রুষীয়ায় সামাজিকশ্রেণীসমূহ নাই, এবং কোনকালেও ছিল না। সামাজিকশ্রেণী নাই, এই তথ্যটীই রুষীয়ার ঐতিহাসিক বিস্তৃতির নিতান্ত উজ্জ্বল বৈচিত্র্য এবং রুষীয়ার ভবিষ্য মহোন্নতির নিশ্চিত ভিত্তিস্বরূপ। যে শ্রেণীবিভেদ এবং শ্রেণীবিদ্বেষ পাশ্চাত্য য়ুরোপের সমাজ-মূলে নিয়ত বিষম সংঘাত করিতেছে, এবং সেই সমাজের ভবিষ্য অস্তিত্বের অনিষ্ট সূচনা করিতেছে, সেই বিভেদ ও বিদ্বেষ আমরা কখন জানিতাম না এবং জানিও না।"

যে পর্য্যটক পূর্ব্বে কোন একটা মন্তব্য স্থির না করিয়া, নিজে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন্তব্য সংগঠন করেন, তিনি রুষীয়ায় গমন করিলে, কখনই সহজে উক্ত উক্তি স্বীকার করিবেন না। তিনি দেখিতে পাইবেন যে, রুষীয় সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিভেদ একটী জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বাহ্যিক দৃশ্য দর্শনে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য বিদিত হইতে পারেন। পাশ্চাত্য-য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ-ধারা ফরাসীভাষাভাষী সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়দিগকে, কৃষ্ণবসনের টুপি, এবং সুদীর্ঘ চাকচিক্যশালী অঙ্গরাখাপরিধৃত স্থূলকায় দাড়ীযুক্ত বণিককে, বিলম্বিতবেশধারী অকর্ত্তিতকেশ পাদরীকে, এবং কদাকার তৈলাক্ত মেষচর্ম্মাবৃত পূর্ণ দাড়ীযুক্ত কৃষককে সহজেই চিনিয়া লইতে পারিবেন। তিনি সর্ব্বত্রই সেই বিশেষ পার্থক্যভাবে চিহ্নিত লোকদিগকে দেখিতে পাইয়া, স্বভাবতই ভাবিবেন যে, রুষীয় সমাজটী পৃথক পৃথক শ্রেণী বা বর্ণে গঠিত; এবং বিধিসংহিতার প্রতি ঈষদ্দৃষ্টি দান করিবামাত্রই তাঁহার সেই ধারণাটা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। পঞ্চদশখণ্ড বিধিসংহিতা পুস্তকের মধ্যে তিনি এক খানিতে (সে খানি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বটে) সকলশ্রেণীর স্বত্ব এবং দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাইবেন। তদ্দর্শনে তিনি সিদ্ধান্ত করিবেন যে, শ্রেণীসমূহের আইনসঙ্গত

অস্তিত্বের ন্যায় প্রকৃত অস্তিত্বও আছে। সেই ধারণার নিশ্চয়তা দৃঢ়রূপে সম্পাদন জন্য রাজকীয় তালিকা উদ্ঘাটন করিলে, নিম্নলিখিত হিসাব দেখিতে পাইবেন,—

বংশানুক্রমিক কুলীন বা সম্ভ্রান্তশ্রেণী	...	৬৫২৮৮৭ জন।
ব্যক্তিগত কৌলীন্যোপাধি প্রাপ্ত	...	৩৭৪৩৬৭ জন।
পাদরীশ্রেণীসমূহ	... ...	৬৯৫৯০৫ ”
নাগরিকশ্রেণীসমূহ	... ...	৭১৯৬০০৫ ”
গ্রাম্যশ্রেণীসমূহ	... ...	৬৩৮৪০২৯১ ”
সৈনিকশ্রেণীসমূহ	... ...	৪৭৬৭৭০৩ ”
বিদেশীয়গণ	... ...	১৫৩১৩৫ ”
		৭৭৬৮০২৯৩ *

যে সকল রুষীয় বন্ধু, পর্য্যটককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের দেশে সামাজিক-শ্রেণী সকল নাই, উক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, তিনি তাঁহাদিগের নিকট গমন করেন। পর্য্যটকের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাঁহার রুষীয় বন্ধুগণ যে, ভ্রান্তিকূপে পতিত, তাহা তিনি তাঁহাদিগকে বিলক্ষণরূপে বুঝাইতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার রুষীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিলেন যে, উক্ত আইনসংহিতা এবং তালিকাগুলির দ্বারা কিছুই ত প্রমাণিত হইতেছে না, এবং উহার মধ্যে যে সকল শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল শাসনবিভাগীয় কল্পনামাত্র।

এই মৌখিক প্রতিবাদটী আবার রুষীয় ভাষার "সসলোভিয়া" এবং "সসটোইয়ানিইয়া" শব্দ দ্বারা ব্যাঘাত হইতেছে—সে শব্দ দুটীর অবিকল অনুবাদ—"সামাজিকশ্রেণী সকল।" কিন্তু প্রাচ্যদেশসমূহে যাহাকে 'জাতি' বা 'বর্ণ' বলে, এই শব্দ দুটীকে যদি সেইরূপ অর্থবোধক জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, রুষীয়ায় সেরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'জাতি' বা 'বর্ণ' নাই। উচ্চবংশীয় কুলীন-শ্রেণী, নাগরিকশ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণীর মধ্যে জাতিগত স্বতন্ত্র পার্থক্য নাই, এবং কোনপ্রকার অলঙ্ঘনীয় বেষ্টনীও নাই। কৃষকেরা প্রায়ই বণিক হয়, এবং এরূপ অনেক লিখিত ঘটনায় জানা যায় যে, অনেক কৃষক এবং পাদরীর পুত্র সম্ভ্রান্ত কুলীনশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাদরীগণ একটা স্বতন্ত্র জাতি বা বর্ণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং প্রাচ্যদেশসমূহে যাহাকে স্বতন্ত্র জাতি বা বর্ণ বলে, রুষীয়ায় এক্ষণে সেরূপ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

কোন একটী একমতাবলম্বী সভাপূর্ণ সংসৃষ্ট রাজনৈতিক সম্প্রদায়—যাহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে বিবেচিত, সসলোভি শব্দ যদি তাহারই অর্থ-

* Livron: Statistitcheskoe Obozrenie Rossiiskoe Imperii St. Petersburg 1875. ইহা সমগ্র রুষীয় সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা।

বোধক হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বমত বলা যাইতে পারে যে, রুষীয়ায় সেরূপ কোন সম্প্রদায় নাই। জারের প্রজাদিগের বহুশতাব্দী যাবৎ রাজনৈতিক জীবন আদৌ ছিল না, সুতরাং কোন রাজনৈতিক সম্প্রায়ও ছিল না।

যাহা হউক, অন্যপক্ষে রুষীয়ায় কোনকালে সামাজিকশ্রেণীসমূহ ছিল না, এবং রাজকীয় বিধিসংহিতার এবং তালিকার মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল শাসনবিভাগীয় কল্পনামূলক, একথা বলা অতিরিক্ত বর্ণনামাত্র।

রুষীয়ার ইতিহাসের মূল আদিম সময় হইতেই আমরা প্রিন্স অর্থাৎ রাজকুমার-গণ, বয়ার অর্থাৎ ভুস্বামীগণ, রাজগণের অস্ত্রধারী অনুচরগণ, দাসগণ এবং অন্যান্য নানাশ্রেণীর অস্তিত্ব অভ্রান্তরূপে দেখিতে পাই; এবং আমাদিগের নিকট যে এক-খানি অতি প্রাচীন বিধানপত্র আছে—যে খানি গ্রাণ্ড প্রিন্স ইয়ারোসলাফের "রুষীয় স্বত্ব" (১০১৯—১০৫৪ খৃঃ) নামে অভিহিত, তাহার মধ্যে সকল প্রকার অপরাধের যে দণ্ডাবলী নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্বারা এই সকল শ্রেণীকে আইনযোগে যে বিভিন্নরূপে স্বীকার করা হইত, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ বিরাজমান। সেই সময় হইতে শ্রেণীসকল আপনাদিগের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোনকালেই তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে যে সময়ে শাসনসম্বন্ধীয় বিধি অতি সামান্যসংখ্যক ছিল, সে সময়ে এই শ্রেণীগুলির সম্ভবতঃ কোন বিশদরূপে বিবৃত সীমা ছিল না, এবং যে সকল বিচিত্রতার দ্বারা তাহাদিগের পরস্পরের পার্থক্য জানিতে পারা যাইত, সে পার্থক্য আইনগত ছিল না, স্বাভাবিক ছিল,—বিভিন্নপ্রকার দায়িত্ব-অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রানির্ব্বাহপ্রণালীগত পার্থক্য ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাচার-শাসনশক্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং জাতিকে একটী সাম্রা-জ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, একস্থানীয় শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষতা সাধন করিতে থাকে, ততই সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন পার্থক্যসাধন জন্য আইনগত লক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। রাজস্বগত এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রজাদিগকে বিভিন্ন তালিকায় বিভক্ত করা হইতে থাকে। তৎকালীন স্বাভাবিক পার্থক্যকে সেই আইনগত শ্রেণীবদ্ধ করিবার মূলস্বরূপে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু সেই শ্রেণীবদ্ধকরণ কার্য্যটী কেবল বাহিক নিয়ম রক্ষার জন্যই হয় না। বিভিন্ন দলকে বিশদরূপে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করিবার আব-শ্যক হওয়ায়, সেই সময়ে সকলশ্রেণীর মধ্যে যে পার্থক্যসাধক বেষ্টনী ছিল, তাহা বর্দ্ধিত এবং প্রবল করিবার প্রয়োজন ঘটে, এবং সেই সূত্রেই একশ্রেণী হইতে আর একটী শ্রেণীতে গমন করা কঠিন হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত যথা—যতদিন পর্য্যন্ত শাসন-বিভাগের বিধান এবং তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কোন কঠোর নিয়ম ছিল না, ততদিন পর্য্যন্ত একজন নিম্নশ্রেণীর লোক বা কৃষক সহজেই রাজার অস্ত্রধারী অনুচর হইতে পারিত, অথবা রাজার কোন অস্ত্রধারী অনুচর, সামান্য কৃষকও হইতে পারিত; কিন্তু যখন শাসনবিভাগের বিধিগুলি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বিশেষতঃ যে সময়ে সম্পত্তির

উপর করস্থাপন না করিয়া, ব্যক্তিগত করস্থাপনপ্রথা প্রচলিত হয়, তখন সেই একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে বিনাবাধায় কেহ যাইতে পারিত না, কারণ সেরূপে যাইতে দিলে, সে ব্যক্তি যে দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য ছিল, তাহা হ্রাস হইয়া যাই-বার সম্ভাবনা হইত। এমন কি যে সময়ে সে দায়িত্বের পরিমাণ হ্রাস করা হইত না, কেবল পরিবর্ত্তিত করা হইত, সে সময়েও প্রায় সেরূপ করিতে দেওয়া হইত না, কারণ তাহা হইলে সমধিক সংখ্যক লোক হয় ত সেরূপ করিবে, এবং তাহা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে, সমসংখ্যা পরিমাণ আছে, সেই সূত্রে তাহা হ্রাস হইয়া যাইবে, এমত অনুমিত হইত। জার অর্থাৎ রুষসম্রাটগণ এইমতই জ্ঞান করিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা এই মূলনীত্যবলম্বন করেন যে, যে ব্যক্তি যে শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি সে শ্রেণী ত্যাগ করিয়া, অন্য শ্রেণীতে গমন করিতে পারিবে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে গ্রাম্যপাদরীদিগের ইতিবৃত্তবর্ণনাকালে এসকল কথা ব্যক্ত করিয়াছি।

এই শ্রেণীবিভাগ কার্য্যে পিটার দি গ্রেট বিশেষরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বিধিপ্রণয়ন করিতে তিনি নিতান্তই ভাল বাসিতেন, সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তিনি প্রকাণ্ড প্রাকার স্থাপন করেন, এবং প্রত্যেকশ্রেণীর দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎকার্য্য সেই ভাবেই চলে, এবং নিকোলাসের শাসনকালে এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র গৃহীত হইবে, সম্রাটের আদেশপত্র দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে!

সামাজিকশ্রেণীসমূহের মধ্যে কোন্‌টীতে কত লোক থাকিবে, তাহা আইনের সাহায্যের পরিবর্ত্তে যেটীতে যতটী প্রয়োজন, স্বতঃই সেটীতে ততপরিমিত থাকিবার স্বাভাবিক বিধির উপর নির্ভর করিতে না দিয়া, রুষীয় সম্রাটগণ নিজে যে, সেই সংখ্যা নির্দ্দেশরূপ বিরাট ভার গ্রহণ করেন, ইংরাজগণ ইহা বিচিত্র বোধ করিতে পারেন; কিন্তু ইহা স্মরণ করা উচিৎ যে, রুষসম্রাটগণ, প্রজাদিগের সহজ জ্ঞান এবং স্বভাবের উপর বিশ্বাস না করিয়া, আপনাদিগের সেই একত্রনংমিলিত বিভাগীয় শাসনপ্রণালীর জ্ঞানের উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

ক্যাথারাইনের শাসনকালে সামাজিক শ্রেণীসকল সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের ধারণার মধ্যে এক প্রকার নূতন ধারণার আবির্ভাব হয়। তাঁহার শাসনারম্ভকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্বের প্রতি রাজপক্ষ দৃষ্টি দান করিয়া আইসেন; কিন্তু পাশ্চাত্য কল্পনা অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর স্বত্ব সম্বন্ধীয় বিধি প্রচলন করেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনি স্বরাজ্যে ফ্রান্সের তৎকালীন সম্ভ্রান্ত কুলীনশ্রেণী এবং তৃতীয়শ্রেণীর ন্যায় শ্রেণী সৃষ্টি করিতে অভিলাষীনী হয়েন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সর্ব্বাদৌ ডরিয়ানসভো অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় কুলীনশ্রেণীকে এবং পরে নগরসমূহকে স্বত্ব-দানসম্বন্ধীয় রাজকীয় সনন্দ প্রদান করেন। পরবর্ত্তী রাজগণও তদনুযায়ী কার্য্য করেন। বর্ত্তমান সংহিতা যেমন প্রত্যেক শ্রেণীকে বহুল স্বত্বানুগ্রহ দিয়াছে, সেই-মত বহুল দায়িত্বভারও দান করিয়াছে।

এমতে আমরা দেখিতেছি যে, রুষীয় সামাজিকশ্রেণীগুলি আইন দ্বারা যেকিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে, সতত উল্লেখ করা হয়, তাহার কতকটা সত্য; কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রুষীয়ায় কৃষক, ভূস্বামী এবং এইপ্রকার অন্যান্য সামাজিকশ্রেণীগুলির অস্তিত্ব অন্যান্য দেশের ন্যায় কেবলমাত্র সামাজিক অবস্থার দ্বারাই সাধিত হইয়াছে, এবং যে সকল সামাজিক বৈলক্ষণ্য পূর্ব্বে ছিল, আইনদ্বারা সেগুলি স্বীকৃত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র। প্রত্যেকশ্রেণীর আইনসঙ্গত পদ, দায়িত্ব এবং স্বত্ব বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, এবং যে মধ্যবর্ত্তী স্বাভাবিক বিচ্ছেদক, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাহার উপর আইনগত বিচ্ছেদক অর্পিত হইয়াছে।

রুষীয়ার ঐতিহাসিক বিস্তৃতির বৈচিত্র্য এই যে, অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুষীয়া কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান সাম্রাজ্যরূপে অবস্থিত ছিল, এবং ইহার প্রচুর পরিমিত অকর্ষিত ভূমি ছিল। সেই জন্যই বহুপ্রকার সামাজিক অবস্থা এবং কঠোর জীবন-সংগ্রামসূত্রে যে সকল কুফল উৎপন্ন হয়, রুষীয়ার ইতিহাসে তৎসমস্ত দৃষ্ট হয় না। সময়ের গতিতে বাস্তবিক কতকগুলি সামাজিকদল সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কোন দলটীকেই স্বীয় উৎকর্ষসাধন জন্য সংগ্রাম করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। দুর্দ্দমনীয় যথেচ্ছাচার শাসনশক্তি, সেই দলগুলিকে সতত শাসনে রক্ষা করিয়া আপন ইচ্ছামত মূর্ত্তিতে পরিণত করে, এবং তাহাদিগের দায়িত্ব, তাহাদিগের স্বত্ব, তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধবন্ধন, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগের অবস্থা অতি বিশদরূপে সতর্কতার সহিত নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই জন্যই পাশ্চাত্য যুরোপের ইতিহাসে আমরা যে শ্রেণী-বিদ্বেষ স্পষ্টই দেখিতে পাই, রুষীয় ইতিহাসে তাহার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।*

ইহার প্রত্যক্ষ ফল ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে, বর্ত্তমানে রুষীয়ায় বর্ণ বা শ্রেণীগত বিদ্বেষ বা কুসংস্কার অতি অল্পই আছে। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত কৃষকগণ কিরূপে একত্রে জেমসভো নামক সভায় কাজ করিতেছেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহা আমরা দেখিয়াছি, এবং যখন আমরা দাসদিগের মুক্তিদানের ইতিহাসের আলোচনা করিব, তখন এই প্রকার অনেক বিচিত্র তথ্য সকল দেখিতে পাইব। অনেক রুষীয় যে বিশ্বস্ততার সহিত অনুমান করেন যে, তাঁহাদিগের দেশ একদিন না একদিন রাজনৈতিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়া, রাজনৈতিক জীবন উপভোগ করিবে, সে অনুমানটী স্বতঃ প্রতিবাদমূলক না হইলেও তাহা অন্ততঃ কাল্পনিক বিসদৃশ; কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যখন রুষীয়ায় রাজনৈতিক সম্প্রদায় সকল দেখা দিবে, তখন আমরা যে সকল দেশ সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত, সে সকল দেশে যেপ্রকার রাজনৈতিক সম্প্রদায় দেখিতে পাই, সেগুলি সেরূপ হইবে না।

* যে গুরুতর তথ্যটীকে শ্লাভোফিলগণ অবিশ্রান্ত প্রবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, আমার বিশ্বাস যে সে তথ্যটীর ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

ষোড়শ অধ্যায়।

আসিয়ার বিস্তীর্ণ পতিত প্রদেশের রাখালজাতি।

এই পর্য্যটনের কারণ—গ্রামগুলির দৃশ্য—একটা বিশেষ ঘটনা—কৃষকদিগের মিথ্যাবাদিতা—তাহার কারণ ব্যাখ্যা—আমার আসিয়ায় নিদ্রাভঙ্গ—বাসকির-আউল—ভোজ—কুমুইস—একজন বাসকির নট—সরলচেতা মহম্মদ জিক্রা—একটী বিদিত দার্শনিক মূলসূত্রের উপর বাসকিরদিগের প্রকৃত অবস্থার দ্বারা আলোক নিক্ষেপ—রাখালজাতি কেন কৃষিকার্য্যাবলম্বন করে—প্রকৃত বিস্তৃত পতিতদেশ—কিরঘিসগণ—জেঙ্গিস খাঁর পত্র—কালমুখগণ—নগইতাতারগণ—পশুপালসম্প্রদায় এবং কৃষিজীবী উপনিবেশীদিগের মধ্যে বিবাদ।

সামারা প্রদেশের দক্ষিণাংশে মলোকানীদিগের সহিত কিছুকাল অবস্থানের পর, বাসকির নামক তাতারজাতীয় একশ্রেণী আজিও তাহাদিগের প্রাচীন রাখালাবস্থা রক্ষা করিতেছে, আমি সে সময়ে ইহা জ্ঞাত হইয়া, তাহাদিগকে দেখিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করি। দুইটী কারণে আমি এই পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হই। প্রথম কারণ এই যে, যে ভয়ঙ্কর পশুপালক রাখালজাতি এক সময়ে রুষীয়া জয় করিয়াছিল, এবং সমগ্র য়ুরোপে ব্যাপ্ত হইবার দীর্ঘকালযাবৎ মহাভয় দেখাইয়াছিল—যে অনির্দ্দিষ্টস্থানবাসী তাতারগণ দুর্দ্দমনীয় বল এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার জন্য "ঈশ্বরের কশা" নামে বিদিত হইয়াছিল, সেই সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান বংশধরদিগকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে আমি অভিলাষী হই। এতদ্ব্যতীত রাখল-জীবনের অবস্থাগুলির আলোচনা করিতে বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার শুভসুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, আমি আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করি।

আমি যতই পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে থাকি, ততই গ্রামগুলির বাহ্যিক আকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। সমুচ্চ ঢালুছাদযুক্ত সাধারণ কাষ্ঠের বাটীর পরিবর্ত্তে ক্রমে ক্রমে কর্দ্দম এবং খড়মিশ্রিত একপ্রকার বিচিত্র অদগ্ধ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত সমতলছাদবিশিষ্ট বাটী সকল দেখিতে পাই। অধিবাসী-সংখ্যাও ক্রমশঃ অঘন দেখিতে পাই, এবং অকর্ষিত ভূমির পরিমাণও ক্রমশঃ অধিক দৃষ্ট হয়। ভলগার নিকটবর্ত্তী কৃষকদিগের অপেক্ষা এখানকার কৃষকদিগকে বাহ্যতঃ সঙ্গতিপন্ন বলিয়া বোধ হইতে থাকে, কিন্তু রুষীয় কৃষকসাধারণের ন্যায় ইহারাও এই বলিয়া অনুযোগ করে যে, ইহাদিগের ভূমি অধিক নাই। আমি যখন জিজ্ঞাসা করি যে, তাহাদিগের চারিদিকে যে হাজার হাজার একার পরিমিত জমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে, তাহারা তৎসমস্ত ভূমিতে চাষ করে না কেন, তখন তাহারা উত্তর করে যে, ইতিপূর্ব্বেই সেই জমিতে কয়েক বর্ষকাল উপর্য্যুপরি শস্যোৎপাদন করিয়াছে, সুতরাং সে জমিকে এক্ষণে "বিশ্রাম" করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আমি যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করি, তন্মধ্যে একটী গ্রামে একটা সামান্য অথচ বিশেষ ঘটনা হয়। সেই গ্রামের নাম সামোভলনাইয়া ইভানোফকা অর্থাৎ "স্বেচ্ছাসৃষ্ট ইভানোফকা।" যে সময়ে আমাদিগের ঘোড়া বদলান হইতে থাকে, সেই সময়ে আমার সহপর্য্যটক, একদল কৃষকের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করেন যে, গ্রামের নামটা এরূপ অদ্ভুত হইল কেন? তিনি সেই প্রশ্নসূত্রে স্থানীয় ইতিহাসের কৌতূহলজনক একাংশ আবিষ্কার করেন। এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাগণ, ভূস্বামির সম্মতি না লইয়া, আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে এই গ্রাম সৃষ্টি পূর্ব্বক এখানে বসবাস করে, এবং ভূস্বামী তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিলে, দৃঢ়রূপে বাধা দান করিতে থাকে। তাহাদিগকে দূরিভূত করিবার জন্য বারম্বার সৈন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু সৈন্যদল চলিয়া যাইবা মাত্রই উক্ত স্বেচ্ছাধিকারীগণ প্রত্যাগমন করিয়া, আবার পূর্ব্বের ন্যায় বসবাস করিতে থাকে। ভূমির অধিকারী, সেন্ট পিটার্সবর্গ বা অন্য কোন স্থানে বাস করিতেন, তিনি তাহাদিগের সহিত বিবাদবিসম্বাদে ক্লান্ত হইয়া, অবশেষে তাহাদিগকে এই গ্রামে বাস করিতে আজ্ঞা দেন। আনুষঙ্গিক অনেক ডালপালার সহিত এতৎসম্বন্ধীয় অনেক ঘটনারও উল্লেখ করা হয়, সুতরাং এই গল্পটী শেষ করিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা লাগে। আমি মনোযোগের সহিত সেই গল্পটী শুনিয়াছিলাম, কিন্তু গল্পটী শেষ হইলে, আমি এই ঘটনাটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণবন্ধ করিবার জন্য টীকা-গ্রন্থখানি বাহির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন্ সনে এই ঘটনাটী হইয়াছিল? আমার সেই প্রশ্নের কেহই উত্তর দিল না। চাষারা সকলে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিদান পূর্ব্বক চুপ করিয়া রহিল। তাহারা আমার প্রশ্নটী বুঝিতে পারে নাই, এমত ভাবিয়া, তাহারা যে গল্পটী বলে, তাহার অর্দ্ধাংশ পুনরায় বিবৃত করিয়া, দ্বিতীয়বার উক্ত প্রশ্ন করি, কিন্তু তাহারা সেরূপ কোন কথাই আমার নিকট বলে নাই, এমত ব্যক্ত করায়, আমি অতীব বিস্ময়ান্বিত এবং অপ্রস্তুত হইয়া পড়ি! হতাশ হইয়া, আমি আমার বন্ধুকে সাক্ষী মান্য করি, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি কি কাণের মাথা খাইয়াছি, না এতক্ষণ বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? তিনি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া, কেবল ঈষদ্ধাস্য করিয়া চলিয়া যাইলেন।

যখন আমরা সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া, টারাণ্টাসারোহণে অনেক দূরে উপনীত হই, তখন মূল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমার বন্ধু তখন আমার নিকট ব্যক্ত করেন যে, কথাগুলি বুঝিতে আমার কোন ভুল হয় নাই, কিন্তু আমি হঠাৎ প্রশ্ন করায় এবং টীকাগ্রন্থ বাহির করায়, কৃষকদিগের মনে সন্দেহ হয়, সুতরাং তাহারা কথা কহিতে ক্ষান্ত দেয়। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তাহারা আপনাকে একজন রাজপুরুষ ভাবিয়াছিল, এবং আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে সে তথ্য জ্ঞাত হইলে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন, এমত জ্ঞান করিয়াছিল। সেই

জন্যই তাহারা সেই গল্পটী যে বলিয়াছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করে। আপনি রুষীয় মুঝিকদিগকে এখনও চিনিতে পারেন নাই!"

তাঁহার উক্ত শেষ কথাটীতে আমি সম্মতি জানাই, কিন্তু সেই সময় হইতে আমি মুঝিকদিগকে বিলক্ষণ চিনিয়া লই, এবং সে সময় হইতে উক্ত প্রকারের কোন ঘটনা আর আমাকে বিস্মিত করে না। বহুদিন ধরিয়া পরীক্ষার পর আমি এই শেষ সিদ্ধান্ত করি যে, রুষীয় কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত কথোপকথনকালে নিতান্ত কল্পিত এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলা, আত্মরক্ষার সহজ উপায় মনে করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন মুঝিক ফৌজদারীকাণ্ডে বিজড়িত হইয়া পড়ে, এবং সে সম্বন্ধে প্রাথমিক তত্ত্বানুসন্ধান হইতে থাকে, তখন সে প্রকৃত কাণ্ড গোপন জন্য একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া, আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে গল্পটা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও সে যতদূর সাধ্য সেইটাকে সত্য বলিয়া আত্মোদ্ধারের চেষ্টা করে। যখন সে দেখিতে পায় যে, তাহার কথা আর কোনমতে টিকে না, তখন সে প্রকাশ্যরূপে বলিয়া ফেলে যে, সে যাহা বলিয়াছে, সমস্তই মিথ্যা এবং তখন সে আবার একটা নূতন কথা বলিতে ইচ্ছা করে। আত্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয়বারেও সে পূর্ব্বমত মিথ্যা কথা কহিতে থাকে, এবং সেটাও ধরা পড়িলে, পুনরায় আর একটা বলিতে চায়। সে এইমত মিথ্যা বলিতে বলিতে শেষটা এমন একটা মিথ্যা বলিয়া ফেলে যে, তাহার উপর আর সহজে আপত্তি চলে না এমত বিবেচিত হয়। সে যে এরূপে ক্রমাগত মিথ্যা বলিতে থাকে, ইহা একটা বিশেষ বিচিত্র নহে, কারণ জগতের সকল দেশের অপরাধীরাই বিচারকশ্রেণীকর্ত্তৃক ধৃত হইলেই আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে চায়। দাবাক্রীড়ার সময় কোন ক্রীড়ক, একচাল চালিয়া, তাহা ভ্রান্তিক্রমে চালিয়াছে বলিয়া, পুনরায় নূতন চাল চালিবার জন্য যেমন সহক্রীড়ককে অনুরোধ করে, ইহারাও সেইমত একটা মিথ্যা কথা বলিয়া, পুনরায় যে আবার মিথ্যা বলিতে চাহে, ইহাই বিচিত্র। যে প্রাচীন বিচারপ্রণালীটি দশবর্ষ হইল উঠিয়া গিয়াছে, সেই প্রণালীর সময়ে চতুর অপরাধীগণ উক্ত প্রকার ক্রমাগত মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা অনেকবর্ষ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অপরাধের বিচার স্থগিদ রাখিতে পারিত।

এরূপ ঘটনাগুলি স্বভাবতই একজন বিদেশীয়কে বিস্মিত করিতে পারে, এবং তিনি এই সূত্রে সাধারণ্যে রুষীয় কৃষকদিগের উপর কঠোর মন্তব্যও প্রকাশ করিতে পারেন। এসম্বন্ধে কারল কারলিচ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, পাঠকের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। এদেশের সকল স্থানেই জার্ম্মাণদিগের দ্বারা আমি সেই প্রকার মন্তব্যকে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতে শুনিয়াছি। ইহার মধ্যে কতকটা সত্য থাকিতেও পারে, কারণ একজন বিখ্যাত শ্লাভোফিল একদা প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করেন যে, চাষারা মিথ্যা কথা কহিতে বড়ই অভ্যস্ত। * যাহা হউক, আমার মতে

* রুষকাইয়া বেসেদাগ্রন্থে কিরেইফস্কি ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই মিথ্যাবাদিতার একটা পার্থক্য নির্দ্দেশ করা উচিৎ। চাষারা আপনাদিগের মধ্যে এবং যে সকল লোকের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস আছে, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার বা কথোপকথনকালে অতিরিক্ত পরিমাণে মিথ্যা কথা কয়, আমি এমত বিশ্বাস করি না। কৃষকেরা রাজপুরুষদিগের সহিত ব্যবহারকালেই আপনাদিগকে তুখোড় মিথ্যাবাদীরূপে প্রকাশ করে। এবিষয়ে আমাদিগের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বহু পুরুষ হইতেই কৃষকেরা উপরিস্থ রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়ন সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদিগের আত্মরক্ষা করিবার কোন প্রকার আইন না থাকায়, তাহারা কাজেই একমাত্র চতুরতা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। প্রাচ্যদেশ-পর্য্যটকগণ "প্রাচ্যদেশের মিথ্যাবাদিতা" সম্বন্ধে যে অনেক লিখিয়াছেন, আমার বিশ্বাস যে, আমরা এখানে তাহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলাম। ইহা কেবলমাত্র সমাজের বিধিসঙ্গত শাসনশৃঙ্খলতার অভাবেই ঘটে। মনে করুন, কোন একজন সত্যপ্রিয় ইংরাজ, একদল ডাকাইত বা বন্যজাতির হস্তে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার যদি সামান্য সহজ বুদ্ধিবল থাকে, তাহা হইলে তিনি আপনার মুক্তিলাভের জন্য সেস্থলে কয়েকটা মিথ্যা কথা সৃষ্টি করা কি ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান করিবেন না? যদি তাহা ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে যে সকল জাতি বহু পুরুষ হইতে সেই ডাকাইতের হস্তে পতিত ইংরাজের মত সমতুল্য অসহায়রূপে অবস্থিত হইয়া, বংশানুক্রমে মিথ্যা কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে কঠোররূপে ভর্ৎসনা করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। সততা এবং সত্যের দ্বারা যখন বিধিসঙ্গত স্বার্থরক্ষা করিবার কোন উপায় থাকে না, তখন পরিণামদর্শী লোকেরা বহুপরীক্ষায় যে উপায় দ্বারা বিশেষ সফলতা লাভ করেন, সেই উপায় অবলম্বন করিতে শিক্ষা করেন। যে দেশে আইন দ্বারা আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে না, সে দেশে সবল লোক আপনার বাহুবলে অত্মারক্ষা করে, এবং দুর্ব্বলেরা চতুরতা এবং প্রবঞ্চনার দ্বারা আত্মরক্ষা করে। তুরস্কের খ্রীষ্টানেরা তথাকার মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম সত্যপ্রিয় বলিয়া যে, প্রকাশ, ইহাও তাহার কারণ।

আমরা বাসকিরিয়ার পথ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

আমি রুষীয়ায় যত পর্য্যটন করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দিনটী বেশ গরম (কষ্টজনক গরম নহে) দিন; পথগুলি মধ্যবিধরূপে সরল; সমস্ত গন্তব্য পথটী গমন করিবার জন্য যে টারাণ্টাস ভাড়া করা হয়, সেখানি টারাণ্টাসের উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যজনক; উত্তম দুগ্ধ, ডিম্ব, এবং শ্বেতরুটী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; আমরা যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করি, সে সকল গ্রামে অশ্ব সংগ্রহেরও বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটে না, এবং ঘোটকাধ্যক্ষগণ নিতান্ত অতিরিক্ত ভাড়াও চাহে না। আমার স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ

এই যে, আমার সহযাত্রী রুষীয় যুবকটী বিশেষ বুদ্ধিমান এবং মনোমত ছিলেন। তিনিই দয়া করিয়া পর্য্যটনের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করেন, সুতরাং আদিম অবস্থাপন্ন যে দেশ পর্য্যটন করা আজিও প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই, সে দেশে পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিতে যে সকল কষ্ট, অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, আমি তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। তাঁহার হস্তে আমি পর্য্যটনের সমস্ত ভার অর্পণ করি, এবং সকল বিষয়েই তাঁহার মতে মত দিই এবং পরে কি হইবে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি না। তিনি আমাকে এইরূপে এবিষয়ে উদাস দেখিয়া, একটী অপরাহ্নে আমাকে বিচলিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

সূর্য্যের অস্তগমনকালে আমরা মোরসা নামক একটী গ্রাম ত্যাগ করি, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার তন্দ্রা উপস্থিত হইলে, আমার সহচর আমাকে বলেন যে, আমাদিগকে এখনও বহুপথ যাইতে হইবে, সুতরাং আমি টারাণ্টাসে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই। পরে জাগরিত হইয়া দেখি যে, টারাণ্টাসখানি থামিয়াছে, এবং আকাশে নক্ষত্ররাজি সমুজ্জ্বল বিভা বিকাশ করিতেছে। নিকটে একটা প্রকাণ্ড কুকুর বিকট চীৎকার করিতেছে এবং আমরা যথাস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি এমত কথাটাও শুনিতে পাই। আমি অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া, কোন একটা গ্রাম দেখিতে পাইব ভাবিয়া, চারিদিকে দৃষ্টি দিতে লাগিলাম, কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে চারিদিকে বিস্তৃত অনাবৃত ভূমি এবং কিয়দ্দূরে কতকগুলা ঘাসের গাদা দেখিতে পাই। টারাণ্টাসের নিকটেই সুদীর্ঘ জামাপরা প্রকাণ্ড যষ্টিহস্তে দুইটী লোক দাঁড়াইয়া, আমার অপরিচিত ভাষায় কথোপকথন করিতেছিল। এতদ্দর্শনে প্রথমেই আমার মনে হয় যে, আমরা একটা ডাকাতের দলের মধ্যে পড়িয়াছি, সুতরাং আমি আসন্ন বিপদের জন্য রিভলভার বন্দুক বাহির করি। আমার সহচর তখনও আমার পার্শ্বে বেশ নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং আমি তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি বিশেষরূপে বাধা দিতে থাকেন।

আমি উগ্র এবং ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে চালককে বলিলাম, "একি?—তুমি আমাদের কোথায় আনিয়া ফেলিলে?"

"প্রভু! যেখানে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই থানেই আনিয়াছি।"

সন্তোষপ্রদ কারণ জানিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার নিদ্রিত সহচরকে ঠেলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বেই গভীর কৃষ্ণমেঘের পার্শ্ব হইতে পূর্ণচন্দ্র উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করায়, সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমি যেগুলিকে ঘাসের গাদা মনে করিয়াছিলাম, সেগুলি বস্ত্রাবাস। দীর্ঘ যষ্টি হস্তে যে দুটী লোককে আমি ডাকাইত মনে করিয়াছিলাম, তাহারা নিরীহ মেষ-পালক। তাহারা সামান্য প্রাচ্য খালাৎ পরিধান করিয়াছিল, এবং তাহাদিগের পশ্চাতে যে সকল মেষ ছিল, তাহারা তাহাদিগকে চরাইতেছিল। আমার পূর্ব্ব অনুমানমত শূন্য ঘেসো জমির পরিবর্ত্তে আমি পূর্ব্বে যেমন পাঠ করিয়াছিলাম,

সেইমত প্রকৃত তাতার-আউল সকল আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাই। মুহূর্ত্তের জন্য আমি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, আমি যেন য়ুরোপে নিদ্রিত হইয়া, আসিয়ায় জাগরিত হইলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটী বস্ত্রাবাসের মধ্যে নীত হইলাম। বস্ত্রাবাসটী গোলাকার, উপরিভাগ গুম্বজের মত, ব্যাস দ্বাদশফীট, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাষ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত, এবং পুরু পশমী বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। অভ্যন্তরভাগে আমাদিগের শয্যার জন্য রক্ষিত অনেকগুলি কার্পেট এবং বালিস ব্যতীত আর কোন সজ্জা ছিল না। আমরা যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, সেই প্রিয় পুরুষটি আমাদিগের অপ্রত্যাশিত আগমনে কতকটা বিস্মিত হয়েন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করেন না। তিনি শীঘ্রই সে রাত্রির জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া যান। আমরা কিন্তু একাকী থাকি না, বহুল কৃষ্ণবর্ণ বিট্‌ল্ নামক পোকা আসিয়া, তাহাদিগের স্বভাবানুযায়ী প্রথামত আমাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিতে থাকে। তাহাদিগের ডানা ছিল কি না, অথবা তাহারা পাখার অভাবে হামাগুড়ি দিয়া বস্ত্রাবাস পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহাদিগের লক্ষ্য জিনিসের উপর পড়িয়াছিল কি না, তাহা আমি জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা যে কোন উপায়েই হউক আমাদিগের উপর উঠে—এমন কি যখন আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, তখনও মাথার উপর উঠে এবং অতি আশ্চর্য্যজনক একাগ্রতার সহিত আমাদিগের চুল ধরিয়া থাকে। তাহারা মনুষ্যের চুলের উপর কেন এত দৃষ্টি দেয়, তাহা স্থির করিতে পারি না, শেষ আমাদের মনে পড়ে যে, এখানকার লোকেরা স্বভাবতই মাথার চুল কামাইয়া থাকে, সেই জন্যই এই পোকারা কেশপূর্ণ মস্তক একটা কৌতূহলজনক নূতন জিনিস ভাবিয়া, তাহার বিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। অন্যান্য জীবের ন্যায় ইহারাও আপনাদিগের কৌতূহল সম্বন্ধে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে, কিন্তু আলোক নির্ব্বাপিত করিবামাত্রই তাহারা সঙ্কেত বুঝিয়া প্রস্থান করে।

পরদিন প্রাতঃকালে যখন আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন বেশ বেলা হইয়াছিল, এবং আমরা আমাদিগের বস্ত্রাবাসের সম্মুখে স্থানীয় বহুল লোক সমবেত দেখিতে পাই। আমাদিগের সেই উপস্থিতি একটা বিশেষ গুরুতর ঘটনারূপে বিবেচিত হইয়াছিল, এবং আউলের সমস্ত অধিবাসীই আমাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে অভিলাষী হয়। আমরা যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, তিনি সর্ব্বপ্রথমে আগমন করেন। তাঁহার গঠনটী কৃশ অথচ লম্বা, মধ্যবয়স্ক, মূর্ত্তিটী গম্ভীর, কঠোরভাবব্যঞ্জক, এবং তিনি সামাজিকতাপ্রিয় নহেন এমত বোধ হয়। আমরা পরে জানিতে পারি যে, তিনি একজন আখুন, অর্থাৎ মুসলমানদিগের যাজকশ্রেণীক মধ্যে একজন নিম্ন পদস্থ লোক, এবং তিনি ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত পশম এবং রেশমের সামান্য প্রকার ব্যবসাও করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত একজন বৃদ্ধ মোল্লা আইসেন। তিনি দেখিতে যেমন দীর্ঘাকার পুরুষ, তাঁহার মুখাকৃতি সেইমত য়ুরোপীয়ভাবে গঠিত, সরলভাব-

ব্যঞ্জক, দাড়ীটী কটা, কিন্তু সুন্দর। সেই ক্ষুদ্রদলের অন্যান্য পদস্থ লোকেরা পরে আগমন করে। তাঁহাদিগের সকলের বর্ণই কাল, চক্ষুগুলি ছোট ছোট, এবং তাতারজাতির বিশেষ চিহ্নস্বরূপ তাহাদিগের গণ্ডাস্থি বড়, কিন্তু খাঁটী মোগলদিগের ন্যায় মূর্ত্তির অসুন্দরতা নাই। মোল্লা ব্যতীত তাহারা সকলেই কিছু কিছু রুষীয় ভাষায় কথা কহে এবং সেই ভাষায় আমাদিগের অভ্যর্থনা করে। ছেলেগুলি দূরে সম্ভ্রমের সহিত অবস্থান করিতে থাকে, এবং স্ত্রীলোকেরা তাঁবুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে।

উক্ত আউলের মধ্যে কুড়িটী তাঁবু ছিল, সকলগুলিই এক ধরণে গঠিত, কিন্তু একটা শৃঙ্খলামত একভাবে স্থাপিত না হইয়া, বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। নিকটেই একটী জল-নালা ছিল, কোন কোন মানচিত্রে তাহা কারালিক নদী নামে চিত্রিত, কিন্তু সে সময়ে সেটী কৃষ্ণবর্ণের তরল পদার্থপূর্ণ কতকগুলি ক্ষুদ্র জলাশয়স্বরূপ ছিল। এখানকার লোকেরা রন্ধনকার্য্যে এই জল ব্যবহার করে, পূর্ব্বেই আমরা এমত অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সত্য শুনিয়া, সে দৃশ্যটী কিছুমাত্র আমাদিগের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে না। সেই জন্যই আমরা দ্রুতগতি সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি, এবং অন্য কিছু করিবার না থাকায়, আমাদিগের আহার্য্য কিরূপে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা দেখিতে থাকি। রন্ধন-প্রণালীটী সম্পূর্ণ আদিমকালের মত। আমাদিগের তাঁবুর দ্বারের নিকট একটী মেষ আনিয়া তাহাকে কাটিয়া, তাহার ছাল ছাড়াইয়া, মাংস সকল খণ্ড খণ্ড করা হয়। পরে একটা বড় পাত্রের মধ্যে তৎসমস্ত রাখিয়া, সেই পাত্রের নিম্নে আগুনের জ্বাল দেওয়া হইতে থাকে।

যেরূপ অতি প্রাচীনকালের প্রথামত এই রন্ধনকার্য্য সমাধা হয়, আহার-প্রথাও তদপেক্ষা কম প্রাচীন প্রথামত নহে। তাঁবুর ভিতর মধ্যস্থলে একখানা বস্ত্র বিছাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহাই টেবেলস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, এবং কেদারার পরিবর্ত্তে গদির উপর পদ্মাসনে বসিতে হয়। কোনপ্রকার ভোজন-পাত্র, ছুরি, কাঁটা, এবং চামচ প্রভৃতি ছিল না, সকল ভোক্তাকেই একটী কাষ্ঠপাত্র মধ্যে আহার্য্য রাখিয়া প্রকৃতি যে অস্ত্র দিয়াছে, সেই অস্ত্রে অর্থাৎ অঙ্গুলির সহায়তায় খাইতে হয়। স্বয়ং কর্ত্তা এবং তাঁহার পুত্র পরিবেশকের কার্য্য করেন। আহার্য্য দ্রব্য প্রচুর ছিল বটে, কিন্তু নানাপ্রকারের ছিল না—প্রধানতঃ সিদ্ধ মেষমাংসই অধিক ছিল, রুটী বা তৎ পরিবর্ত্তে সেরূপ অন্য কোন জিনিস ছিল না, এবং কতকটা লবণাক্ত ঘোটকমাংসও ছিল।

যে মুসলমানগণ হস্তপদাদি প্রক্ষালনকে পয়গম্বরের বিশেষ আজ্ঞা বলিয়া মান্য করে, এবং যাহারা কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে একেবারে অনভিজ্ঞ, সেই মুসলমান জাতীয় ছয়জনের সহিত একত্রে একপাত্রে আহার করা, ধর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহার বড় একটা কুসংস্কার নাই, তাঁহার পক্ষেও বড় মনোমত ব্যাপার নহে; কিন্তু আবার এই বাসকিরদিগের সহিত আহার করিতে হইলে, এতদপেক্ষা আরও বিভ্রাটে পড়িতে

হয়, কারণ যাহার সহিত ইহারা একত্রে আহার করে, তাহার প্রতি সম্মান এবং প্রীতিপ্রদর্শন জন্য তাহার মুখে খানিকটা মেষমাংস বা একমুঠা টুকরা মাংস প্রদান করিতে ভালবাসে! যখন বাসকিরদিগের আচার ব্যবহারের এই অপ্রত্যাশিত বিচিত্র প্রথা আবিষ্কার করি, তখন, আমি যে সেই নবপরিচিত-দিগের হৃদয়ে মৎসম্বন্ধে সুভাবোদ্দীপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তজ্জন্য নিতান্ত তুঃখিত হই।

যখন তাঁবুর মধ্যস্থ ভোক্তাগণের দ্বারা এবং তাঁবুর বহির্দ্দেশস্থ অবর্ণিত ব্যক্তি-গণের দ্বারা (আউলের সমস্ত লোকেই সেই ভোজে নিযুক্ত হইয়াছিল) সেই মেষাহার শেষ হইয়া যাইল, তখন অসীম পরিমাণে কুমুইস প্রদান করা হইতে থাকে। সেই পানীয় কেবল ঘোটকীর ঈষৎ জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ মাত্র; কিন্তু আমি সামারায় যে কুমুইসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা অন্যবিধ। সেখানকার কুমুইস মিষ্ট এবং সফেণ, কেবল ঈষৎ অম্লাত্মক; কিন্তু এখানকার কুমুইস সফেন নহে, প্রায় নিতান্ত পাতলা এবং ঘোলের ন্যায় টক। আমার রুষীয় বন্ধু, ইহার প্রথম স্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া, মুখটা নিতান্ত বিকৃত করেন, আমারও মুখ প্রথমতঃ সেইমত বিকৃত হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু আমার বন্ধুর মুখ বিকৃত দেখিয়া, সকলের মুখে অসন্তোষ-জ্ঞাপক চিহ্ন দর্শনে আমি কোনমতে বিকৃতমুখ না করিয়া, কুমুইস যেন আমার মনোমত হইয়াছে, এরূপ মুখভাব প্রকাশ করিলাম। কিন্তু বাস্তবিক শীঘ্রই আমার পক্ষে তাহা ভাল বোধ হইতে লাগিল, এবং যাহারা বাল্যকাল হইতে তাহা খাইতে অভ্যস্ত, তাহাদিগের মত বেশ খাইতে লাগিলাম। এই কার্য্যের দ্বারা আমি তাহা-দিগের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্হ হইয়া উঠিলাম; কারণ কেহ যদি পান করিতে না পারে, তাহা হইলে বাসকিরদিগের ধারণামত সেব্যক্তি সমাজের উপযুক্ত লোক বলিয়া গণ্য হয় না, এবং যেব্যক্তি কুমুইস পান করিতে পারে, সেব্যক্তি তদ্দারা বাসকিরদিগের জাতীয় জীবনের একটা প্রধান আচারে অভ্যস্ত বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিক আমার নিজের এমত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমি একটা স্বতন্ত্র পাত্রে কতকটা কুমুইস ঢালিয়া পান করি, কিন্তু দেশের চলিত প্রথার মানরক্ষা করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়ায়, যে একটী মাত্র কাষ্ঠের পাত্রে সকলে পান করিতে-ছিল, আমি তাহাতেই পান করিতে থাকি। আমার এই কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া, আমার প্রতি তাহারা এক বিষয়ে অনুগ্রহ করে, অর্থাৎ তাহাদিগের পয়গম্বর কখনও ধূমপান করিতেন না, সুতরাং মনুষ্যসাধারণ্যের পক্ষে ধূমপান নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহাদিগের এমত ধারণা হইলেও তাহারা আমাকে যথেচ্ছ ধূমপান করিতে দেয়।

যে সময়ে সকলে সেই "প্রীতিপাত্রে" কুমুইস পান করিতেছিল, সেই সময়ে আমি কতিপয় উপহারদ্রব্য সকলকে প্রদান করিয়া, আমার আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করি। আমি বলি যে, যে বহুদূরবর্ত্তী পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমি আসিয়াছি,

সেখানে আমি শুনিয়াছি যে, বাসকিরদিগের অনেকগুলি বিচিত্র আচারব্যবহার আছে, এবং তাহারা নিতান্ত সদয়হৃদয় এবং অতিথিগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আপনাদিগের সহায়তা এবং অতিথিসৎকারের বিষয় আমি প্রত্যক্ষ যথেষ্টই জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা আপনাদের সাংসারিক জীবনযাত্রাপ্রণালী, আচারব্যবহার, গীত, ইতিহাস, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয় আমাকে জ্ঞাত করিবেন। আমি তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করি যে, আমার স্বদেশীয়গণ এই সকল বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ অভিলাষী।

ভোজের পর এরূপ ক্ষুদ্র বক্তৃতা, বাসকিরদিগের আচারব্যবহারানুগত না হইলেও ইহার দ্বারা সকলের হৃদয় কিন্তু আকৃষ্ট হয়। সকলের মুখ হইতেই অভিমতিব্যঞ্জক স্বর বাহির হইতে থাকে। যাহারা রুষীয় ভাষা জানিত, তাহারা অনেক কথা অনুবাদ করিয়া, রুষীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ স্বজাতীয়দিগকে বুঝাইয়া দিল। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিয়া, সকলেই "আবদুল্লা! আবদুল্লা!" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং বাহিরে যাহারা দণ্ডায়মান ছিল, তাহারাও "আবদুল্লা" বলিয়া রব তুলিল।

কয়েক মিনিট পরেই আবদুল্লা, একখণ্ড প্রকাণ্ড অর্দ্ধভক্ষিত অস্থি লেহন করিতে করিতে উপস্থিত হইল, তাহার মুখের নিম্নাংশটী চর্ব্বিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। লোকটা দেখিতে ক্ষুদ্র, রোগা, বর্ণটি কাল, দেখিলে বোধ হয় যেন অকালবৃদ্ধ; কিন্তু তাহার অধরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন হাস্য, এবং দক্ষিণ চক্ষের পাতাকম্পন দৃষ্টে বেশ বোধ হইতে লাগিল যে, সে যৌবনের আমোদ-রহস্য এখনও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার বেশটী মূল্যবান এবং অধিক চাকচিক্যশালী, অপর সকলের অপেক্ষা অধিক ভড়ংবিশিষ্ট কিন্তু ছিন্নভিন্ন। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে, দৈন্যদশায় পতিত কোন বিদূষক বা নট হইবে, কিন্তু বাস্তবিক সে ব্যক্তি তাহাই। কর্ত্তার ঈঙ্গিৎ এবং আদেশমত সেব্যক্তি সেই অস্থিটী একদিকে রাখিয়া, স্বীয় সবুজবর্ণের পশমী খালাতের ভিতর হইতে বংশীর ন্যায় একটী ছোট বাদ্যযন্ত্র বাহির করিল। সেই যন্ত্রযোগে সে কয়েকটী স্বজাতীয় গৎ বাজাইল। সে প্রথমে যে গৎটী বাজাইল, তাহা হাইল্যাণ্ডের গৎ বাদ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল—একবার কোমল সুরে ধীরে ধীরে বিলাপ করিতে লাগিল, পরে ক্রমে ক্রমে সুরটী হৃদয়োত্তেজক, সাংগ্রামিক মূর্ত্তি ধরিয়া, আবার ক্রমে ক্রমে কোমলভাবে যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই সামান্য যন্ত্রে সে ব্যক্তি যেরূপ গুণপণা প্রকাশ করিতে লাগিল, বাস্তবিক তাহা অতি প্রশংসনীয়। পরে সে গম্ভীরভাব হইতে আনন্দের ভাবপ্রকাশক গৎ বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ প্রীতিপ্রদ চুটকি গৎ বাজাইতে লাগিল, এবং অল্প বয়স্ক দর্শকগণের মধ্যে কয়েকজন সেই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া, আইরিসদিগের জিগ নৃত্যের ন্যায় এলোমেলোভাবে অসুন্দর নৃত্য করিতে লাগিল।

এই আবদুল্লা আমার একজন বিশেষ উপকারী সহচর হইবার যোগ্য এমত প্রকাশ পাইল। এব্যক্তি একপ্রকার বাসকির কবি। কেবল যে সংগীতবিদ্যায় উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ছিল এমত নহে, স্থানীয় প্রবাদ, ইতিহাস, কুসংস্কার, এবং উপকথাগুলিও বেশ জানিত। আখুন এবং মোল্লা, ইহাকে অকর্ম্মণ্য এবং ছিবলে জ্ঞান করিত, কারণ ইহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সম্ভ্রমসূচক উপায় ছিল না, কিন্তু যে সকল লোক সে বিষয়ের প্রতি তত দৃষ্টি দিত না, তাহাদিগের মধ্যে এব্যক্তি বিশেষ প্রিয় ছিল। আবদুল্লা রুষীয় ভাষায় জলের মত কথা কহিতে পারিত, সুতরাং দ্বিভাষীর সাহায্য না লইয়া, আমি তাহার সহিত বেশ কথা কহিতে পারিতাম এবং সে যাহা কিছু জানিত, আপন ইচ্ছাক্রমে তাহা আমাকে বিদিত করিত। যখন সে আখুনের নিকটে থাকিত, তখন নীরবে গম্ভীরভাবে অবস্থান করিত, কিন্তু সেই পদস্থ ব্যক্তির সম্মুখ হইতে বাহিরে যাইলেই সে সজীব ভাবে কথা কহিত।

আমার নবপরিচিতগণের মধ্যে আর এক ব্যক্তিও অন্য বিষয়ে আমার বিশেষ উপকারী হয়েন। তাঁহার নাম মহম্মদ জিঞা, তিনি আবদুল্লার ন্যায় বুদ্ধিমান না হইলেও অধিক সহানুভূতিপ্রকাশক। তাঁহার সেই সরল উদারভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল, এবং সদয়-সততামূলক ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা কি ছিল যে, তদ্দ্বারা আমি এতদূর আকৃষ্ট হই যে, তাঁহার সহিত চব্বিশ ঘণ্টাকাল পরিচয় না হইতে হইতেই আমাদিগের মধ্যে একপ্রকার মিত্রতা জন্মে। তিনি দেখিতে দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, এবং বিশালবক্ষ; মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার দেহে য়ুরোপীয় রক্তও আছে। যদিও তাঁহার বয়স মাঝামাঝি হইয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি বেশ সজীব এবং কার্য্যক্ষম ছিলেন,—এতদূর শক্তি ছিল যে, তিনি অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া, ভূমির উপর হইতে প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু যৌবন কালে অতি দ্রুতগতি অশ্বারোহণে গমনকালে এইরূপে যে প্রস্তর উত্তোলন করিতে পারিতেন, এখন আর সেরূপ পারেন না। তাঁহার ভূগোলসম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি সংকীর্ণ এবং ভ্রান্ত। তাঁহার এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাচীন রুষীয় মানচিত্রের মত, অর্থাৎ সেই সকল মানচিত্রে অতি প্রাচীনকালের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব (যে সকল জাতির অস্তিত্ব প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে) নিতান্ত নিরাশজনক গোলমালের সহিত বিজড়িত। কিন্তু তাঁহার ভূগোলসম্বন্ধীয় কৌতূহল চরিতার্থ করা অসম্ভব। আমার সহিত যে, পর্য্যটন-মানচিত্র ছিল, তিনি সেরূপ মানচিত্র সেই প্রথম দেখিতে পান, সুতরাং সেখানি তাঁহার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি যে যে স্থান জানিতেন, সেই সেই স্থান সেখান হইতে কতদূর, এবং কোন্ দিকে, আমি কেবলমাত্র মানচিত্রের সাহায্যে যখন তাহা বলিতে লাগিলাম, তখন একজন শিশু, প্রথম বাজীকরের ভোজবাজী দেখিয়া যেমন বিস্ময় এবং আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করে, তাঁহার মুখমণ্ডলও সেইমত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন

আমি মূল রহস্যটী প্রকাশ করিয়া দিলাম, এবং এঅঞ্চলের মধ্যে যে বোখারা প্রধান তীর্থস্থানরূপে গণ্য, সেই বোখারা কতদূরে স্থিত, ইহা সেই মানচিত্রের সাহায্যে তাঁহাকে গণনা করাইতে শিক্ষা দিলাম, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমার ইচ্ছা ছিল যে, সেই মানচিত্রখানি তাঁহাকে উপহার দান করি, কিন্তু সে সময়ে আমার নিকট আর অন্য মানচিত্র না থাকায়, আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, কিন্তু কোন সুযোগে তাঁহার নিকট পরে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হই ; এবং সামারাক নামক স্থানে কারালিক জেলার এক লোকের দ্বারা পরে আমি সেই প্রতিশ্রুত মানচিত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। দুই কিম্বা তিনবর্ষ পরে একজন রুষীয় পর্য্যটক, যিনি উক্ত আউলে একরজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিতে পাই যে, তিনি সেখানে "ইংরাজের উপহার" নামে একখানি মানচিত্র দেখিয়াছিলেন, এবং মহম্মদ জিঞা নামক একজন বিজ্ঞ বাসকির, সেখান হইতে বোখারা কতদূর, তাহা গণনা করিতে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যদিও মহম্মদ জিঞা বিদেশ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, কিন্তু স্বদেশ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং আমি যে, তাঁহাকে ভূগোল সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষাদান করি, তিনি তদ্বিনিময়ে আমাকে উদারভাবে যথেষ্ট তথ্য দান করেন। তাঁহার সহিত আমি নিকটবর্ত্তী আউল সকল দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেই সমস্ত আউলেই তাঁহার অনেক পরিচিত লোক ছিল, এবং সর্ব্বত্রই আমরা পরমসমাদরে গৃহীত হই। আমি পূর্ব্বে যে আনন্দোৎসবমূলক ভোজের উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে সেরূপ ভোজানুষ্ঠান না হয়, সেজন্য আমি সর্ব্বত্রই চেষ্টা করি, কিন্তু সর্ব্বত্র সফল হই না। আমার সেরূপ করিবার কারণ এই যে, আমি জানিতাম যে, আমরা যাহাদিগের নিকট যাইতাম, তাহারা সকলেই সাধারণ্যে দরিদ্র, অপর তাহারা আমার জন্য যে মেষবধ করিবে, তাহার মূল্যও লইবে না, এবং অন্য কারণ এই যে, তাহারা আরও বাসকিরীয় প্রথামত সম্মান এবং ভালবাসা জানাইতে চাহিবে, এমত, সন্দেহও আমার মনে উদিত হয় ; কিন্তু যে সময়ে এই সকল লোকের কোন কাজ কর্ম্ম না থাকে, সেই সময়ে ইহারা যে, কুমুইস পান করিতে থাকে, তাহাতে আমি সমধিক যোগ দান করিতে থাকি। এই সকল স্থলে আবদুল্লা প্রায়ই আমাদিগের সহিত যাইত, এবং দ্বিভাষী ও বাদক-কবিরূপে বিশেষ উপকার করিত। মহম্মদ জিঞা রুষীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন, কিন্তু সাধারণ বিষয় ছাড়িয়া কোন উচ্চ বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইলে, তিনি আর বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিতেন না ; অনপক্ষে আবদুল্লা একজন প্রথমশ্রেণীর দ্বিভাষী ছিল, এবং সে তাহার বাদ্যযন্ত্র এবং সরস বাক্যাবলীর দ্বারা নবপরিচিতদিগকে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক তথ্য বাহির করিয়া লইত। সরল আবদুল্লা! সকল বিষয়েই যেন তাহার প্রতিভা ছিল, কিন্তু তাহার ছিন্নভিন্ন মলিন খালাৎ বিশেষরূপেই প্রকাশ করিয়া দেয় যে, নিতান্ত সভ্যদেশসমূহে কবি এবং গুণী-

দিগের ভাগ্যে ধনের পরিবর্ত্তে যেমন নির্দ্ধনতাই লাভ হয়, বাসকিরীয়াতেও তাহার অদৃষ্টে সেইমত ঘটিতেছে।

উপরোক্ত দুইটী বন্ধুর সহায়তায় আমি এস্থানের যে বহুবিষয়ক তথ্য সকল সংগ্রহ করি, তৎসমস্তের দ্বারা পাঠকগণকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছা নাই—বাস্তবিক ইচ্ছা থাকিলেও আমি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ সেগুলি পরে অপহৃত হয়—কিন্তু বাসকিরদিগের আর্থিক প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা বলিতে চাই। বর্ত্তমানে তাহারা রাখাল-অবস্থা হইতে কৃষক-অবস্থায় নীত হইতেছে; কিন্তু যে কারণে এবং যেরূপ উপায়ে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সে তথ্যটী অবশ্যই জ্ঞাতব্য।

দার্শনিকগণ বহুকাল হইতে সামাজিক উন্নত অবস্থান্তরপ্রাপ্তির একটী মূলসূত্র ধার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত যে, মনুষ্যগণ প্রথমে শিকারী, পরে রাখাল এবং শেষ কৃষক হয়। এই মূলসূত্রটী কতদূর সত্য, এস্থলে আমাদিগের পক্ষে তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই মূলসূত্রের একটী প্রয়োজনীয় অংশের পরীক্ষা করিয়া, আমরা নিজেই প্রশ্ন করিতে পারি যে, রাখালজাতি কেনই বা কৃষিকার্য্যাবলম্বন করে? ইহার সহজ উত্তর এই যে, তাহারা হঠাৎ এমত অবস্থায় পতিত হয় যে, সেই সূত্রে উক্ত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন মহান ব্যবস্থাবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিয়াছিল, অথবা তাহারা কোন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত জাতির সংশ্রবে পড়িয়া, সেই প্রতিবাসীদিগের আদর্শে কৃষিকার্য্যাবলম্বন করিয়াছিল। যে সকল লোক কেবলমাত্র আপনাদিগের বুদ্ধিজ্ঞানের সাহায্যে তথ্য সৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত ব্যাখ্যা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি রাখালজাতির সহিত বাস করিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক বিবেচিত হইবে। কৃষিকার্য্যের কঠোর শ্রমের সহিত তুলনায় পশুপালন এতদূর কষ্টহীন, এবং তাহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যের এতদূর উপযোগী যে, যে কোন মহান ব্যবস্থাবিদই হউন না, এবং সলোনের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান এবং ডিমস্থিনিসের মত বাগ্মিতাশক্তি থাকুক না, তিনি কখনই স্বজাতীয়গণকে স্বেচ্ছাক্রমে এক অবস্থা হইতে ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাইতে পারেন না। জীবিকার্জ্জনের সকল প্রকার সাধারণ উপায়ের মধ্যে (খনির কার্য্য ব্যতীত) কৃষিকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য, এবং যে সকল লোক শৈশব হইতে কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত নহে, তাহারা কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাতে লিপ্ত হয় না। অন্যপক্ষে পশুপালজাতির চিরদিনই অবকাশ, এবং যে সকল লোক পশুপালন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, অনাহারে মৃত্যু-সম্ভাবনা ব্যতীত তাহারা যে, আপন ইচ্ছায় কৃষিকার্য্য করিতে চাহিবে, আমি এমত অনুমান করিতে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে অনাহারে মৃত্যুভীতিই সকলকেই—বিশেষতঃ এই বাসকিরদিগকে

উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। যতদিন পর্য্যন্ত ইহারা প্রচুর পশুচারণ-ভূমি পাইয়াছিল, ততদিন ইহারা কৃষিকার্য্য করিবার চিন্তাও করে নাই। ইহাদিগের যে কিছু অভাব এবং প্রয়োজন হইত, পশুদিগের দ্বারাই তৎসমস্ত পূর্ণ করিয়া লইত, এবং পশুপালনই ইহাদিগকে নিশ্চিন্তমনে অলসভাবে কালাতিপাতিত করিতে দিত। লাঙ্গল এবং মই কিরূপে চালনা করিতে হয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য ইহাদিগের মধ্যে মহান ব্যবস্থাবিদ জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং যখন ইহারা সীমান্তে রুষীয় কৃষকদিগকে দারুণ পরিশ্রমের সহিত হলচালনা এবং বীজবপন করিতে দেখিত, তখন নিশ্চয়ই ইহারা তাহাদিগের আদর্শে কৃষিকার্য্য করিবার চিন্তা না করিয়া, বরং তাহাদিগের সেই দারুণ শ্রমজনিত কষ্টে দুঃখানুভব করিত। কিন্তু একজন আকৃতিহীন নিতান্ত কঠোরস্বভাব অত্যাচারী ব্যবস্থাবিদ তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া দেখা দেয়, আমি বলি সেটী—আর্থিক প্রয়োজনীয়তা। পূর্ব্বদিকে ইয়ুরাল কোশাকগণ তাহাদিগের অধিকৃত পশুচারণভূমি গ্রাস করিতে থাকায়, এবং উত্তর ও পশ্চিম হইতে রুষীয় উপনিবেশীশ্রেণী-তরঙ্গ আসিতে থাকায়, তাহাদিগের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। পশুচারণভূমি-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়স্বরূপ পশুর সংখ্যাও কমিয়া আইসে। তাহারা নিতান্ত উদাস এবং রক্ষণশীলমতাবলম্বী হইলেও তাহারা অশন বসন সংগ্রহের জন্য কোন নুতন উপায় অবলম্বন এবং কম পরিমিত ভূমিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, এমত কোন উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। কেবল মাত্র সেই সময়েই তাহারা প্রতিবাসীগণের অনুকরণে কৃষিকার্য্য করিবার প্রথম চিন্তা করে। তাহারা দেখিতে পায় যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের রুষীয় কৃষকেরা ৩০।৪০ একার জমি লইয়া বেশ সুখস্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছে, অন্যপক্ষে তাহাদিগের প্রত্যেক পুরুষ প্রতি দেড়শত একার পরিমিত ভূমি থাকিলেও তাহাদিগের অনাহারে মৃত্যুভীতি উপস্থিত। উক্ত অবস্থায় কিরূপ শেষ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য, তাহা স্বতঃই বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদিগের পক্ষে অবিলম্বেই কৃষিকার্য্যারম্ভ করা বিহিত হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তমত কার্য্য করিবার বিরুদ্ধে সেস্থলে প্রবল বাধা ছিল। মেষপালন অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অবশ্যই কম জমির প্রয়োজন বটে, কিন্তু সমধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, অথচ বাসকিরগণ কোনকালেই গুরুতর শ্রম কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। তাহারা অশ্বারোহণে সুদীর্ঘ পথ-গমনজনিত কষ্ট ও ক্লান্তিসহ করিতেই অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু লাঙ্গল এবং মই লইয়া অবিশ্রান্ত কঠোর একঘেয়ে পরিশ্রম করা তাহাদিগের স্বভাবানুযায়ী ছিল না। সেই জন্যই প্রথমতঃ তাহারা একটা মধ্যবর্ত্তী উপায় অবলম্বন করে। তাহারা প্রথমতঃ রুষীয় কৃষকদিগের দ্বারা আপনাদিগের জমির একাংশে কৃষিকার্য্য করাইয়া লইতে থাকে, এবং সেই কৃষকদিগের পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন শস্যের কতকাংশ দিইতে থাকে, অন্য কথায় তাহারা ভূস্বামীস্বরূপে তাহাদিগের জমির কতকাংশে চাষ করাইতে থাকে।